পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 25 Thursday, 25 December, 2025 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা ❋ ৯ পৌষ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বরঃ রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত নথি নিয়ে জটিলতায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা। রাজ্যে প্রযোজ্য ১১টি নথির তালিকা সংশোধনের দাবিতে করা এই মামলায় নির্বাচন কমিশনকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশ দেন, আগামী সাত দিনের মধ্যে বিষয়টি বিবেচনা করে নির্বাচন কমিশনকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, সেই সিদ্ধান্ত ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে মামলাকারীকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। মামলাকারীর দাবি, কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় অনুযায়ী ২০১০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত রাজ্যে ইস্যু করা ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল হয়েছে। ফলে ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ইস্যু হওয়া ওবিসি সার্টিফিকেটগুলিকে এসআইআর প্রক্রিয়ায় বৈধ নথি হিসেবে গ্রহণ করা যায় কি না, তা পুনর্বিবেচনা করা জরুরি। এই প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ওবিসি সার্টিফিকেট যেন এসআইআর-এর নথির তালিকায় গ্রাহ্য না হয়, সেই মর্মে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করেছিলেন আইনজীবী অরিজিৎ বক্সী। অভিযোগ, কমিশন ওই আবেদনের উপর কোনও পদক্ষেপ না করায় বাধ্য হয়েই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের আলোকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সেই কারণেই কমিশনকে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে সিদ্ধান্ত জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মামলাকে ঘিরে রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া এবং আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে নতুন করে আলোড়ন তৈরি হয়েছে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে।

পুলিশ-বিচারকে ঠুকলেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বরঃ উন্নাওয়ের নির্যাতিতা ও তাঁর মাকে বিক্ষোভ দেখানোর সময় জোর করে সরিয়ে দেয় পুলিশ। নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া গেটের সামনে অবরোধের চেষ্টা করা দুই মহিলার সঙ্গে পুলিশের এহেন আচরণের তীব্র নিন্দা করলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার দিল্লি হাইকোর্ট ২০১৭ সালের উন্নাও ধর্ষণকাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিংকে জামিন দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন তাঁরা। রাহুল ধর্ষণে নির্যাতিতা ও তাঁর মায়ের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, ''উনি যখন বিচার পাওয়ার লড়াই করছেন, তখন সেটা কি অপরাধ। নাকি তাঁর দোষ! গণধর্ষণের নির্যাতিতার প্রতি এরকম ব্যবহার কি উপযুক্ত হয়েছে? তিনি কী দোষ করেছেন, বিচারের জন্য তাঁর আওয়াজ তোলার সাহস দেখিয়ে?'' রাহুল এক্স পোস্টে আরও লিখেছেন, ''উন্নাওয়ের নির্যাতিতাকে বারবার অপদস্থ করা হয়েছে, হেনস্তা করা হয়েছে। তিনি

আতঙ্কের ছায়ার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন। ধর্ষণকারীকে জামিন এবং নির্যাতিতার সঙ্গে এরকমভাবে অপরাধীর মতো ব্যবহার করা- কী ধরনের বিচার?'' প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেসের লোকসভা সদস্য। ''আমরা কেবলমাত্র মৃত অর্থনীতির দেশই নয়, এরকম অমানবিক ঘটনা ঘটতে থাকলে আমরা খুব তাড়াতাড়িই মৃত সমাজেও পরিণত হয়ে যাব।'' কংগ্রেস নেতা আরও বলেন, ''কুলদীপ সিং সেঙ্গারকে জামিন দেওয়ার ঘটনা মারাত্মক রকমের হতাশাজনক ও লজ্জার।'' নির্যাতিতার জন্য সম্মান, নিরাপত্তা ও সুবিচারের দাবি জানিয়েছেন তিনি। লিখেছেন, ''গণতন্ত্রে আওয়াজ তোলা একটি অধিকার। এর কণ্ঠরোধের চেষ্টা হল অপরাধ। নির্যাতিতাকে অবশ্যই সম্মান, নিরাপত্তা ও বিচার দিতে হবে। এটা তাঁর প্রাপ্য। অসহায়তা, ভয় এবং অবিচার দূর করে দিতে হবে।''

'অন্য রাজ্য থেকে অবজার্ভার নিয়োগ হয়নি'

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের ব্যাখ্যা দিলেন সিইও মনোজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বরঃ এসআইআর-এর দ্বিতীয় দফার কাজ খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সেই কর্মীদেরই এদিন দু'দফায় বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে নজরুল মঞ্চে। প্রশিক্ষণ শিবিরের ফাঁকেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানিয়ে দিলেন, ''বাইরের রাজ্য থেকে আমরা কোনও অবজার্ভার নিয়োগ করিনি। মাইক্রো অবজার্ভাররা সকলেই এরাজ্যে কর্মরত। তবে কেউ অন্য রাজ্যের বাসিন্দা কি না-তা আমরা বলতে পারব না। সবারই নিয়োগপত্র দিয়ে দেওয়া হয়েছে।'' তিনি আরও স্পষ্ট করেন, ইসিআইয়ের নির্দেশিকা অনুযায়ীই মাইক্রো অবজার্ভাররা কাজ করবেন। সিইও-র এদিনের এই মন্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। কারণ, তার ঠিক আগের দিনই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের কর্মীসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন, রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করেই নাকি অবজার্ভার নিয়োগ করছে কমিশন। তাঁর প্রশ্ন, কেন বাংলায় ভোট করাবে অন্য রাজ্যের লোক? বাংলার ভাষা জানে? হিয়ারিং করবে কী করে? মুখ্যমন্ত্রী এও দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, অথচ তাঁদের বিভাগ, পদ, ঠিকানা-এই সমস্ত তথ্য রাজ্যকে জানানো হয়নি। আশঙ্কার সুরে এও বলেন, ''মাইক্রো অবজার্ভার কারা? বিজেপির দালাল নয় তো?'' এই আবহেই এদিন সিইও-র মন্তব্যকে কমিশনের তরফে

এক ধরনের জবাব বলেই ব্যাখ্যা করছেন অনেকে। নজরুল মঞ্চে প্রশিক্ষণে হাজির ছিলেন বিশেষ অবজার্ভার সুব্রত গুপ্তও। তিনি জানান, যাঁদের হিয়ারিংয়ের প্রয়োজন থাকবে তাঁদের কাছেই নোটিস যাবে, কারও ক্ষেত্রে প্রয়োজন না হলে নোটিস দেওয়া হবে না-এ নিয়ে কোনও বিভ্রান্তির সুযোগ নেই। তবে নীচু তলার বাস্তব চিত্র কিছুটা ভিন্ন। অভিযোগ, কমিশনের নির্দেশ বারবার পাল্টানোর ফলে সমস্যায় পড়ছেন বহু বিএলও। কোথাও বলা হচ্ছে, ২০০২ সালের ভোটারদের হিয়ারিং নেই, আবার কোথাও মৌখিক নির্দেশ আসছে হিয়ারিং করতে হবে-এমনকি কিছু জায়গায় নোটিসও ইস্যু হয়ে গেছে। যদিও বিভ্রান্তির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন সুব্রতবাবু। তবে মনোজ আগরওয়াল যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ পরোক্ষে খারিজ করে দিয়েছেন তার জবাবে রাজ্য কী বলে তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে কৌতূহল তুঙ্গে।

ভোটমুখী বার্তা নিয়ে ২৬ ডিসেম্বর অভিষেকের ভার্চুয়াল বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বরঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে আগামী ২৬ ডিসেম্বর বড়সড় সাংগঠনিক বৈঠকের ডাক দিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিকেলে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হবেন পাঁচ হাজারেরও বেশি পদাধিকারী, জনপ্রতিনিধি ও বুথভিত্তিক ভোট-ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা নেতারা। এর আগে সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বুথ লেভেল এজেন্টদের বৈঠকে মমতা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় কড়াভাবে নজরদারি চালাতে হবে, মানুষের পাশে থাকতে হবে নিরন্তর। সেই মঞ্চেই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন অভিষেকের ভার্চুয়াল বৈঠকের কথা। ২৬ ডিসেম্বরের কর্মসূচি তাই সেই ধারাবাহিকতারই পরবর্তী পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। দলীয় সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব পাবে দুইটি ক্ষেত্র। প্রথমত, সরকারের কাজের রিপোর্ট কার্ডকে

সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে 'উন্নয়নের পাঁচালি' প্রচার। গলিপথ থেকে গ্রাম, মহল্লা থেকে শহর-প্রত্যেক এলাকায় পৌঁছবে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খতিয়ান। তৃণমূলের বক্তব্য, কেন্দ্রের 'অর্থবঞ্চনা' সত্ত্বেও রাজ্যের তহবিল থেকেই মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, চালিয়ে যাচ্ছেন কল্যাণমূলক কর্মসূচি। দলের ভাষায়, ''বাঙালির প্রাপ্য আটকে রেখেছে দিল্লি, কিন্তু থেমে থাকেনি বাংলা।'' দ্বিতীয়ত, এই কর্মসূচির সঙ্গে জুড়ে যাবে সরাসরি ভোটযুদ্ধের আহ্বান। বার্তা স্পষ্ট, আর সময় নেই, সামনে তিন-চার মাসই অগ্নিপরীক্ষা। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ভুলে সংগঠনকে নেমে পড়তে হবে মাঠে। নেতাজি ইন্ডোরে বুথ লেভেল এজেন্ট এবং বিএলএ-২ দের সঙ্গে বৈঠক থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্যাপারে স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়েছিলেন, ''এবার পিকনিক-ফিকনিক হবে না। পিকনিক একেবারে ২০২৬-এর জয়ের পর হবে।'' অর্থাৎ আনন্দ-উৎসব পরে, এই মুহূর্তে একমাত্র লক্ষ্য - ছাব্বিশের ভোট। দলেরই এক নেতার কথায়, ''বাংলাকে জমিদারদের হাতে পড়তে দেওয়া যাবে না। এটা সংগঠন বাঁচানোর লড়াই, মানুষের পাশে থাকার লড়াই।'' সব মিলিয়ে ভোট বছরে তৃণমূলের ভাষ্য, ''এখনই নামুন ভোটযুদ্ধে। দল শক্তিশালী হলেই আপনার দিকটাও দেখা হবে।'' এখন দেখার ভার্চুয়াল বৈঠক থেকে নেতা, কর্মীদের উদ্দেশ্যে অভিষেক আর কী কী বলেন।

মাদার ডেয়ারি বদলে 'বাংলা ডায়েরি'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বরঃ মাদার ডেয়ারির নাম আর থাকছে না। এখন থেকে ব্র্যান্ডের নতুন নাম 'বাংলা ডেয়ারি'! বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে এমনই ঘোষণা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, মাদার ডেয়ারি ও বাংলা ডায়েরি- দুই সংস্থার মার্জারের পর একীভূত ব্র্যান্ড নাম হিসেবে সামনে আসছে 'বাংলা ডেয়ারি'। এদিন ক্যাবিনেট বৈঠকে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়ে। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মাথায় রেখে পিপিপি মডেলে বড় প্রকল্প হাতে নিচ্ছে রাজ্য। এই কাজে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেএসডব্লু এনার্জি লিমিটেড-কে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ১৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার দুটি নিউ সুপার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের মেয়াদ থাকছে ২৫ বছর, পরে আরও ৫ বছর বাড়ানো যেতে পারে। প্রায় ১৬০০

একর জমিতে প্রকল্প গড়ে তুলবে জেএসডব্লু, জমি চিহ্নিতকরণ ও অধিগ্রহণের দায়িত্বও সংস্থারই। মন্ত্রী জানান, বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে ও ভবিষ্যৎ ব্যবহারের কথা ভেবেই এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগে সবুজ সংকেত মিলেছে আরও কয়েকটি শিল্পপ্রকল্পে। নাহার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড, রাজ্য সরকারের 'বিজনেস সামিট'-এ ৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাদের জন্য বরাদ্দ করা হচ্ছে ১১ একর জমি। সংস্থাটি ওই জমি ব্যবহার করবে আমাজন ও ফ্লিপকার্টের ওয়্যারহাউজিং অবকাঠামো গড়ে তুলতে। হাওড়ার অঙ্কুরহাটি এলাকায় ০.৫ একর জমি বরাদ্দ হয়েছে জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি পার্কের জন্য। যদিও সেখানে পূর্বের মতোই টেকনিক্যাল ট্রেনিং ও দক্ষতা উন্নয়ন কাজ চালিয়ে যাবে ডব্লুবিআইডিসি। এছাড়াও চারটি প্লট- পানাগড়, হরিণঘাটা, জঙ্গলসুন্দরী কর্মনগরী ও ডোমজুড়ে। এগুলিতে শিল্প ও জুয়েলারি হাব গড়ে তোলার জন্য জমি বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের দাবি, এই সব সিদ্ধান্তই রাজ্যের শিল্পায়ন, বিদ্যুৎ অবকাঠামো ও কর্মসংস্থান- তিন ক্ষেত্রেই নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে।

দীপু দাসকে পিটিয়ে মারার প্রতিবাদে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন

ময়মনসিংহে যুবক দীপু দাস খুনের ঘটনার রেশ আছড়ে পড়ল এ রাজ্যের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। বুধবার সকাল থেকে রাজ্যের একাধিক সীমান্তে আমদানি-রফতানির ট্রাক আটকে বিক্ষোভে সামিল হল হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সদস্যেরা। শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি, উত্তর ২৪ পরগনার ঘোজাডাঙা ও পেট্রাপোল- প্রায় সর্বত্রই একই ছবি। ট্রাকের পথ আটকে স্লোগান, বিক্ষোভ আর উত্তেজনা। বাংলাদেশের যুবক দীপু দাস খুনের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের নানা প্রান্তে টানা বিক্ষোভ চলছে। সামনের সারিতে রয়েছে একাধিক হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনারের সামনে দফায় দফায় বিক্ষোভ হয়েছে। কলকাতায় বাংলাদেশের উপদূতাবাসের বাইরেও একই ছবি ধরা পড়ে। এ বার সেই প্রতিবাদের আঁচ ছড়িয়ে পড়ল সরাসরি সীমান্ত এলাকায়। বুধবার সকাল থেকেই উত্তর ২৪ পরগনার ঘোজাডাঙা সীমান্তে জড়ো হন 'সনাতনী জাতীয়তাবাদী মঞ্চ'র সদস্যরা। বাংলাদেশি ট্রাক সীমান্ত পার হওয়ার আগেই আটকে দেওয়া হয়। বিক্ষোভকারীদের সাফ দাবি, ভারত থেকে কোনও পণ্য বাংলাদেশে পাঠানো যাবে না। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার। কারণেই মহম্মদ ইউনুস প্রশাসনের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক 'ছিন্ন' করার ডাক দেন তাঁরা। ঘোজাডাঙা সীমান্তে বিক্ষোভকারী রাজেন্দ্র সাহা

এক বেসরকারি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের আর কোনও সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। দীপু দাসকে কী ভাবে খুন করা হয়েছে, গোটা বিশ্ব দেখেছে। তার পরেও সেখানকার নেতারা ভারতবিদ্বেষী মন্তব্য করছেন। তাই আমরা বাংলাদেশে রফতানি আটকাচ্ছি।'' বিক্ষোভের জেরে ঘোজাডাঙা সীমান্ত ও ওল্ড সাতক্ষীরা রোডে পণ্যবোঝাই বহু ট্রাক আটকে পড়ে। শুধু ঘোজাডাঙা নয়, পেট্রাপোল সীমান্তেও বাংলাদেশি ট্রাক আটকে বিক্ষোভ চলে। উত্তরবঙ্গের মালদহে ঘুচিয়া সীমান্তে ট্রাক চালকদের সঙ্গে বচসায় জড়ান বিক্ষোভকারীরা। ফুলবাড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরাও গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান। সীমান্তের অভিবাসন কেন্দ্রের বাইরেও চলে প্রতিবাদ। অন্য দিকে, এ দিন বিজেপির পূর্বঘোষিত 'হাওড়া ব্রিজ অবরোধ' কর্মসূচি ঘিরেও উত্তেজনা ছড়ায়। হাওড়া ব্রিজে ওঠার আগেই পুলিশের বাধায় আটকে যায় মিছিল। ব্যারিকেড টপকে এগোনোর চেষ্টা, রাস্তার উপর বসে পড়া- পরিস্থিতি মুহূর্তে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়।

ডিরেক্টরেটের কর্মীদের জন্য বড় সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বরঃ রাজ্য সরকারের সচিবালয়ের কর্মীদের মতো এবার ডিরেক্টরেটের কর্মীদেরও কমন ক্যাডার তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। এর ফলে কর্মীবর্গ এবং প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের অধীনে সচিবালয়ের কর্মীদের মতো ডিরেক্টরেটের কর্মীরাও চলে এলেন। নবান্ন সূত্রের খবর, বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্তের উপর সিলমোহর দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের জেরে ডিরেক্টরেটের কর্মীদেরও পদোন্নতির সুযোগ বাড়ল। সেই সঙ্গে ডিরেক্টরেটের কর্মচারীদের বিভিন্ন দফতরে বদলিও করা যাবে। এতদিন পর্যন্ত নিয়ম ছিল, যে দফতরের ডিরেক্টরেটের অধীনে কর্মীরা চাকরি পেতেন, সেই ডিরেক্টরেটেই সারাজীবন তাঁরা চাকরি করতেন। অন্য দফতরে যেতে পারতেন না। ছোট ডিরেক্টরেটের ক্ষেত্রে পদোন্নতির সময় হলেও সে সুযোগ তাঁরা পেতেন না। কিন্তু নতুন নিয়মে কোনও কর্মীর পদোন্নতির সময় হলেই নিজের ডিরেক্টরেটে সুযোগ না থাকলে অন্য কোনও দফতরে পদোন্নতি নিয়ে যেতে পারবেন এবং তা নিয়ন্ত্রণ কর্মীবর্গ এবং প্রশাসনিক সংস্কার দফতর। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের রাজ্য আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক। তিনি জানিয়েছেন, ফেডারেশনের উদ্যোগে ডিরেক্টরেট কমন ক্যাডার গঠন সংক্রান্ত ফাইলে রাজ্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। এরফলে ডিরেক্টরেট এবং রিজিওনাল মিলিয়ে অগণিত কর্মচারী উপকৃত হবেন। ফেডারেশন কথা দিয়ে কথা রাখে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মচারী দরদী। তা আরও একবার প্রমাণিত হল।

যাদবপুরের সমাবর্তনে রাজ্যপাল

বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ এসএফআইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বরঃ সমাবর্তনের দিনই উত্তাল যাদবপুর। ৬৮তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন এয়ার থিয়েটারে পৌঁছন তিনি। উপস্থিতির খবর ছড়াতেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিক্ষোভ শুরু করে এসএফআই ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা। সমাবর্তনের আবহে ফের পড়ুয়া অসন্তোষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যাদবপুর। থিয়েটারের বাইরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভকারীরা একাধিক দাবি তোলেন। এসএফআই নেত্রী সঙ্গীতা কুণ্ডু জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আইসিসি নির্বাচন না হওয়ায় পড়ুয়াদের মধ্যে ক্ষোভ জমছে। তাঁর কথায়, ''রাজ্যপাল যেহেতু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, তাই তিনি সমাবর্তনে যোগ দিতে আসছেন জেনেই আমরা সরাসরি তাঁর সামনে আমাদের দাবি তুলে ধরেছি।'' আইসিসি নির্বাচন ছাড়াও পড়ুয়াদের অভিযোগের তালিকায় রয়েছে পরিকাঠামোগত একাধিক সমস্যা। সঙ্গীতা কুণ্ডুর দাবি, যাদবপুর পাঁচতারা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত হলেও বাস্তবে ক্লাসরুম ও ল্যাবের পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। অনেক বিভাগেই নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে না, ল্যাবে পর্যাপ্ত সরঞ্জাম নেই। এর ফলে পড়াশোনায় মারাত্মক সমস্যার মুখে পড়ছেন ছাত্রছাত্রীরা। পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতাও তুলে ধরেন তাঁরা। বহু জায়গায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী নেই বলে অভিযোগ, ফলে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা বাড়ানো জরুরি বলে মনে করছেন পড়ুয়ারা। তবে বিক্ষোভ সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনেই এগিয়েছে সমাবর্তনের কর্মসূচি। আচার্য সিভি আনন্দ বোসের উপস্থিতিতেই কোর্ট মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এরপর নিয়ম অনুযায়ী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করা হয়। রাজ্যপাল দেখা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের সঙ্গেও। সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর শুরু হয় ৬৮তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান। এনিয়ে রাজ্যপাল বলেন, ''গণতান্ত্রিক দেশে মনের কথা বলার স্বাধীনতা পড়ুয়াদের রয়েছে। আন্দোলনের অধিকার রয়েছে তাদের।'' বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তাঁর মত, ''বাংলায় সবচেয়ে বড় দুটো সমস্যা হল দুর্নীতি আর হিংসা। দুঃখের বিষয় কলেজ ক্যাম্পাসও এর থেকে দূরে নয়। আমি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি দেখছি। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি নিয়ে কথা চলছে। যাতে বাইরের কেউই কখনও ঢুকতে না পারে ক্যাম্পাসে।'' এদিন পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেন বোস। তিনি জানিয়েছেন মোট ৭টি পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রত্যেক পুরস্কারের মূল্য হবে ২৫ হাজার টাকা করে। আগামী বছরের সমাবর্তন থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। ছাত্র ও অধ্যাপকদের রাজ্যপালের নামে ওই পুরস্কার দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁড়িয়ে রাজ্যপাল বলেন, ''বাংলায় দুটো সমস্যা রয়েছে। হিংসা আর দুর্নীতি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও এর থেকে বাদ নয়।''

৫ বছরে ৮৪,৪৫৩টি স্কুল বন্ধ হয়েছে দেশে শিক্ষামন্ত্রী

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বরঃ দেশে কমেছে মিড-ডে মিল দেয় এমন স্কুলের সংখ্যা। গত বুধবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যসভায় এই তথ্য জানিয়েছেন। সেই তথ্য অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী পোষণ শক্তি নির্মাণ বা পিএম পোষণ (আগের মিড-ডে মিল) প্রকল্পের আওতায় থাকা স্কুলের সংখ্যা ২০২০-২১ সালে ছিল ১১.১৯ লক্ষ। ২০২৪-২৫ সালে সেই সংখ্যা ১০.৩৫ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ পাঁচ বছরে মোট ৮৪,৪৫৩টি স্কুল বা প্রায় ৭.৫ শতাংশ স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি কমেছে বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে। আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরীর দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে, সবচেয়ে বেশি স্কুল বন্ধ হয়েছে ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ সালের মধ্যে। ওই সময় প্রকল্পের আওতাভুক্ত স্কুলের সংখ্যা ১১.১৯ লক্ষ থেকে কমে ১০.৮৪ লক্ষ হয়েছে। অর্থাৎ, এক বছরে ৩৫,৫৭৪টি স্কুল বন্ধ হয়েছে। শতাংশের হিসাবে ৩.১৮ শতাংশ। এর পরে স্কুল বন্ধের গতি ধীর হয়ে আসে। ২০২২-২৩ সালে বন্ধ হওয়া স্কুলের সংখ্যা সামান্য কমে ১০.৭৬ লক্ষে দাঁড়ায়, অর্থাৎ ৭,৬০৪টি স্কুল বা ০.৭ শতাংশের কম। ২০২৩-২৪ সালে আরও কমে ১০.৬৭ লক্ষে নেমে আসে, অর্থাৎ ৯,৫০৯টি স্কুল বা ০.৮৮ শতাংশ এবং ২০২৪-২৫ সালে স্কুলের সংখ্যা কমে ১০.৩৫ লক্ষে দাঁড়ায়। অর্থাৎ এক বছরে ৩১,৭৬৬টি স্কুল বা ২.৯৮ শতাংশ স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। উত্তরপ্রদেশে এই প্রকল্পের আওতায় থাকা

সবচেয়ে বেশি স্কুল বন্ধ হয়েছে। ২০২০-২১ সালে এই প্রকল্পের অধীনে থাকা স্কুলের সংখ্যা ছিল ১.৬৭ লক্ষ। ২০২৪-২৫ সালে যা ১.৪১ লক্ষে নেমে এসেছে। অর্থাৎ ২৫,৩৬১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে। এর পরেই ছিল মধ্যপ্রদেশ। যেখানে প্রকল্পের আওতায় থাকা স্কুলের সংখ্যা ১.১২ লক্ষ থেকে কমে ৮৮,২০৪-এ দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ ২৪,৭০৪টি স্কুলের বন্ধ হয়েছে। আসামেও সংখ্যাটি ৫৩,৪২৭টি থেকে কমে ৪৪,১০৬টি স্কুলে দাঁড়িয়েছে। ৯,৩২১টি কম। এই তিনটি রাজ্য মিলেই গত পাঁচ বছরে পিএম পোষণ প্রকল্পের আওতা থেকে বাদ পড়া ৮৪,৪৫৩টি স্কুলের মধ্যে প্রায় ৫৯,৪০০টির জন্য দায়ী। ইউনিফায়েড ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ফর এডুকেশন প্লাস এর তথ্য অনুযায়ী, সরকারি স্কুলের সংখ্যা ২০২০-২১ সালের ১০.৩২ লক্ষ থেকে কমে ২০২৪-২৫ সালে ১০.১৩ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ১৮,৭২৭টি স্কুল বন্ধ হয়েছে বা প্রায় ১.৮ শতাংশ কমেছে। সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা আরও তীব্রভাবে কমেছে, একই সময়ে ৮৪,২৯৫ থেকে কমে ৭৯,৩৪৯ হয়েছে। অর্থাৎ ৪,৯৪৬টি স্কুল বন্ধ হয়েছে। শতাংশের হিসাবে প্রায় ৫.৯ শতাংশ। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী স্কুল বন্ধ হওয়ার নির্দিষ্ট কারণ কিছুই জানাননি। তবে তিনি বলেছেন যে, ''যোগ্য শিশুদের গরম রান্না করা ও পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের সার্বিক দায়িত্ব রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনগুলোর ওপর বর্তায়।'' তিনি আরও বলেন, ''এই প্রকল্পের অধীনে, শিশুদের বছরে গড়ে ২২০ দিন খাবার পরিবেশন করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায়, ১১ কোটি শিক্ষার্থীর নাম নথিভুক্ত রয়েছে। সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১০.৩৫ লক্ষেরও বেশি স্কুলে প্রতিদিন গড়ে ৮.৫ কোটি শিক্ষার্থী গরম রান্না করা খাবার পাচ্ছে।'' এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শ্রেণির (প্রথম থেকে পঞ্চম) শিক্ষার্থীদের জন্য মিড-ডে মিলের উপকরণের খরচ মাথাপিছু প্রতিদিন ৬.১৯ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬.৭৮ টাকা করেছে। উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণির (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম) শিক্ষার্থীদের জন্য তা ৯.২৯ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০.১৭ টাকা করেছে। কেন্দ্র ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে পিএম পোষণ প্রকল্পের জন্য ১২,৪৬৭.৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল, যা পরে সংশোধন করে ১০,০০০ কোটি টাকা করা হয়। তবে, ২৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাত্র ৫,৪২১.৯৭ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে এই প্রকল্পের জন্য ১২,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সহযোগিতায় বাস্তবায়িত প্রধানমন্ত্রী পোষণ শক্তি নির্মাণ (পিএম পোষণ) প্রকল্পটির অধীনে সারা দেশের সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে বাল বাটিকা (প্রথম শ্রেণির পূর্বে) এবং প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একবেলা গরম রান্না করা খাবার দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার লখনউতে রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর ঃ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর ১০১-তম জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) লখনউতে রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল এর উদ্বোধন করবেন। পাশাপাশি তিনি একটি জনসভায় ভাষণও দেবেন।প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল হল স্বাধীন ভারতের বিশিষ্ট রাষ্ট্র নেতাদের উত্তরাধিকারকে সম্মান জানাতে নির্মিত একটি স্থায়ী জাতীয় স্মারক প্রাঙ্গণ। এটি প্রায় ২৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়। ৬৫ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণে ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং অটল বিহারী বাজপেয়ীর ৬৫ ফুট উঁচু মূর্তি রয়েছে। এখানে ৯৮ হাজার বর্গফুট জুড়ে একটি পদ্ম আকৃতির অত্যাধুনিক সংগ্রহশালাও রয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় সংস্কৃত সুভাষিতম ভাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক শেয়ার করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই শ্লোকে একজন প্রকৃত পণ্ডিতের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।সোশ্যাল মিডিয়া এক্স মাধ্যমে তিনি লিখেছেন ঃযস্য কৃত্যম ন বিঘ্নন্তি শীতমুষ্ণম ভয়া রতি।সমৃদ্ধিরসমৃদ্ধির্বা স বৈ পণ্ডিত উচ্চতে।এই শ্লোকের অর্থ হলঃযিনি শৈত্য বা তাপ, ভয় বা ভালোবাসা, সম্পদ বা দারিদ্র্য উপেক্ষা করে কাজ করে যান, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।

মাইক্রো অবজার্ভারদের নিয়ে ২ দফায় বৈঠক নজরুল মঞ্চে

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই দক্ষিণ কলকাতার নজরুল মঞ্চে শুরু হয়েছে বৈঠক। বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় এই বৈঠকের সূচনা হয়েছে। কার্যতঃ নথি যাচাই কে কেন্দ্র করে এবং সেই কাজে অগ্রাধিকার দিয়েই মাইক্রো অবজার্ভারদের প্রশিক্ষণ পর্ব আরম্ভ হল। ৪,৬০০ জন এদিনের বৈঠকে দুই পর্বে যোগদান করার কথা। দ্বিতীয় দফায় দুপুর দুটো থেকে পরবর্তী পর্যায়ে বৈঠক চলছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল, এ রাজ্যের বিশেষ রোল - অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত ছাড়াও নির্বাচন কমিশনের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি ও উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এদিন দু' দফায় প্রশিক্ষণ ও বৈঠক হবে। প্রসঙ্গতঃ প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটারদের সঙ্গে নিয়ে হবে শুনানি পর্ব। মাইক্রো অবজার্ভারদের উপস্থিতিতেই বৃহস্পতিবার তা চলবে। শুনানি পর্বের পাশাপাশি ইতিমধ্যেই ভোটারদের দাখিল করা নথির বৈধতা খতিয়ে দেখা হবে। ওই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার জন্য এদিনের বৈঠকে বিশেষ পাঠ নেওয়া হবে।

দিল্লি বিস্ফোরণ মামলায় অভিযুক্তদের হেফাজতের মেয়াদ বাড়লো

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর ঃ দিল্লির লাল কেল্লা বিস্ফোরণ মামলায় ধৃত সাত অভিযুক্তের হেফাজতের মেয়াদ ১৫ দিন বাড়াল দিল্লির আদালত। বুধবার ধৃতদের এনআইএ পাতিয়ালা হাউস কোর্টে পেশ করা হয়। আদিল রাঠের, শাহিন সাইদ ও মুজাম্মিল শাকিল গনাই নামে তিন চিকিসক এবং মৌলবি ইরফান আহমেদ ওয়াগে, জসির বিলাল ওয়ানি, আমির রশিদ আলি এবং সোয়েবের আরও ১৫ দিনের জন্য বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।উল্লেখ্য, গত ১০ নভেম্বর দিল্লিতে লালকেল্লা মেট্রো গেটের কাছেই একটি গা।তিতে বিস্ফোরণ হয়। তদন্তে নেমে জানা যায়, এটি একটি ' হোয়াইট কলার মডিউল' জঙ্গি হামলার অংশ। দেশের আরও কয়েকটি জায়গায় এই ধরনের হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল ধৃতদের। দিল্লির ঘটনায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, ২০ জন মানুষ আহত হয়েছেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

অটলজির স্বভাবেই ছিল স্পষ্টবাদিতা ও রসবোধ, পিছনে চর্চায় বিশ্বাসী ছিলেন নাঃস্মৃতিচারণে চন্দ্র প্রকাশ অগ্নিহোত্রী

লখনউ, ২৪ ডিসেম্বর ঃ জননেতা হিসেবে অটল বিহারী বাজপেয়ীর ব্যক্তিত্ব ছিল বহুস্তরবিশিষ্ট-কখনও দৃঢ়, কখনও স্নিগ্ধ, আবার কখনও অনন্য রসবোধে ভরপুর। লখনউয়ের উর্মিলা পার্কে এক জনসভায় তাঁর উপস্থিতি আজও অনেকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। সেই সভায় হঠাৎ করেই মাইক্রোফোনে ভেসে আসতে শুরু করে অল ইন্ডিয়া রেডিওর সম্প্রচার। মুহূর্তে জনতার মধ্যে গুঞ্জন, কেউ কেউ আওয়াজ ঠিক করার দাবি তোলেন। ঠিক তখনই অটলজি নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে জনতাকে শান্ত করে প্রশ্ন করেন, তাঁর কণ্ঠ কি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে? জনতা একসঙ্গে উত্তর দেয়, হ্যাঁ। তখনই অটলজি হাসিমুখে বলেন, তাহলে এক কান দিয়ে অল ইন্ডিয়া রেডিও শোনো, আর অন্য কান দিয়ে আমার বক্তৃতা শোনো। কথাটি শেষ হতে না হতেই জনতার হাসি আর করতালিতে পরিবেশ বদলে যায়, আর আশ্চর্যজনকভাবে সেই সময়েই রেডিওর আওয়াজও থেমে যায়।এই স্মৃতিচারণ হিন্দুস্থান সমাচারের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন অটলজির ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ভারতীয় নাগরিক পরিষদের সভাপতি চন্দ্র প্রকাশ অগ্নিহোত্রী। তাঁর কথায়, অটলজি শুধু বড় নেতা নন, মানুষের মন বোঝার অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সংকটের মুহূর্তে কীভাবে পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে আনতে হয, তা তিনি জানতেন-কখনও কঠোর সিদ্ধান্তে, কখনও আবার এমনই একটুখানি রসিকতায়।চন্দ্র প্রকাশ অগ্নিহোত্রী জানান, স্বর্গীয় রাম প্রকাশ গুপ্ত যখন ভারতীয় জনসংঘের উত্তর প্রদেশের রাজ্য সভাপতি, তখন অটলজি একবার লখনউয়ে আসেন। সে সময় অটলজি বসেছিলেন একটি বাড়ির পিছনের বারান্দায়। প্রাক্তন বিধায়ক ভগবতী শুক্লার সঙ্গে তিনি অটলজির সঙ্গে দেখা করতে যান। কথা প্রসঙ্গে ভগবতী শুক্লা হঠাই উত্তর প্রদেশ জনসংঘের সংগঠন নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। অটলজি তখনই তাঁকে থামিয়ে বলেন, ভগবতী জি, একটু অপেক্ষা করুন। তিনি রাম প্রকাশ গুপ্তকে ডাকতে বলেন। রামপ্রকাশ এসে একটি চেয়ারে বসতেই অটলজি ফের বলেন, ভগবতী জি, এখন বলুন, কী করছেন?এই ছোট্ট ঘটনাই অটলজির রাজনৈতিক দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে। চন্দ্র প্রকাশ অগ্নিহোত্রীর মতে, অটলজি কখনওই পিছনে বসে আলোচনা বা চর্চায় বিশ্বাসী ছিলেন না। সংগঠন সংক্রান্ত বিষয় হোক বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত-সবই তিনি সামনাসামনি, সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে আলোচনা করতেই পছন্দ করতেন। তাঁর কাছে স্বচ্ছতা আর পারস্পরিক সম্মান ছিল রাজনীতির অপরিহার্য অঙ্গ।অটলজির সঙ্গে সময় কাটানো মানেই ছিল এক ধরনের আপন ভাব। চন্দ্র প্রকাশ অগ্নিহোত্রী বলেন, দলের কার্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক হোক কিংবা কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানে কারও বাড়িতে যাওয়া-অটলজি সেখানে পৌঁছলেই মনে হতো তিনি যেন সেই পরিবারেরই একজন। তাঁর আচরণে কোনও ভেদাভেদ ছিল না। নেতা-কার্যকর্তা, বড়-ছোট-সবাইকে একই চোখে দেখতেন তিনি।রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দীর্ঘদিনের কার্যকর্তা চন্দ্র প্রকাশ অগ্নিহোত্রী বর্তমানে লখনউয়ের ডালিগঞ্জে থাকেন। অটলজির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসে পড়েন সেই সময়ের কথা, যখন রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে সাংগঠনিক কাজেও অটলজির উপস্থিতি ছিল অনুপ্রেরণার উৎস।চন্দ্র প্রকাশ অগ্নিহোত্রীর ছিল ' সুন্দর সাউন্ড সার্ভিস' নামে একটি দোকান। লখনউয়ের বড় বড় রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁর সাউন্ড সার্ভিস ব্যবহার করা হতো। অটলজির বহু সভা-সমাবেশেও সেই সাউন্ড সার্ভিসের ব্যবহার হয়েছে। তাঁর কথায়, অটলজি মঞ্চে উঠলে শুধু বক্তৃতাই দিতেন না, গোটা পরিবেশটাকেই নিজের করে নিতেন। শব্দ, জনতার প্রতিক্রিয়া, পরিস্থিতির টানাপোড়েন-সবকিছুর সঙ্গে তিনি যেন একাত্ম হয়ে যেতেন।আজ অটল বিহারী বাজপেয়ী নেই, কিন্তু তাঁর বলা কথা, তাঁর আচরণ, তাঁর নেতৃত্বের ধরন আজও রাজনীতির পাঠশালায় উদাহরণ হয়ে থাকে। উর্মিলা পার্কের সেই এক লাইনের রসিকতা যেমন মানুষের মনে হাসি ফুটিয়েছিল, তেমনই পিছনে চর্চা না করে সামনে এসে কথা বলার তাঁর নীতি আজও অনেকের কাছে আদর্শ। চন্দ্র প্রকাশ অগ্নিহোত্রীর স্মৃতিচারণে উঠে আসা এই ঘটনাগুলি শুধু নস্টালজিয়া নয়, বরং অটলজির চরিত্রের সেই দিকগুলিকে নতুন করে মনে করিয়ে দেয়, যা তাঁকে সাধারণ রাজনীতিবিদদের ভিড় থেকে আলাদা করে রেখেছিল।

বাংলাদেশে নিহত হিন্দু যুবকের পরিবারের দায়িত্ব নিল মহম্মদ ইউনুসের সরকার

ঢাকা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে নৃশংস হত্যার ঘটনায় নিহত হিন্দু যুবকের পরিবারের ' দায়িত্ব'নিল মহম্মদ ইউনুসের সরকার। মঙ্গলবার ময়নমনসিংহে দীপু দাসের বাড়িতে যান বাংলাদেশের শিক্ষা উপদেষ্টা সিআর আবরার। নিহতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে ' পাশিবিক অপরাধে'র বিচার করা হবে বলে আশ্বাস দেন। আবরার মন্তব্য করেন, ' এই হত্যার কোনও অজুহাত হতে পারে না'।এই সঙ্গে নিহতের পরিবারের ' দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়টিও জানান ইউনুসের দূত আবরার।মঙ্গলবার ময়মনসিংহের বানিহালা ইউনিয়নের মোকামিয়াকান্দা গ্রামে নিহত দীপু চন্দ্র দাসের বা।তিতে যান শিক্ষা উপদেষ্টা। পরিবারের সঙ্গে আলাপচারিতার পর তিনি বলেন, একটি রাষ্ট্র ও সমাজ হিসেবে আমরা সব ধর্ম, জাতিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মতপ্রকাশের অধিকারকে সম্মান করি, যতক্ষণ পর্যন্ত তা অন্যের প্রতি সম্মান বজায় রেখে করা হয। মতের আপত্তির মুহূর্তেও কোনও ব্যক্তি আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার রাখেন না। বাংলাদেশ একটি আইন শাসিত রাষ্ট্র। অভিযোগ তদন্ত করা ও বিচার করার একমাত্র কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের। বিশ্বাস বা মতের পার্থক্য কখনও সহিংসতার কারণ হতে পারে না। দীপু হত্যাকে নৃশংস অপরাধ উল্লেখ করে বাংলাদেশের শিক্ষা উপদেষ্টা আরও বলেন, আমাদের সমাজে এর কোনও স্থান নেই। বাংলাদেশ সরকার এ সহিংসতার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। অভিযোগ, গুজব বা বিশ্বাসের পার্থক্য এই ধরনের বর্বরতার অজুহাত হতে পারে না। আইনের শাসন বজায় রাখা রাষ্ট্রের দাযিত্ব।তিনি বলেন, দীপু চন্দ্র দাসের পরিবারের পাশে সরকার রয়েছে। এই গভীর শোকে আমরা তাদের আর্থিক ও কল্যাণমূলক সহযোগিতা করব এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখব। তারা যে একা নন সেটাই আমি তাদের নিশ্চিত করেছি।

ফিরে দেখা ২০২৫ঃবছরটি ভারতের ক্রীড়াঙ্গনের জন্য অত্যন্ত সফল

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ আর কয়েক দিন বাদে ২০২৫ সালকে বিদায় জানিয়ে আমরা নতুন বছর ২০২৬ সালকে আহ্বান জানাব। কিন্তু চলে যেতে বসা বছরটা ভারতের ক্রীড়াঙ্গনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই ছিল নজরকাড়া। সাফল্য ধরা দিয়েছে অনেক ইভেন্টেই। ক্রিকেটে বিশ্বজয় থেকে শুরু করে অ্যাথলেটিক্সে তৈরি হয়েছে নতুন রেকর্ড।বলা যেতে পারে ২০২৫ সালটায় ভারতের অর্জন ছিল নজর কাড়ার মতো।বিদায় দিতে চলা বছরটাতে ভারতের ক্রীড়াঙ্গনের প্রধান সাফল্যগুলো একঝলকেঃ ক্রিকেটঃআইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ও এশিয়া কাপ জয় করেছে রোহিত শর্মার ভারতীয় দল। দুবাইতে অনুষ্ঠিত আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ৪ উইকেটে পরাজিত করেছে। এছাড়া রোহিত শর্মার ভারত ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি শিরোপাও নিজেদের করে নিয়েছে।ক্রিকেটে ভারতের মহিলা দলও পেল ঐতিহাসিক সাফল্য। ভারতীয় মহিলা দল প্রথমবারের মতো আইসিসি মহিলা ওডিআই বিশ্বকাপ জয় করে ইতিহাস তৈরি করেছে। মুম্বইতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে তারা দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে পরাজিত করে এই ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করছে।বাদ যায়নি দৃষ্টিহীন ক্রিকেটাররাও। ভারতের দৃষ্টিহীন মহিলা ক্রিকেটাররা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে ভারতের গৌরব বাড়িয়েছে। অ্যাথলেটিক্সঃঅ্যাথলিট নীরজ চোপড়া এই বছরটাতে গড়লেন এক নতুন রেকর্ড। জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া প্রথম ভারতীয় হিসেবে ৯০ মিটারের গণ্ডি অতিক্রম করেন, যা ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সে এক নতুন মাইলফলক।দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় প্যারা অ্যাথলেটিরা রেকর্ড সংখ্যক ২২টি পদক অর্জন করেছিলেন।দাবাঃ ভারতের সেরা তরুণ দাবাড়ু ডি. গুকেশ এই বছরে বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন হয়ে ভারতের দাবার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।আর ফিডে মহিলা দাবার বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যা দেশমুখ।হকিঃ২০২৫ সালে ভারতীয় হকির সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল পুরুষদের এশিয়া কাপ জয়, যেখানে তারা ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৪-১ গোলে হারিয়ে আট বছর পর এই শিরোপা পুনরুদ্ধার করে এবং ২০২৬ সালের বিশ্বকাপের জন্য সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করে। এই টুর্নামেন্টে ভারত অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়।বিলিয়ার্ডঃ২০২৫ সালে ভারতে বিলিয়ার্ডসে অসাধারণ সাফল্য এসেছে, বিশেষত সৌরভ কোঠারি আইবিএসএফ ওয়ার্ল্ড বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে ইতিহাস তৈরি করেছেন, যেখানে পঙ্কজ আদভানি দ্বিতীয় এবং ধ্রুব সিটওয়ালা তৃতীয় স্থান অধিকার করে ভারতের আধিপত্য দেখিয়েছেন, এছাড়াও আদভানি সিসিআই বিলিয়ার্ডস ক্লাসিক এবং এশিয়ান স্নুকার চ্যাম্পিয়নশিপও জিতেছেন।খো-খো ও কাবাডিঃ ২০২৫-এ ভারত খো-খো বিশ্বকাপে পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় এবং কাবাডি বিশ্বকাপেও চ্যাম্পিয়ন হয়।ডেফলিম্পিক্সঃ২০২৫-এ জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত সামার ডেফলিম্পিক্সে ভারত তাদের সেরা ফলাফল করে । ভারত পেয়েছিল মোট ২০টি পদক। যার মধ্যে ছিল ৯টি সোনা।ফুটবলঃ২০২৫ সালে ভারতের ফুটবল ছিল মিশ্র অভিজ্ঞতার-পুরুষদের সিনিয়র দল কাফে নেশনস কাপে তৃতীয় হয় ও এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন করে, কিন্তু এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশের কাছে হারে। অন্যদিকে, মহিলা দল ফিফাই বিশ্বকাপ এবং ওয়ানডে বিশ্বকাপ উভয় ক্ষেত্রেই যোগ্যতা অর্জন করে এবং ওয়ানডে বিশ্বকাপে প্রথমবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়, যদিও আইএসএল দেশের শীর্ষ লিগ বন্ধ থাকার কারণে দেশের ফুটবল অনিশ্চয়তা মুখে দাড়িয়ে আছে।এই সাফল্যের মাঝে ২০২৫ সালটা ভারতের কাছে কিছুটা উদ্বেগেরও ছিল -বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে ভারত পিছিয়ে পড়েছে। যে ভারত প্রথম দুটি চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলেছিল তারা ২০২৫ এর শেষে এসে ষষ্ঠ স্থানে আছে।অন্যদিকে ২০২৫ সাল শেষ হওয়ার মুখে। এই পরিস্থিতিতে বছরের শেষে এই বছর সবচেয়ে বেশি সার্চ করা সেলিব্রিটিদের তালিকায় চারজন তারকা রয়েছেন। যার মধ্যে তিনজন অভিনেতা এবং একজন জনপ্রিয় পডকাস্টার।সইফ আলি খানঃএই তালিকার এক নম্বরে রয়েছেন অভিনেতা সইফ আলি খান। বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁকে গুগল-এ সার্চ করেছে।আহান পান্ডে তালিকার দুই নম্বরে রয়েছেন বলিউডের নতুন নায়ক আহান পান্ডে। এই বছর 'সাইয়ারা' দিয়ে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন।রণবীর আল্লাহবাদিয়াঃতালিকার তিন নম্বরে রয়েছেন পডকাস্টার রণবীর আল্লাহবাদিয়া। এ বছর তিনি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন।অনিত পাড্ডাঃচার নম্বরে রয়েছেন অভিনেত্রী অনিত পাড্ডা, যিনি আহান পান্ডের বিপরীতে প্রথম ছবি 'সাইয়ারা'র প্রধান অভিনেত্রী।এদিকে, ২০২৫ সালটা যেন বাংলা ছবির ক্যালেন্ডারে লাল কালিতে ঘেরা। এই বছরটা শুধু মুক্তির তারিখ বা বক্স অফিসের হিসাব হয়ে থাকেনি-এ বছর বাংলা সিনেমা নিজের ভেতরের ভাষাটাকেই নতুন করে চিনে নিয়েছে। চেনা ছকের বাইরে এসে গল্পেরা কথা বলেছে আলাদা স্বরে, আলাদা অনুভবে। কোথাও হাসির হালকা রোদ, কোথাও চোখ ভেজানো সব মিলিয়ে এই বছর বাংলা পর্দা হয়ে উঠেছিল জীবন্ত, স্পন্দিত এক ক্যানভাস।ধূমকেতুঃ এক এমন মানুষের জীবনকথা, যে যেন শেষ বয়সে এসে আবার একবার নিজের ফেলে আসা সময়ের দরজায় দাঁড়ায়। জমে থাকা প্রেম, ভুলে যাওয়া স্বপ্ন আর অনুচ্চারিত অনুশোচনা-সব একসাথে ফিরে আসে।রঘু ডাকাতঃউনিশ শতকের এক রক্তাক্ত, অস্থির বাংলা। এখানে এক ডাকাতের গল্প শুধু অপরাধের কাহিনি নয় এটা অবদমন আর অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এক মানুষের আত্মপরিচয়ের ল।াই।দেবী চৌধুরানীঃসমাজের তাড়নায় প্রান্তে ঠেলে দেওয়া এক তরুণী কীভাবে ধীরে ধীরে শক্তিশালী নেত্রীর রূপ নেয়, সেই রূপান্তরের গল্প এখানে হৃদয় ছুঁয়ে যায়।দ্য একেন বেনারসে বিভীষিকাঃএকেন বাবু এবার বেরিয়ে প।নে বেনারসের ঘিঞ্জি গলি আর ঘাটের ধারে। রহস্য এখানে শুধু ধাঁধা নয় হাসি-ঠাট্টা, টানটান অনুসন্ধান আর বন্ধুত্বের উষ্ণতায় গল্পটা ধীরে ধীরে খুলে যায়।রক্তবীজ ২ঃআগের ছবির সাফল্যের রেশ ধরে, আরও বিস্তৃত ক্যানভাসে ছড়িয়ে পড়ে এই থ্রিলার। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়া এক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পুলিশ, গোয়েন্দা আর সাধারণ মানুষের ভয়ের সঙ্গে মিশে যায় লড়াইয়ের দৃঢ়তা।আমার বসঃ এখানে নায়িকা কোনও সুপারহিরো নন-তিনি এক অবসরপ্রাপ্ত নার্স, যিনি জীবনের দ্বিতীয় ইনিংসে নতুন করে নিজের জায়গা খুঁজছেন। কিলবিল সোসাইটিঃজীবনের শেষঃ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এক মানুষের এমন সিদ্ধান্ত, যা সমাজের চেনা ধারণাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। নিজের মৃত্যুকে নিয়ে চুক্তি করার ভাবনা, জীবনের মূল্য আর নিয়তির অর্থ নিয়ে তীব্র প্রশ্ন।যত কাণ্ড কলকাতাতেইঃঢাকা থেকে আসা এক তরুণী যখন নিজের পূর্বপুরুষের খোঁজে শহরের ভেতর ঢুকে পড়ে, তখন একের পর এক গোপন গল্প উন্মোচিত হয়। কলকাতা এখানে শুধু পটভূমি নয়-শহর নিজেই যেন এক চরিত্র।গৃহপ্রবেশঃহঠাৎ স্বামীর অনুপস্থিতিতে এক নারী নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হন। ঘর, স্মৃতি, ভালোবাসা আর ব্যথা-সব মিলিয়ে ধীরে ধীরে তৈরি হয় এক আবেগী বন্ধন।স্বার্থপরঃএকটি পরিবারের দৈনন্দিন হাসি-ঝগড়া, ভুল বোঝাবুঝি আর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এখানে আয়নার মতো ধরা দেয়। এই ছবি মনে করিয়ে দেয়-সব অমিলের পরেও পরিবার মানে আশ্রয়।অঙ্ক কি কঠিনঃএকদল কিশোর-কিশোরীর জীবনের কথা বলে, যাদের সামনে জীবন যেন হঠা করেই অচেনা এক অঙ্ক হয়ে দাঁ।ায়। করোনার সময়ে থমকে যাওয়া প।াশোনা, চারপাশের অনিশ্চয়তা আর ভবিষ্য নিয়ে ভয়-সব কিছুর মধ্যেও তারা স্বপ্ন দেখতে শেখে।পুতুলনাচের ইতিকথাঃ গ্রামবাংলার এক নিঃশব্দ অথচ গভীর যন্ত্রণার গল্প। মানুষের জীবন এখানে যেন অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা-সমাজ, সংস্কার আর লুকিয়ে থাকা কামনা-বাসনার টানে সবাই নাচে।সত্যি বলে সত্যি কিছু নেইঃআমাদের মুখোমুখি দাঁড় করায় সত্যের প্রশ্নে। একটি মামলার রায় ঘিরে কয়েকজন মানুষের তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে মানুষের নিজের বিশ্বাস, সন্দেহ আর পূর্বধারণা।দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসঃ ২০২৫-এ অনেক ব্যতিক্রমী, চিন্তাশীল ছবি এই মঞ্চেই দর্শকের সামনে এসেছে, যেখানে আলো নিভে গেলে শুধু পর্দাই নয়, মানুষের মনও নীরবে খুলে যায়। ' অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' সেই জায়গা, যেখানে সাহসী গল্প জায়গা পায়, যেখানে পরীক্ষামূলক সিনেমা দর্শকের সঙ্গে সরাসরি চোখে চোখ রেখে কথা বলে।২০২৫ সালে বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রী শুনিয়েছেন মা-বাবা হওয়ার খুশির খবর। তাঁরা হলেনক্যাটরিনা কাইফ-ভিকি কৌশলঃতাঁদের কোল আলো করে এসেছে পুত্র সন্তান।কিয়ারা আদবাণী-সিদ্ধার্থ মালহোত্রাঃচলতি বছরই এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তাঁরা।পরিণীতি চোপড়া-রাঘব চাড্ডাঃচলতি বছরে দিল্লিতে পুত্র সন্তানের মুখ দেখলেন পরিণীতি ও রাঘব।আথিয়া শেট্টি-কেএল রাহুলঃতারকা দম্পতির কোল জুড়ে আসে কন্যা সন্তান।আরবাজ খান-সুরা খানঃফুটফুটে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তাঁরা।ভারতী সিং-হর্ষ লিম্বাচিয়ারঃচলতি বছরের শেষে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিলেন বিখ্যাত কমেডিয়ান ভারতী সিং। আরও এক পুত্র সন্তানের মা-বাবা হলেন তাঁরা।

ইসরোর 'বাহুবলী' রকেট উৎক্ষেপণ অভিযান সফল

শ্রীহরিকোটা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ সফল হল ইসরোর বাহুবলী রকেট উৎক্ষেপণ। বুধবার সকালে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে 'ব্লু বার্ড -৬' উপগ্রহ নিয়ে পাড়ি দিয়েছে রকেট এলভিএমথ্রি। উপগ্রহটি আমেরিকার। এর লক্ষ্য মহাকাশ থেকে সরাসরি সাধারণ স্মার্ট ফোনে ব্রডব্যান্ড সংযোগ দেওয়া। এর ফলে আলাদা কোনও যন্ত্র লাগবে না। এই উৎক্ষেপণের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, এর জন্য ইসরোর বাণিজ্যিক শাখা নিউ স্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেড চুক্তিবদ্ধ হয়েছে আমেরিকার একটি সংস্থার সঙ্গে। নির্ধারিত সময়ের কিছু সময় পরে হয়েছে এ দিনের উৎক্ষেপণ। ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবেই এই পদক্ষেপ।অন্যদিকে বড়দিনের আগে দেশবাসীকে বিশেষ উপহার দিল ইসরো। বুধবার সকালে সফল ভাবে উৎক্ষেপণ করা হল এলভিএম৩ রকেট। এই রকেটের মাধ্যমে আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ ব্লুবার্ড-৬-কে লো আর্থ অরবিটে পাঠানো হয়। সফল উৎক্ষেপণের পরে ইসরোকে শুভেচ্ছা জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জানান, সফল এলভিএম৩-এম৬ উৎক্ষেপণের জন্য টিম ইসরো-কে অভিনন্দন। তিনি আরও বলেন, মহাকাশ প্রযুক্তির জন্য ভারতকে একটি বিশ্বব্যাপী গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার মোদীজির স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছে এটা।উল্লেখ্য, বুধবার সকালে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে 'ব্লু বার্ড ৬' উপগ্রহ নিয়ে পাড়ি দিয়েছে রকেট এলভিএম৩। উপগ্রহটি আমেরিকার। এর লক্ষ্য মহাকাশ থেকে সরাসরি সাধারণ স্মার্ট ফোনে ব্রডব্যান্ড সংযোগ দেওয়া। এর ফলে আলাদা কোনও যন্ত্র লাগবে না। এই উৎক্ষেপণের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, এর জন্য ইসরোর বাণিজ্যিক শাখা নিউ স্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেড চুক্তিবদ্ধ হয়েছে আমেরিকার একটি সংস্থার সঙ্গে। নির্ধারিত সময়ের কিছু সময় পরে হয়েছে এ দিনের উৎক্ষেপণ। ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবেই এই পদক্ষেপ।অন্যদিকে বড়দিনের আগে দেশবাসীকে বিশেষ উপহার দিল ইসরো। বুধবার সকালে সফল ভাবে উৎক্ষেপণ করা হল এলভিএম৩ রকেট। এই রকেটের মাধ্যমে আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ ব্লুবার্ড-৬-কে লো আর্থ অরবিটে পাঠানো হয়। সফল উৎক্ষেপণের পরে ইসরোকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানান, ভারতের তরুণদের শক্তিতে চালিত হয়ে আমাদের মহাকাশ কর্মসূচি আরও উন্নত ও প্রভাবশালী হয়ে উঠছে। এলভিএম৩-এর নির্ভরযোগ্য ভারী উৎক্ষেপণ ক্ষমতার প্রদর্শনের মাধ্যমে আমরা গগনযানের মতো ভবিষ্যৎ অভিযানগুলোর ভিত্তি মজবুত করছি, বাণিজ্যিক উৎক্ষেপণ পরিষেবা প্রসারিত করছি এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করছি। এই বর্ধিত সক্ষমতা এবং আত্মনির্ভরশীলতার অগ্রগতি আগামী প্রজন্মের জন্য শুভ।

বাংলার শিক্ষা বাঁচাতে কংগ্রেস সেবাদলের অভিনব উদ্যোগ, সান্তাক্লজের হাত ধরে ক্ষুদেদের বই বিতরণ

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে-এই বার্তাকে সামনে রেখে বড়দিন উপলক্ষে অভিনব কর্মসূচি নিল কংগ্রেস সেবাদল। মুক্তধারা প্রকল্পের অধীনে বুধবার লেডি ডাফরিন হাসপাতালের সামনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে সান্তাক্লজের সাজে উপস্থিত হয়ে ছোট ছোট শিশুদের হাতে বই, খাতা ও নানা শিক্ষাসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। উৎসবের আনন্দের মধ্য দিয়েই শিক্ষা সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়াই ছিল এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।অনুষ্ঠানে উপস্থিত কংগ্রেস সেবাদলের নেতারা জানান, বর্তমানে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। স্কুলছুট পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ছে, শিক্ষা পরিকাঠামো দুর্বল হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শিশুদের বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ানো এবং পড়াশোনার গুরুত্ব বোঝাতেই এই উদ্যোগ। সান্তাক্লজের উপস্থিতিতে শিশুরা যেমন আনন্দ পেয়েছে, তেমনই অভিভাবকরাও এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।রাজ্য আই.এন.টি.ইউ.সি সেবাদলের সভাপতি প্রমোদ পাণ্ডে বলেন, শিক্ষা ছাড়া কোনও সমাজ এগোতে পারে না। বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাতে আমাদের এই ছোট্ট প্রয়াস। উৎসবের দিনে শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর পাশাপাশি বইয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ গড়ার বার্তা দিতেই এই কর্মসূচিকংগ্রেস সেবাদলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এমন শিক্ষা-কেন্দ্রিক সামাজিক কর্মসূচি চালু রাখা হবে।

নিষিদ্ধ চাইনিজ মাঞ্জার বিরুদ্ধে কাশীতে সচেতনতা অভিযান

বারাণসী, ২৪ ডিসেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের কাশীতে প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা ও ধারাবাহিক সচেতনতা কর্মসূচি সত্ত্বেও প্রাণঘাতী চাইনিজ মাঞ্জার ব্যবহার বন্ধ হচ্ছে না। বিশেষ করে শিশু ও যুবসমাজের একাংশ গোপনে বিক্রি হওয়া এই নিষিদ্ধ মাঞ্জা ব্যবহার করছে, যা মানুষের পাশাপাশি পশু-পাখির জীবনেও মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করছে।এই পরিস্থিতিতে বুধবার মচ্ছোদরী এলাকার শ্রী স্বামীনারায়ণ মন্দিরের মহন্ত স্বামী প্রেম স্বরূপ দাসের আহ্বানে ' সুবহ -এ -বেনারস ক্লাব'-এর উদ্যোগে এক সচেতনতা অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। ময়দানগিনের শ্রী হরিশচন্দ্র বালিকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রাঙ্গণে ছাত্রী ও সংগঠনের সদস্যরা সাধারণ মানুষের কাছে চাইনিজ মাঞ্জা ব্যবহার না করার আবেদন জানান।অনুষ্ঠানে কলেজের অধ্যক্ষ ডা. প্রিয়াঙ্কা তিওয়ারি বলেন, ঘুড়ি ওড়ানো আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ হলেও যখন সেই শখ মানুষের ও নিরীহ পশু-পাখির প্রাণনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা অপরাধের সামিল। তিনি বলেন, প্রশাসনের পাশাপাশি সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এই সমস্যা রোধ করা সম্ভব নয়। তাই জনস্বার্থে বিদেশি চাইনিজ মাঞ্জা পরিহার করে নিরাপদ ও স্বদেশি মাঞ্জা ব্যবহারের আহ্বান জানান তিনি।অন্যান্য বক্তারাও জানান, আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও নিষিদ্ধ মাঞ্জা বিক্রি অব্যাহত রয়েছে, যার জেরে একাধিক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ঘটেছে। জনস্বার্থে এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি বলে মত প্রকাশ করা হয়। সচেতনতা অভিযানে শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মী ও ছাত্রীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু লিবিয়ার সেনাপ্রধানের

আঙ্কারা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারার কাছে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল লিবিয়ার সেনাপ্রধান মহম্মদ আলি আহমেদ আল-হাদ্দাদের। জানা গিয়েছে, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাতে প্রতিরক্ষা বৈঠক শেষে দেশে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আঙ্কারার এসেনবোগা বিমানবন্দর থেকে দাসোঁ ফ্যালকন ৫০ বিজনেস জেটে রওনা দিয়েছিলেন তিনি ও আরও কয়েক জন ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্তা। ওড়ার কিছু ক্ষণের মধ্যেই বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়।

রাশিফল

মেষঃআরেকটা ক্লান্তিকর দিন! আজ অফিস আর বাড়ি, দুই জায়গাতেই নিজের সমস্যা সমাধান করতে ব্যস্ত থাকবেন। আপনার উর্ধ্বতন যদিও অনেকটা স্বাধীনতা দেবেন আজ, সেটুকুই যা স্বান্তনা। শুভ দিন হবে
বৃষঃ নিজের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতি প্রকাশের জন্য এটা দারুণ দিন। আপনাকে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মন খুলে, নিজের চিন্তা, স্বপ্ন ও আকাঙ্খা নিয়ে কথা বলতে বলা হচ্ছে।
মিথুনঃ আজ আপনি অন্যদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা তৈরি করতে পারবেন। প্রিয়জনকে নিজের উপস্থিতি ও উপহার দুইয়ের মাধ্যমেই খুশি করবেন। প্রিয়জনের জন্য উপযুক্ত উপহার খুঁজতে আপনি ডজনখানেক শোরুম ঘুরে ফেলবেন। বিবাহের যোগ হবে।
কর্কট রাশি ঃআজকের দিনটা এমন কিছু বিশেষ নয়। আপনি দৈনঃদিন কাজকর্ম করবেন আর তার মাধ্যমেই পার্থিব তৃপ্তি খুঁজে পাবেন। শুভদিন
সিংহঃ আজ সমস্ত কাজ আপনি সাহসের সঙ্গে হাসিল করতে পারবেন। যার ফলে, শেষ কয়েক মাসের পরিশ্রমের পুরস্কার এবার পাবেন। আজকের কাজগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য একটি পরিকল্পনা সূচি তৈরি করুন। বেশি চাপ নিয়ে কাজ করবেন না, স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগতে পারেন। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।
কন্যাঃকর্মক্ষেত্রে আপনার কাজ করার অসাধারণ ভঙ্গিমার কারণে আপনি প্রচুর প্রশংসা ও সমর্থক লাভ করবেন। ওপরওয়ালারা আপনার কাজের প্রতি নিষ্ঠার কদর করবেন। সন্ধ্যাটি মজাদার ও মনোরঞ্জক হবে। হালকা গান চালিয়ে আপনি আরাম করবেন। অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার জন্য আপনি আবেগজনিত শক্তি খরচ করবেন। জীবনের কোনও দিকেই আপনি খুব বড় সমস্যার মুখোমুখি হবেন না।
তুলাঃ ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক অবস্থানে আপনি ব। পরিবর্তন দেখতে পাবেন। তা টেলিভিশনের মত মাধ্যমের জন্য অথবা কাজের জায়গায় আপনার উদ্ভাবনী চিন্তাধারার জন্যও হতে পারে।
মকরঃ আপনার ব্যতিক্রমী বুদ্ধিজীবী ক্ষমতাগুলি কেবল আপনার জন্য চমকার ফলাফলগুলি উপন্ন করবে না। সংসারে শান্তি ফিরে আসবে।
বৃশ্চিকঃআজ নক্ষত্রগুলি আপনার জন্য এক অনুকূল দিন প্রস্তুত করে রেখেছে। কাজের সুযোগ আছে।
ধনুঃ আপনার ভিতরের প্রাজ্ঞতা আজ আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। মনে শান্তি রাখার জন্য আপনি নিজস্ব কৌশল প্রয়োগ করবেন।
কুম্ভঃএকঘেয়ে দৈনন্দিন কাজ আপনার কৌতুক ও রসবোধের মাধ্যমে রঙিন হয়ে উঠবে। আপনার হাসিখুশি স্বভাব সকলের কাজের চাপ কমাতে সাহায্য করবে। মানুষ আপনার উপস্থিতি পছন্দদ করেন আর সেইজন্যই আপনি সকলের অতিথি তালিকার একদম শীর্ষে থাকেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে
মীনঃআপনার হাতে থাকা কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্ট প্রায় শেষের দিকে পৌঁছে গেছে, তাই মন বেশ খুশিখুশি থাকবে। আপনি নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন আজকে।

আবহাওয়া

মাঝে কিছুদিন সকালের দিকে শীতের অনুভূতি বৃদ্ধি পেলেও, বেলা বাড়লেই গরম লাগতে শুরু করেছিল। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এসেও জাঁকিয়ে শীতের দেখা সেই অর্থে মিলছিল না। তবে গত কয়েক দিনে বদলেছে আবহাওয়া। সঙ্গে জুড়েছে শীতল হাওয়াও। কয়েক দিন সকালের দিকে কুয়াশার আস্তরণও দেখা গিয়েছে। কমেছে দিনের তাপমাত্রাও। তবে বড়দিনের আগে এর চেয়ে বেশি শীত পড়ার সম্ভাবনা নেই বলেই জানা যাচ্ছে হাওয়া অফিস সূত্রে। বড়দিনের পর থেকে আরও কয়েক ডিগ্রি কমতে পারে পারদ। চলতি সপ্তাহে রাজ্যের সর্বত্রই আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। আগামী দু'দিন দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ, কোথাওই রাতের তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন হবে না। তবে বড়দিন থেকে রাতের দিকে তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি কমবে দক্ষিণের জেলাগুলিতে। উত্তরবঙ্গেও দু'দিন পর থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি কমতে পারে।বুধবার সকালের দিকে কুয়াশার দাপট দেখা যেতে পারে উত্তরের জেলাগুলিতে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে বুধবার ঘন কুয়াশা থাকতে পারে। কিছু কিছু এলাকায় দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারে নেমে যেতে পারে। দক্ষিণবঙ্গেও বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার আস্তরণ থাকতে পারে বুধবার। তবে ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা আপাতত নেই দক্ষিণের জেলাগুলিতে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০১টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৩মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৭মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

দিপু দাসের নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তে বিক্ষোভ

সৌরভ দাশ,ঘোজাডাঙ্গা, ২৪ ডিসেম্ভর ঃ ঘোজাডাঙ্গা বন্দরের সামনে বাংলাদেশী ট্রাক আটকে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ। আমদানি রপ্তানি গাড়ি আটকে বিক্ষোভ-সনাতনী জাতীয়তাবাদী মঞ্চের পক্ষ থেকে। বাংলাদেশে দিপু দাসের নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ। রাজ্যের অন্যতম স্থলবন্দর ঘোজাডাঙ্গা বন্দর এর সামনে বুধবার সনাতনী জাতীয়তাবাদী মঞ্চের পক্ষ থেকে বাংলাদেশী ট্রাক আটকে বিক্ষোভ। বিক্ষোভ চলাকালীন বাংলাদেশি ট্রাক চালকদের সাথে বাক-বিদণ্ডা। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে। হিন্দু দের উপর অত্যাচার,ভারত বিদ্বেষী মন্তব্য না থামালে ভারত থেকে কোন দ্রব্য ওদেশে না পাঠানোর দাবি জানান বিক্ষোভ কারীরা। এখন দেখা যাক ভারতীয় প্রশাসন কি করে। বিক্ষোভ থামাতে স্থানীয় পুলিস চেষ্টা করছে।

নতুন কোলাঘাট রেল সেতু নিরাপত্তা বাড়াবে এবং ট্রেন চলাচল সহজ করবে

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বরঃ বিষয়-দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে খড়গপুর ডিভিশনের হাওড়া-খড়গপুর সেকশনের শহরতলি অংশে সেকশনের ধারণক্ষমতা বাড়ানোর জন্য রূপনারায়ণ নদীর উপর একটি নতুন রেল সেতু নির্মাণ করছে। এই আধুনিক অত্যাধুনিক সেতুটি পুরনো কোলাঘাট সেতু নং ৫৭-এর স্থলাভিষিক্ত হবে, যার উপর দিয়ে বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের দেউলটি এবং কোলাঘাট স্টেশনের মধ্যে মিডল লাইন এবং ডাউন মেইন লাইন চলে। প্রয়োজনীয়তার কারণ ঃ পুরনো কোলাঘাট সেতুটি ১৯০০ সালে চালু হয়েছিল এবং এটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হিসাবে দেশের বাকি অংশের সাথে হাওড়া ও কলকাতা এলাকার সংযোগ স্থাপন করে আসছে। ৮০৪ মিটার দীর্ঘ এই আইকনিক স্টিল গার্ডার সেতুটি গত ১২৫ বছর ধরে একটি প্রধান রেল সম্পদ হিসাবে কাজ করেছে। তবে, এটি তার নির্ধারিত কার্যকাল সম্পন্ন করেছে এবং এর প্রতিস্থাপন প্রয়োজন। নতুন সেতুর পরিকল্পনা ঃ ৪৮১.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন সেতু নির্মাণ করা হবে, যা ডিএন মেইন এবং মিডল লাইনকে অন্তর্ভুক্ত করবে। ভায়াডাক্টসহ এই সেতুটি কম্পোজিট এবং ওপেন ওয়েব গার্ডার সেতুর সমন্বয়ে গঠিত হবে। সেতু ছাড়াও, এই কাজের মধ্যে একটি পরিবর্তিত সারিবদ্ধকরণে উন্নত প্ল্যাটফর্ম নির্মাণের মাধ্যমে কোলাঘাট স্টেশনের উন্নয়নও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই নতুন সেতুটি ২০২৭

সালের শেষের দিকে চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং এটি অন্তত আগামী ১০০ বছর পরিষেবা দেবে।বর্তমান পরিচালনাগত সীমাবদ্ধতাঃ নতুন সেতু নির্মাণ এবং পুরনো সেতুর কার্যকাল শেষ হয়ে যাওয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের এই গুরুত্বপূর্ণ হাওড়া-খড়গপুর সেকশনে ট্রেন চলাচল এবং পরিচালনাগত নমনীয়তার উপর কিছু প্রভাব পড়েছে। বর্তমানে পুরনো সেতুর উপর দিয়ে ডিএন মেইন লাইনে মালবাহী ট্রেন এবং বেশিরভাগ মেলএক্সপ্রেস ও যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচল নিষিদ্ধ। এর ফলে মালবাহী ট্রেনের পুরো বহর, মেলএক্সপ্রেস ট্রেন, অন্যান্য যাত্রীবাহী ট্রেন এবং শহরতলির লোকাল ট্রেনসহ সমস্ত ডিএন ট্রেন মেইন লাইন দিয়ে চলাচল করে, যার ফলে ডিএন মেইন লাইনে যানজট সৃষ্টি হয়। শুধুমাত্র কয়েকটি যাত্রীবাহী ট্রেনকে ৩০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিসীমা মেনে ডিএন মেইন লাইনের উপর দিয়ে চলার অনুমতি দেওয়া হয়। এই তিন লাইনের অংশে সেতুর উপর দুটি লাইন ব্যবহার করার ফলে একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় এবং ব্যস্ত হাওড়া-খ।গপুর বিভাগে পিক আওয়ারে যানজটের সৃষ্টি হয়। যেহেতু মাঝের লাইনটিতে রিভার্সিবল সিগন্যালিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে, তাই সমস্ত ডাউন ট্রেনকে সেই লাইন দিয়ে চালানোর জন্য সেতুর উভয় প্রান্তে অবস্থিত স্টেশনগুলিতে ট্রেন ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো জটিল কার্যক্রমের প্রয়োজন হয়। এই অতিরিক্ত চলাচলও বিভাগীয় যানজট এবং ট্রেন চলাচলে বিলম্বের কারণ হয়। উপসংহারঃ বর্তমানে ট্রেনের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। নতুন সেতুটি নির্মাণ করা হলে তা কেবল নিরাপত্তাই বাড়াবে না, বরং ট্রেন পরিচালনায় গতিশীলতা উন্নত করবে এবং যাত্রীদের জন্য আরামদায়ক ভ্রমণের ব্যবস্থা করবে।

রাতের অন্ধকারে বারুইপুরে চাষের জমি কেটে মাটি পাচার গ্রেফতার ৯

নিজস্ব সংবাদদাতা,বারুইপুর ঃ রাতের অন্ধকারে বারুইপুরে চাষের জমি থেকে মাটি কেটে পাচার, গ্রেফতার ৯। রাতের অন্ধকারে চাষের জমি থেকে মাটি কেটে পাচারের অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য। বারুইপুর থানার আই সি অর্ধেন্দু শেখর দে সরকারের তৎপরতায় গ্রেফতার ৯ জন। বারুইপুরের উত্তরভাগ থেকে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করল সাতটি মাটি বোঝাই ট্রাক্টর।জানা যায়, একেবারে জে সি বি মেশিন লাগিয়ে মাটি কাটা চলছিল চাষের জমি থেকে। পুলিশ জানিয়েছে, এই মাটি কোনোও ইঁটভাটায় নতুবা কোনোও পিকনিক গার্ডেন তৈরির জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। উত্তরভাগ থেকে শুরু করে চক্রবর্তী আবাদ, কালাবডু, জয়াতলা, বন্দাখালি এলাকায় রাস্তার ধারে নতুন করে পিকনিক গার্ডেন তৈরী হচ্ছে। কিছু গার্ডেন তৈরী হচ্ছে ক্যানিং- বারুইপুর বর্ডারের দিকে। আবার বেশ কিছু ইঁটভাটা ও রয়েছে এই এলাকায়। পুলিশ জানতে পারেএই সব এলাকায় বিঘার পর বিঘা জমি আছে। জমিগুলি তিন ফসলি। সবে ধান কাটা হয়েছে।স্থানীয় চাষীদের না জানিয়েই রাতের অন্ধকারে জে সি বি নিয়ে গিয়ে মাটি কাটা চলছিল। এর পিছনে কোনও মাটি মাফিয়া আছে কিনা তা পুলিশ খুঁজে দেখার চেষ্টা করছে। কে বরাত দিয়েছিল তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।স্থানীয় বাসিন্দারা ও ভাগ চাষিরা বলেন, মাটি কারবারিদের সিন্ডিকেট চলছে।এর ফলে একদিকে যেমন জমি নস্ট হচ্ছে তেমন চাষের জমি কমছে । মাটি বোঝাই ট্রাক্টরের যাতায়াত এর ফলে জমির ক্ষতি হচ্ছে। পাশাপাশি, পাশের জমির ফসলেরও ক্ষতি হচ্ছে। সূত্রের খবর মাটি ব্যবসায় লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ এক বিঘা জমি এক লক্ষ টাকা থেকে দেড় লক্ষ টাকায় কিনে সেখানে কোন রকম সরকারি নিয়ম না মেনে ৩৫ থেকে ৪০ ফুট ডিপ করে কেটে নেওয়া হয় মাটি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জমির চরিত্র বদল হয়ে যাচ্ছে পাশের চাষের জমি ক্ষতি হচ্ছে এছাড়াও চাষের জমি ধীরে ধীরে কমতে থাকছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোমনাথ চক্রবর্তী বলেন রাতের অন্ধকারে কিছু দালাল চক্র কাজ করতে প্রশাসনকে বলা হয়েছে। কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে আমরাও নজর রাখছি প্রশাসন কে বলবো আরো সজাগ থাকতে। অবৈধভাবে মাটি কাটার সঙ্গে যুক্ত যারা তাদের রেয়াত করা হবে না। ধৃতদের বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়,অবৈধ মাটির কারবারিদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলবে।

বড় কোবলা বাশদহ বিলের পাড়ে, খাল বিল চুনো মাছ পিঠে পুলি ও প্রাণী পালন উৎসবের সাংবাদিক সম্মেলন

পূর্বস্থলী, প্রসেনজি দেবনাথঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী-১ ব্লকের কোবলার বাঁশদহ ও চাঁদের বিলের পাড়ে খাল-বিল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনায় আগামী ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২৫তম খাল-বিল পিঠেপুলি ও প্রাণী পালন উৎসব। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের ঐতিহ্য বহনকারী এই উৎসব গ্রামীণ সংস্কৃতি, খাদ্য ঐতিহ্য ও জীবিকাভিত্তিক কর্মকাণ্ডের এক অনন্য মিলনক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। খাল-বিল ও জলাশয়ের মাছ সংরক্ষণ এবং মৎস্যচাষে এলাকার মস্যজীবীদের আরও বেশি করে উদ্বুদ্ধ করতে এবছর নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। উসবে বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে পেন কালচারের ব্যবহার ও মৎস্যচাষে এর গুরুত্ব। এর মাধ্যমে খাল-বিল ও জলাশযকে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগিয়ে মাছ উপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্যজীবীদের আর্থিক উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, প্রায় ২৫ বছর আগে এই উৎসবের সূচনালগ্নে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খাল-বিল ও জলাশয় সংরক্ষণের বার্তা তুলে ধরে নিজের স্বরচিত একটি কবিতা উৎসবের জন্য উপহার দিয়েছিলেন খাল-বিল আর জলাশয়ে ভরা রূপসী বাংলা কন্যা, ওদের সবাই যত্ন করো, ওরা আমাদের অনন্য।উসবকে সামনে রেখে মঙ্গলবার বিকেলে কালনা পুরাতন বাস স্ট্যান্ড এলাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মেলার প্রধান উদ্যোক্তা তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি জানান, এই উৎসব শুধু লোকসংস্কৃতি ও পিঠেপুলির মতো গ্রামীণ খাদ্য ঐতিহ্যকে তুলে ধরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ, মৎস্যচাষ ও প্রাণী পালনের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এদিনই বিকেলে পূর্বস্থলী-১ ব্লকের বড় কোবলা এলাকায় উৎসব উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রাটি সমুদ্রগড় পঞ্চায়েতের সাধুর আশ্রম থেকে শুরু হয়ে বড় কোবলা কচুরিপানা শিল্প পর্যন্ত অগ্রসর হয়। গ্রামীণ সংস্কৃতি ও লোকজ ঐতিহ্যের নানা রঙে রাঙানো এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন বহু মানুষ। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, জেলা পরিষদের সদস্য অপর্ণা মুন্সি, সহ বিশিষ্টজনের।

নিউ গড়িয়া-কলকাতা বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্পে জট কাটল, তিন রাতেই কাজ শেষের নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ,২৪ ডিসেম্ভর ঃ সদ্য আদালতের নির্দেশে চিংড়িহাটায় আটকে থাকা মেট্রো

প্রকল্পের জট কাটতে যাচ্ছে। কলকাতা হাই কোর্ট পিলার নির্মাণের জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেন, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চিংড়িহাটা মেট্রোর পিলার নির্মাণের কাজ শেষ করতে হবে। এই নির্দেশ অনুসারে, নির্মাণকারী সংস্থা আরভিএনএলকে জানাতে হবে কোন তিন রাত তারা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করবে। হাই কোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন, এই তথ্য আগামী ৬ জানুয়ারির মধ্যে রাজ্যকে জানাতে হবে। নিউ গড়িয়া থেকে কলকাতা বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো লাইন সম্প্রসারণ প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ চিংড়িহাটায় আটকে রয়েছে। এই স্থানটি মাত্র ৩৬৬ মিটার দৈর্ঘ্যের। এখানে পিলার নির্মাণ করা বাকি রয়েছে, কিন্তু ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুমতি না থাকার কারণে কাজ শুরু করা যায়নি। এই জটিলতার কারণে মামলা গড়ায় হাই কোর্টেও। অভিযোগ, কাজ করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। এর আগে একাধিকবার রাজ্য, কেন্দ্র ও নির্মাণকারী সংস্থা আরভিএনএলসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। হাই কোর্টের নির্দেশে এই বৈঠকগুলোও হয়েছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। গত শুক্রবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে নির্মাণকারী সংস্থা আরভিএনএল জানায়, পুলিশ জানিয়েছে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির কোনও এক সময় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। তবে প্রকল্পটি মাত্র তিন রাত রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করলে সমাপ্ত হবে। এর জন্য জানুয়ারির মধ্যে কাজ করার সম্ভাবনা রাজ্যকে জানাতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে হাই কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দেন, পিলার নির্মাণের কাজ শেষ করতে সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে। আদালতের এই নির্দেশ একদিকে নির্মাণকারীর জন্য সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দিচ্ছে, অন্যদিকে স্থানীয় মানুষ ও ট্রাফিক সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ। এখন দেখার আদালতের নির্দেশে চিংড়িহাটা মেট্রো প্রকল্পের জট আদেও কাটানো সম্ভব কিনা।

নৈহাটি স্পার্টান রেপার্টরি-র নাট্য উৎসব

মহন্ত দাসগুপ্ত ঃ সম্প্রতি নৈহাটি স্পার্টান রেপার্টরি আয়োজিত নাট্য উৎসব-২০২৫ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো নৈহাটি ঐকতান অডিটোরিয়ামে। নাট্য জগতের বহু গুণীজনের সমাগম ঘটে এদিনের একদিবসীয় নাট্য উৎসব অনুষ্ঠানে। এই নাট্য উৎসবে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মোট তিনটি নাট্য দল আমন্ত্রিত ছিলো, যেমন চুঁচুড়া যৌথিক নাট্যদল অভিনীত নাটক-হেমন্ত অরণ্যে সেই পোস্টম্যান, নাটকটি প্রেমের সুবাতাস ছড়িয়ে দিয়েছিল অডিটোরিয়ামের দর্শক হৃদয়ে। এই নাটক নতুন করে অনুভূত হয় এবং স্নিগ্ধতা ও ত্যাগ-প্রেমকে আরও মহ করে তোলে। দ্বিতীয় দর্শনের ছিল আগরপাড়া সানলাইট প্রযোজিত নাটক সৌমেন পাল রচিত মূলত স্যাটায়ারধর্মী নাটক-স্কন্ধমঙ্গল। হাস্যরসের মোড়কে সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি মেরামতে সচেতন করতে চেয়েছেন লেখক। নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়। তৃতীয় দর্শনে ছিল হালিশহর উত্তরসূরীর নাটক নিঃশব্দ বিষ। এই নাটকটিতেও বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়ের ছবি ফুটে উঠেছিল, পিতা ও মাতাকে ভুল বুঝিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিজের স্বার্থ দেখা সন্তানের গল্প। তবে পৃথিবীতে এখনো আলো আছে তাই তারা উপকারী মানুষের সান্নিধ্যে এসে পরামর্শমতো নতুন দিগন্ত খুঁজে পান। বাস্তব সম্মত এই নাটকের কাহিনী সকলের মন ছুঁয়ে যায়। নাট্য বৈচিত্রের সমাহার ছিল নৈহাটি স্পার্টান-এর এই নাট্য উৎসব। আশা করি আগামীতেও এই নাট্য সংস্থার নাট্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আরো অনেক মনোগ্রাহী নাটক আমরা দেখতে পাবো বলে মনে করছি।

অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশের সময় ধৃত এক

সৌরভ দাশ,স্বরূপনগর, ২৩ ডিসেম্ভর ঃ অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢোকার সময় এক মহিলাকে আটক করলো বিএসএফ। তাকে গ্রেফতার করে বসিরহাট আদালতে পাঠাল স্বরূপনগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায় সোমবার সন্ধ্যার পর অবৈধভাবে বাংলাদেশ সীমানা পেরিয়ে এদেশে ঢোকার সময় তারালি সীমান্ত এলাকায় কর্তব্যরত বিএসএফের জওয়ান রা ওই মহিলাকে আটক করে ,জিজ্ঞাসাবাদ এর পর তাকে স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় তার নাম লক্ষী বাইন,বাড়ি দিনাজপুর জেলায়।

সরকারি কাজের অজুহাতে নির্বিচারে কেটে ফেলা হলো বহু মোটা মোটা গাছ জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,২৪ ডিসেম্ভর ঃ সরকারি কাজের অজুহাতে নির্বিচারে কেটে ফেলা হয়েছে গাছ,আর এই গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো জয়নগরে। রাস্তার কাজের জন্য কেটে ফেলা হয়েছে একের পর এক মোটা মোটা গাছ। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও। জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের খাকুড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের মনসাতলা থেকে গোয়ালবেড়িয়া পর্যন্ত কয়েক কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,এই রাস্তা তৈরির জন্য ওই এলাকায় বহু বড় বড় গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা আলেমা লস্কর,মানসুরা মোল্লা,কাজেম লস্কর সহ একাধিক মানুষ বলেন, নির্বিচারে এত গাছ না কেটে, অল্প কিছু গাছ কেটে ও এই রাস্তা সংস্কার করা যেত। কেন সুযোগ থাকা সত্বেও গাছ বাঁচানোর কথা ভাবা হলো না সেই প্রশ্ন তুলছেন বিরোধী সিপিএম নেতা অপূর্ব প্রামানিক।প্রশাসন সূত্রে খবর সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তর থেকে হয়েছে রাস্তা তৈরি হয়ে গেলে রাস্তার ধারে নতুন করে আবার বৃক্ষরোপণ করা হবে। তবে এ ব্যাপারে জয়নগর ১ নং বিডিও শুভদীপ দাস বলেন,ওই এলাকায়

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই রাস্তা তৈরি হচ্ছে।এ ব্যাপারে খাকু। দহ পঞ্চায়েত প্রধান সমীর বৈদ্য বলেন, রাস্তা তৈরীর জন্য কিছু গাছ কাটা গাছ কাটার ক্ষেত্রে কোনও রকম অনিয়ম হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচছে।তবে ঘটনাকে ঘিরে সরব হয়েছেন পরিবেশ বিদরাও।

প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সুখবর, ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের নতুন ব্যবস্থা, ঘোষণা মেয়রের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ,২৪ ডিসেম্ভর ঃ কলকাতা পুরসভা সম্প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা শহরের প্রবীণ নাগরিকদের জন্য অনেকটা সুবিধাজনক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবন থেকেই এবার থেকে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। এই নতুন ব্যবস্থা শহরের বাসিন্দাদের নথি সংগ্রহ ও সার্টিফিকেট প্রাপ্তির প্রক্রিয়াকে অনেক সহজ করে দেবে। এর আগে, কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের নাগরিকদের ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের জন্য টাউন হলে যেতে হতো। অনেক প্রবীণ নাগরিকরা এর ফলে সমস্যায় পড়তেন। মেয়র পারিষদ বৈঠকের পর মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, শহরের প্রবীণ নাগরিক যাঁদের এখনও ডোমিসাইল সার্টিফিকেট নেই। তাঁদের আর টাউন হলে যেতে হবে না। পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবন থেকেই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্ত মূলত এসআইআর ব্যবস্থার আওতায় নেওয়া হয়েছে। শহরে যারা বসবাস করছেন, কিন্তু প্রামাণ্য নথি নেই,

তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন। নতুন ব্যবস্থায়, প্রয়োজনীয় নথি আইএএস অথবা গেজেটেড অফিসারের স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র হিসেবে পুরসভার হেল্প ডেস্ক বা স্বাস্থ্য বিভাগের কাউন্টারে জমা দিতে হবে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম আরও জানান, পুরসভায় বর্তমানে ২০টি কাউন্টটারে বার্থ ও ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে। প্রথমে সমস্ত নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুরসভার রেকর্ড রুমের তথ্যর সঙ্গে নথি মিলে গেলেই বার্থ বা ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। পুরসভা সূত্রে জানা যায়, মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখে প্রতিটি বরো অফিসে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। আগামী দিনে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট বরো অফিস থেকেও পাওয়া যাবে। এর ফলে নাগরিকদের দীর্ঘ সময় ব্যয় করে কেন্দ্রীয় ভবনে আসার প্রয়োজন হবে না। এছাড়া, বার্থ সার্টিফিকেট এখন অনলাইনে পাওয়া যায়। তবে মৃত ব্যক্তির ডেথ সার্টিফিকেট যদি পুরসভার কাছে থাকে, তবে হাতে লেখা ডেথ সার্টিফিকেট বরো অফিস থেকে দ্রুত পাওয়া যাবে। এটি নাগরিকদের জন্য বড় সুবিধা হবে, কারণ বাড়ির কাছের বরো অফিস থেকেও কয়ে দিনের মধ্যেই সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

বিয়ের আট মাসের মাথায় নরেন্দ্রপুরে এক গৃহবধূর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা,নরেন্দ্রপুর ঃবিয়ের আট মাসের মাথায় শশুরবাড়িতে অস্বাভাবিক মৃত্যু বধূর। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ফোনে কথা বলা নিয়ে অশান্তির শুরু। স্রেফ সন্দেহের বশে বধূকে খুনের অভিযোগ স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে।আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। মৃতার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি ও ভাসুরের নামে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতার বাপের বাড়ির সদস্যরা।জানা গিয়েছে, মৃতার নাম শুভ্রা সরদার। বারুইপুর থানার কাটাখাল এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। সোশাল মিডিয়ায় মাধ্যমে নরেন্দ্রপুরের কেলেগোড়ের বাসিন্দা রানা সরদারের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। কথাবার্তা বাড়তে থাকে। একটা সময় প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। গত এপ্রিলে পরিবারের সম্মতিতেই বিয়ে হয় তাদের। এরপর থেকেই সমস্যার শুরু। জানা যায়, শুভ্রা ফোনে কথা বললে তা নিয়ে অশান্তি করতেন রানা। কারণ, তাঁর সন্দেহ ছিল পরকীয়ায় জড়িয়েছেন স্ত্রী।আর এরই মাঝে গত সপ্তাহে পৌষমেলা উপলক্ষে বাপের বাড়ি যান শুভ্রা। রবিবার শ্বশুর গিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যান।এরপর সোমবারই বাড়িতে পৌঁছায় মেয়ের মৃত্যুর সংবাদ। মৃতার বাপের বাড়ির সদস্যদের কথায়, শুভ্রার শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাঁরা নিশ্চিত যে শুভ্রাকে খুন করা হয়েছে।এই ঘটনায় নরেন্দ্রপুর থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।মৃতার বাবা মনা সরদার লিখিত অভিযোগে স্বামী রানা সরদার, শ্বশুর ভদ্রেশ্বর সরদার, শাশুড়ি সুকুলি সরদার ও ভাসুর রাকেশ সরদারের নাম উল্লেখ করেছেন।মৃতদেহ মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

শিক্ষক নিয়োগ মামলায় নতুন মোড়, ৩১৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জিটিএয়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ,২৪ ডিসেম্ভর ঃ পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারির মামলায় নতুন মোড়। ৩১৩ জন শিক্ষকের চাকরি

বাতিলের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা জিটিএয়ের। কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলছিল। অভিযোগ উঠেছে, জিটিএ নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের স্কুলগুলিতে বেআইনিভাবে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই একতরফাভাবে এই নিয়োগ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে। এহেন অভিযোগে কলকাতা হাই কোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়ে মামলা দায়ের হয়। সেই মামলার শুনানিতে প্রাথমিক পর্যায়ে সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। যদিও সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। মামলার শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চ সেই রায়কেই বহাল রাখে। অর্থাৎ সিআইডি তদন্তের নির্দেশ বহাল রাখে আদালত। এই সংক্রান্ত মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্তও। যদিও পরবর্তী সময়ে এই মামলা ফের ফিরে আসে কলকাতা হাই কোর্টে। এই মামলার ঘটনাচক্র এতদূর গিয়েছে যে এটি এক পর্যায়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছে। তবে পরবর্তী সময়ে মামলা ফের কলকাতা হাই কোর্টে ফিরে আসে। বিচারপতি বিশ্বজি বসুর এজলাসে মামলার শুনানি হয়। দীর্ঘ শুনানি শেষে তিনি জিটিএ এলাকায় ৩১৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন। চাকরি বাতিলের নির্দেশ প্রকাশিত হতেই জিটিএ এলাকায় স্কুলগুলোতে অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। শিক্ষকরা বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভে নেমে দাবি তুলেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অসঙ্গতি থাকলেও চাকরি বাতিল করা অযৌক্তিক। এই পরিস্থিতিতে আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে জিটিএয়ের তরফ থেকে আগে থেকেই ঘোষণা করা হয়। এবার মঙ্গলবার সেই ঘোষণা অনুযায়ী, ৩১৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিলের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছে জিটিএ। বিষয়টি স্থানীয় জনসাধারণ, শিক্ষক সমিতি এবং স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ মামলাটির শুনানি গ্রহণ করবেন। সূত্রের খবর, আদালত মামলার নথি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন। জটিলতা থাকলেও প্রাথমিকভাবে নির্দেশ অনুযায়ী সিবিআই তদন্ত চালু থাকবে।

লাগাতার কর্মবিরতির পথে হাওড়ার আশা কর্মীরাও, হাওড়া পুরসভাতেও বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৪ ডিসেম্ভর ঃ গত মঙ্গলবার থেকে লাগাতার কর্মবিরতির পথে হাওড়ার

আশা কর্মীরাও, হাওড়া পুরসভাতেও বিক্ষোভ। দাবিপূরণ না হওয়ায় লাগাতার কর্মবিরতির পথে নামলেন হাওড়ার আশা কর্মীরাও। তাঁদের দাবি না মেটায় দুপুরে হাওড়া পুরসভায় 'পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়ন' এর তরফে আশা কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। স্লোগান দেন। কর্মবিরতির ডাক দেন তাঁরা। পুর স্বাস্থ্যকর্মীদের মাসিক ন্যূনতম ১৫,০০০ টাকা ভাতা, সরকারি স্বীকৃতি, বকেয়া ইনসেনটিভ মেটানোর সাথে সাথে নিয়মিত ইনসেনটিভ প্রদান সহ অন্যান্য কয়েক দফা দাবিতে মঙ্গলবার থেকে লাগাতার কর্মবিরতিতে নেমেছেন আশা কর্মীরা। এদিন হাওড়া পুরসভায় স্বাস্থ্যকর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী (কন্ট্রাকচুয়াল) ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি পালিত হয়। সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী রুনা পুরকায়েত বলেন, বিভিন্ন দাবি নিয়ে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সহ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথা বলতে চাইলেও আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি তাঁরা। আমাদের দাবিও মানা হয়নি। তার ওপর স্বাস্থ্যকর্মীদের অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দাবির প্রতি উদাসীন সরকার। একাধিকবার আবেদন জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছে। তবে এর জেরা মা ও শিশুদের পরিষেবার ব্যাঘাত ঘটবে বলেও তিনি মনে করেন। তবে তার দায় সরকারের বলে তিনি দাবি করেন।

কবি ও সাহিত্যিক তাপস প্রামানিককে সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কুলপি, ২৪ ডিসেম্ভর ঃ শ্রী শ্রী রক্ষাকালী ও রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠার চতুর্থ বর্ষের পুজো অর্চনা উপলক্ষে হয়ে গেল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সাহিত্যিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান কুলপির বেলপুকুর বাবা পঞ্চানন্দ মন্দির প্রাঙ্গনে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী শ্যামাপ্রসাদ হালদার, শিক্ষক তরুণ কান্তি মন্ডল,চন্দন দাস, কবি শ্রীমন্ত মন্ডল,সাংবাদিক উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কবি তাপস প্রামানিক, গায়ক রবীন জানা।এদিন মন্দিরবাজার থেকে প্রকাশিত এৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রতিভার সন্ধানে এর রজত জয়ন্তী বর্ষের সংকলণ, মোমেন্ট , উত্তোরীয়,মানপত্র সহ একাধিক সামগ্রী দিয়ে কবি সাহিত্যিক তাপস প্রামানিক কে সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিন তাপস প্রামানিকের লেখনির অংশ তুলে ধরে বিস্তারিত ব্যাখা করলেন কবি শ্রীমন্ত মন্ডল।আর এদিন এই সম্মান পেয়ে আপ্লুত কবি ও সাহিত্যিক তাপস প্রামানিক। এদিন এই অনুষ্ঠানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার ও সংগীত অনুষ্ঠানে অংশ নেন শিল্পীরা। শীতের রাতে এই অনুষ্ঠানে দর্শক সমাগম ভালই ছিলো।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৯ পৌষ ১৪৩২

সাহিত্যিক মুজতবা আলি

অনন্য এক সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী। দেখতে সুদর্শন ছিলেন বলে মা নাম রেখেছিলেন সিতারা, লোকমুখে সেটাই সিতু হয়ে যায়। নিজের অনেক রম্যরচনার ভূমিকায় আলী সাহেব ওই নাম ব্যবহার করেছেন। একটি লেখায় নিজের বর্ণনা দিয়েছিলেন, 'অত্যন্ত রোগা, সিড়িঙ্গে, গায়ের রং ছাতার কাপড়কেও লজ্জা দেবে এবং তোতলা। কথা বলার সময় মুখ দিয়ে থুতু ছোটে।' শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক থাকার সময় একবার কলকাতা থেকে একদল ছাত্রছাত্রী তাঁকে দেখতে গেছে। তাদের কাছে জানতে চাইলেন, শান্তিনিকেতনে এসেছ কী কী দেখতে? ক্ষিতিমোহনবাবুকে দেখেছ? ওরা বললে, দেখেছি। নন্দলাল বসুকে? হ্যাঁ, দেখেছি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে? তাঁকেও দেখেছি।' তার পরেই তাঁর উক্তি, 'ওঃ বাঘ সিংহ সব দেখে, এখন বুঝি খট্টাশটাকে দেখতে এসেছো? নিজেকে নিয়ে এমন রসিকতা বহু বার করেছেন তিনি। আর এক তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক মহম্মদ আবদুল ওয়ালী কলকাতার এক নামকরা কলেজের প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপককে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে পরিচয় করাতে। অধ্যাপককে দেখে মুজতবা আলীর জিজ্ঞাসা, 'হঠাৎ এখানে এসে হাজির কেন?' এমন বেয়াড়া প্রশ্নে অধ্যাপক মশাই গেলেন ঘাবড়ে। ডাক্তারবাবুটি জানালেন, পরিচিত হওয়ার আগ্রহে এসেছেন। আলীসাহেব গম্ভীর মেজাজে বললেন, একদম 'না! আসল মতলব হল এই চ্যাংড়া অধ্যাপকের রিসার্চ সেন্টারে জন্তু জানোয়ারের নিশ্চয় কিছু অভাব ঘটেছে। তাই আমাকে দেখতে এসেছে পছন্দ হয় কি না?' পুজোর ছুটিতে আলীসাহেবের সঙ্গে একদল ভক্ত বোলপুর থেকে কলকাতায় ফিরছেন। সঙ্গে সেই ডাক্তার বাবু। স্টেশনে এসে জানা গেলো ট্রেন ৪৫ মিনিট দেরিতে চলছে। মুজতবা আলী প্রস্তাব দিলেন, রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসা যাক। কিন্তু খেতে খেতেই হঠাৎ ট্রেনের বাঁশির শব্দ। দলের কেউ বলে উঠলেন 'ওই বোধহয় ট্রেন আসছে! ব্যাস খাওয়া ফেলে সবাই দ্রুত প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু স্টেশনে তখন ঢুকছে মালগাড়ি। মুজতবা আলী জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তারি পরিভাষায় একে কী বলে? ডাক্তারবাবু জবাব দিতে না পারায় রসিক মানুষটি বললেন,, 'একেই বলে ফলস লেবার পেন।' নিজের বিয়েতে তাঁকে ঘিরে আসর জমে উঠেছে। নতুন আত্মীয়স্বজন জামাইয়ের সঙ্গে শাশুড়ির পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। শ্যালক-শ্যালিকারা নতুন জামাইয়ের সঙ্গে মশকরা করছে। হঠাৎ জামাই শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করে বসল, 'আপনি কিছুক্ষণ আগে যে জলে পড়ার একটা শব্দ শুনতে পেয়েছেন কি?' শাশুড়ি কিছু বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলেন। খোলসা করলেন জামাই, এই যে আপনি আপনার মেয়েকে জলে ফেলে দিলেন, তার কি কোনও আওয়াজ শুনতে পাননি.....?' বিভিন্ন জাতি নিয়ে তাঁর অনেক সরস গল্প আছে। রসিক ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলি। তিনি যেমন রম্য রচনা লিখতেন আবার নিজের জীবনটাকে রম্যতার ভরিয়ে দিয়েছিলেন।

বাংলার খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ

বাংলা সাহিত্যের এক খ্যাতনামা অধ্যাপক খানিকটা কৌতুক করেই তাঁর সম্বন্ধে 'দুর্ধষ নীতিবাগীশ' শব্দবন্ধটি প্রয়োগ করেছিলেন। আসলে তাঁর নীতিনিষ্ঠতার গল্প সমকালে তো বটেই, উত্তরকালেও মানুষের মুখে মুখে বেশ প্রচলিত। সে স্টার থিয়েটারের নিকটবর্তী স্থানে কোনো পথচারী কিশোরকে সিনেমা হল চেনানোর ঘোরতর বিরোধী তাঁর 'স্টার থিয়েটার কোথায় জানি, না' মন্তব্য, এবং পরক্ষণেই মনে হওয়া এতে তো সত্য রক্ষা হল না, অতএব সেই মন্তব্য প্রত্যাহার করে তার পরিবর্তে সত্যি বসন, 'জানি কিন্তু বলবো না' বলাই হোক, কিংবা মধ্যরাতে ট্রেনের চেন টেনে টিটিকে ডেকে তাঁর নাতনির হাফ টিকিটের ভাড়াকে ফুল টিকিটে রূপান্তর করতে চাওয়া, যেহেতু সেই মধ্যরাতেই বালিকাটি তার জন্মের পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করেছে, তাঁর নীতিনিষ্ঠতার এই কাহিনীগুলি প্রসিদ্ধ। এতে অতিরঞ্জনের আভাস আছে, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এই প্রসিদ্ধ কাহিনীগুলির মাধ্যমে মানুষটির অন্তর্লীন ব্রাহ্ম-জীবনচর্যা, সত্যবাদীতার যে অনুপম ছবি আমরা পাই, তাকে কোনোভাবে অস্বীকার করা যায় কি? তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। শুধুমাত্র আদর্শগত কারণে তিনি স্বীয় নিয়ম-নিষ্ঠায় অবিচল। ১৮৯৬ সালের ২৪ জুলাই হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত 'রুচিবিকার' কবিতায় প্রথিতযশা সাহিত্যিক কালিপ্রসন্ন সিংহ তাঁর স্ত্রী কুসুমকুমারী দেবীর মানহানি করেছেন বলে অভিযোগ, যা তখনকার দিনের হিসেবে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। নীতিনিষ্ঠায় অবিচল, নিজস্ব মূল্যবোধে অচল থেকে অশ্লীলতা নিবারণে বদ্ধপরিকর হেরম্বচন্দ্র এই মর্মে কলকাতা উচ্চন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হন হেরম্বচন্দ্র ও কালিপ্রসন্নকে স্বীয় অপরাধ কবুল করে জরিমানার টাকা দিতে বাধ্য করেন। কর্মজীবনে ইংরেজি সাহিত্য পড়িয়েছেন সিটি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। উল্লেখ্য, তিনি সিটি কলেজের দীর্ঘতম সময়ের অধ্যক্ষ। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকল্পে নিযুক্ত স্যাডলার কমিশনে তাঁর উচ্চশিক্ষা বিষয়ে অভিমত গুণীজনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি এম্পায়ার ইউনিভার্সিটিজ কংগ্রেসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সামগ্রিক অবদানের পুরস্কারস্বরূপ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে ডি. লিট. উপাধি প্রদান করেন। তবে শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপক, এই দুই পরিচয়ের বাইরে পত্রিকা-সম্পাদনার জগতে তাঁর সুমহৎ পরিচয়ের কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই। সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী পত্রিকার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সদ্যগঠিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ইংরেজি ভাষার মুখপত্র দ্য ইন্ডিয়ান ম্যাসেঞ্জারের তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, বাংলা ভাষার মুখপত্র তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনা করেন

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত হতে পারে। তিনি আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি রয়েছে। গোটা সমাজ থেকে শুরু করে সংসার ধর্ম এবং জগতটা একটি নিয়মে পরিচালিত হতে পারছে। নিয়ম থাকে বলেই সবাই চলাফেরা করতে সক্ষম হচ্ছে। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি দান করেন তাঁর ধন কোনওদিনই ফুরায় না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম আত্মার সাক্ষাৎ পান।

রামকৃষ্ণ দর্শন

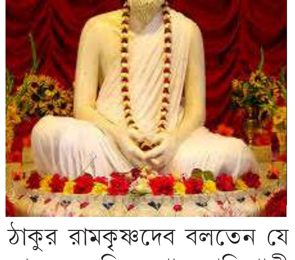

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন যে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে শক্তিশালী তরুণরা অংশ গ্রহণ করুক সেটা চাইতেন। তিনি পাড়ায় পাড়ায় লোক শিক্ষার স্কুল তৈরি করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। প্রকৃত লোকশিক্ষা গ্রহণ করতে পারলে সেবা করার মানসিকতা গ্রহণ করতে পারবে। মানব সেবক তৈরি হবে। শরীর চর্চা করুক সেটা তিনি চাইতেন মনেপ্রাণে। তিনি বিপ্লবীদের উৎসাহ দিতেন। তিনি ভারত মাতার মুক্তি কামনা করতেন। সেই কারণে তিনি বারবার লোক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। লোক শিক্ষা যদি শক্তিশালী হয় তাহলে তার গতি রোধ করা একেবারে অসম্ভব। লোক শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃত লোক শিক্ষা গ্রহণ না করতে পারলে কোনও সময়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো যাবে না। লোক শক্তির কথা বলতেন ঠাকুর। মনের শক্তি। শারীরিক শক্তি। মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্তির কথা তিনি বলতেন। তিনি বলতেন, জ্ঞানের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু নিজের শক্তি বৃদ্ধি করলেই চলবে না। সবার শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে।

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরাই তাহলে আগামি দিনে বিশ্বকে পরিচালনা করার দায়িত্ব নেবে?

বিশেষ প্রতিবেদক

রাষ্ট্রভোজের থালায় রাজনীতি নীরব কূটনীতির এক অন্য পাঠ ঃ কোনও রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ সাধারণত সংবাদ শিরোনাম হয় না। আলোচনার কেন্দ্রে থাকে বৈঠকের সিদ্ধান্ত, চুক্তির ভাষা, যৌথ বিবৃতির শব্দচয়ন। অথচ কখনও কখনও সেই নৈশভোজের মেনুই অপ্রত্যাশিত ভাবে আলোচনার

কেন্দ্রে চলে আসে, বিস্ময় তৈরি করে, প্রশ্ন তোলে এবং গভীরতর অর্থ বহন করতে শুরু করে। রুশ রাষ্ট্রপতির সম্মানে আয়োজিত এক রাষ্ট্রীয় নৈশভোজের মেনু নিয়ে যে বিস্ময় ও আলোচনা তৈরি হয়েছে, তা আসলে খাবারের স্বাদ বা বৈচিত্র্য নিয়ে নয়; তা আন্তর্জাতিক কূট নীতির সূক্ষ্ম সংকেত, সাংস্কৃতিক প্রতীক এবং বর্তমান বিশ্বরাজনীতির জটিল বাস্তবতার প্রতিফলন।

রাষ্ট্রভোজ কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক সৌজন্যের অংশ নয়। ইতিহাস জুড়েই খাবার ও ভোজসভা কূটনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। কোন খাবার পরিবেশিত হচ্ছে, কোন সংস্কৃতির রন্ধনশৈলীকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, কোন উপাদান সচেতন ভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে;এই সব সিদ্ধান্ত নিছক রন্ধনশিল্পীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় না। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে প্রোটোকল, বার্তা এবং কখনও কখনও কৌশলগত নীরবতা। রুশ রাষ্ট্রপতির সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজের মেনু নিয়ে বিস্ময় আসলে সেই নীরব বার্তাগুলির পাঠোদ্ধার করার এক সুযোগ এনে দিয়েছে।

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে রাশিয়া এমন এক অবস্থানে দাঁড়িয়ে, যেখানে তার প্রতিটি আন্তর্জাতিক উপস্থিতি গভীর পর্যবেক্ষণের মধ্যে থাকে। ইউক্রেন যুদ্ধ, পশ্চিমি নিষেধাজ্ঞা, জ্বালানি রাজনীতি এবং নতুন মেরুকরণের বিশ্ব ব্যবস্থা;এই সব মিলিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে যে কোনও রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিকতা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি অর্থবহ হয়ে ওঠে। সেই প্রেক্ষিতে একটি রাষ্ট্রভোজের মেনু যদি প্রচলিত প্রত্যাশার বাইরে যায়, তবে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে;এ কি নিছক রুচির বিষয়, না কি সচেতন কূটনৈতিক ইঙ্গিত?

বিস্ময়ের প্রথম কারণ সম্ভবত এই যে, রাষ্ট্রভোজ মানেই সাধারণত বিলাসী, ঐতিহ্যবাহী এবং অতিথি দেশের সাংস্কৃতিক স্বাদের প্রতি সম্মান জানানো খাবারের সমাহার। সেখানে যদি এমন কোনও মেনু দেখা যায় যা হয়তো অতিরিক্ত সরল, বা উল্টো দিকে অতিরিক্ত ব্যতিক্রমী, তবে তা চোখে পড়ে। কিন্তু এই চোখে পড়াই হয়তো উদ্দেশ্য। কারণ কূটনীতিতে কখনও কখনও যা বলা হয় না, তা-ই সবচেয়ে জোরালো ভাবে বলা হয়ে যায়।

খাবারের নির্বাচন একটি সাংস্কৃতিক ভাষা। কোনও নিরামিষ বা আমিষ উপাদানের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি, স্থানীয় বনাম আন্তর্জাতিক রন্ধনপ্রণালী, ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতার মেলবন্ধন;এই সবই অতিথির প্রতি সম্মান, ঘনিষ্ঠতা বা দূরত্বের সূচক হতে পারে। রুশ রাষ্ট্রপতির সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজের ক্ষেত্রে যদি এমন কোনও উপাদান থাকে যা সাধারণ প্রত্যাশার সঙ্গে মেলে না, তবে তা একদিকে যেমন বিস্ময় জাগায়, অন্যদিকে তেমনি চিন্তার খোরাকও দেয়।

এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল অভ্যন্তরীণ দর্শক। রাষ্ট্রভোজ কেবল বিদেশি অতিথির জন্য নয়, দেশের নাগরিকদের জন্যও একটি দৃশ্যমান বার্তা। কোন ধরনের খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে, তার মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠী নিজের সাংস্কৃতিক অবস্থান, সামাজিক বার্তা এবং রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা তুলে ধরতে পারে। যদি মেনুতে বিলাসিতার বদলে সংযমের ইঙ্গিত থাকে, তবে তা হতে পারে অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রতি সচেতনতার বার্তা। আবার যদি ঐতিহ্যবাহী খাবারের প্রাধান্য দেখা যায়, তবে তা জাতীয় সংস্কৃতির আত্মবিশ্বাসী প্রদর্শন।

রাশিয়ার ক্ষেত্রে এই বার্তাগুলি আরও সূক্ষ্ম। পশ্চিমি বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপড়েনের সময়ে কোনও দেশের পক্ষ থেকে রুশ রাষ্ট্রপতির সম্মানে আয়োজিত ভোজ নিজেই একটি রাজনৈতিক বিবৃতি। সেই ভোজের মেনু যদি এমন হয় যা সরাসরি কোনও পক্ষকে চ্যালেঞ্জ না করেও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে, তবে তা কূটনীতির এক নিখুঁত উদাহরণ। এই ধরনের সংকেত সাধারণ বিবৃতির তুলনায় অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে, কারণ তা স্মৃতিতে থেকে যায়, আলোচনায় ফিরে আসে এবং ব্যাখ্যার সুযোগ তৈরি করে।

রাষ্ট্রভোজের মেনু নিয়ে বিস্ময়ের আর একটি কারণ সম্ভবত বর্তমান সময়ের নৈতিক প্রশ্ন। যুদ্ধ, মানবিক সংকট এবং আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগের আবহে কোনও রাষ্ট্র প্রধানের সম্মানে বিলাসী ভোজ আয়োজন কতটা যুক্তিসঙ্গত;এই প্রশ্ন অনেকের মনেই আসে। সেই জায়গা থেকে যদি মেনুতে সংযম, সরলতা বা পরিবেশবান্ধব উপাদানের উপস্থিতি দেখা যায়, তবে তা হতে পারে এক ধরনের নৈতিক অবস্থান। আবার উল্টো দিকেও সত্য;যদি সেই সংযম অনুপস্থিত থাকে, তবে সমালোচনার সুযোগ তৈরি হয়।

খাবার এখানে প্রতীক। যেমন ভাষণ বা বিবৃতি প্রতীক, তেমনি থালার উপাদানও প্রতীক। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে প্রতীকের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ তা সরাসরি সংঘাত এড়িয়ে বার্তা দেয়। রুশ রাষ্ট্রপতির সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজের মেনু তাই কেবল রান্না ঘরের বিষয় নয়, তা বৈঠকখানার রাজনীতিরই এক সম্প্রসারণ।

এই প্রসঙ্গে মিডিয়ার ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। মেনু নিয়ে বিস্ময় তৈরি হওয়া মানেই সংবাদমাধ্যম সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছে। এর ফলে রাষ্ট্রভোজের দৃশ্যমান অংশটি বৈঠকের অদৃশ্য সিদ্ধান্তগুলির সমান গুরুত্ব পেয়ে যায়। এতে কখনও কখনও কূটনীতিকদের অস্বস্তি বাড়ে, কারণ তারা জানেন যে প্রতিটি ছোট সিদ্ধান্তও বড় ব্যাখ্যার জন্ম দিতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে এটি আধুনিক কূটনীতির বাস্তবতা; স্বচ্ছতা, বা অন্তত দৃশ্যমানতা, এখন আর এড়ানো যায় না।

দীর্ঘমেয়াদে এই ধরনের আলোচনা আমাদের কূটনীতি বোঝার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে সাহায্য করে। আমরা বুঝতে শিখি যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কেবল চুক্তি ও সংঘাতের সমীকরণ নয়, তা সংস্কৃতি, রুচি, প্রতীক এবং নীরব বার্তার জটিল জাল। একটি রাষ্ট্রভোজের মেনু সেই জালের এক ক্ষুদ্র কিন্তু উজ্জ্বল সুতো।

সবশেষে বলা যায়, রুশ রাষ্ট্রপতির সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজের মেনু নিয়ে যে বিস্ময় তৈরি হয়েছে, তা আমাদের আরও সচেতন পাঠক হতে শেখায়। কেবল ঘোষিত বক্তব্য নয়, ঘোষণার বাইরের ইঙ্গিতগুলিও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে শেখায়। কারণ আন্তর্জাতিক রাজ নীতির অনেক কথাই বলা হয় নীরবে, পরিবেশন করা হয় থালায়, আর গ্রহণ করা হয় চোখে ও মনে। এই নীরব ভাষা বুঝতে পারাই আজকের নাগরিকের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন।

এদিকে ভারতে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন আসা নিয়ে চিন এবং আমেরিকার মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গিয়েছে। তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ভাতে শুরু করেছেন রাশিয়া আবার কোনও পথ ধরে খেলতে চায়। এশিয়া দখল করা যে স্ব'ন দেখতে শুরু করেছিল চিন তাতে বালি মিশিয়ে দেওয়ার তাল করচে আমেরিকা। এখন ইউরোপের চেয়ে এশিয়ার দিকে বেশি করে নজর দিতে শুরু করেছে চিন। এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের দেশের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করতে চায় রাশিয়া। একই পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে চিনও। তার ফলে আগামি দিনে রুশ এবং চিন এশিয়া মহাদেশের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করছে। ইউরোপের সঙ্গে কূটনীতির সম্পর্ক ছেদ না করে শুধু মাত্র সাময়িক সম্পর্ক তৈরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তিনি নয়াদিল্লিতে এসে সেই বার্তা দিয়ে গেলেন। তিনি বলেছেন, রাশিয়া এবং ভারত সেরা বন্ধু। এই দুই বন্ধুর মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। রাশিয়ার তৎপরতায় কি চিন ভারত সীমান্ত সমস্যার সমাধান হবে তা নিয়ে গভীর জল্পনা করতে শুরু করেছে। এদিকে আমেরিকা আবার রুশ চিন মৈত্রীটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে নিতে পারছে না। তারা মনে করছে রুশ চিন মৈত্রী আমেরিকার বিরোধী অস্ত্রে পরিণত হবে। কোরিয়া, চিন, রাশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্যের বেশ কিছু মার্কিন বিরোধী দেশ এখন জোট করার চেষ্টা করছে। তাতে ভারতকে সামিল করে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কিন্তু ভারত তাতে রাজি হচ্ছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পাকিস্তান। চিন এবং রাশিয়া পাকিস্তান সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়তে শুরু করেছে। ভারতের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক গড়তে চায় রাশিয়া।

যুদ্ধ বন্ধে আমেরিকা - রাশিয়া ভারতকে পাশে চাইছে

যুদ্ধ বন্ধে ভারতকে পাশে চায় আমেরিকা সেই কথা জানালেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা হল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। টেলিফোনেই কথা হয়েছে। তবে কী কথা হয়েছে তা অবশ্যই জানা যায়নি। তবে ট্রাম্প এখন আর যুদ্ধের পক্ষে নন। তিঁনি ইসরায়েল প্যালেস্টাইন যুদ্ধ বন্ধ করেছেন। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে এ ব্যাপরে ট্রাম্প সরাসরি কথা বলেছেন এবং যুদ্ধ বন্ধ করেছে ইসরায়েল। ভারত আমেরিকার বাণিজ্য নীতি থেকে শুরু করে দুই দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্ককে আরও বেশি করে জোর দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। আমেরিকায় ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্করের সঙ্গে সেখানকার বিদেশ মন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গেও কথা হয়েছিল। সবার একটি মত হচ্ছে ইসরায়েল যুদ্ধের মতো ইউক্রেন যুদ্ধকেও থামাতে হবে। ভারতকে পাশে থাকতে হবে। নাহলে কিন্তু এই যুদ্ধ থামবে না। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন একমাত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কথায় কান দিতে পারেন। আর কারোর সেই ক্ষমতা বর্তমানে নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পুতিনের সঙ্গে কথা বলে যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করতে পারেন বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। প্রতিরক্ষা এবং দুই দেশের বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে টু প্লাস টু আলোচনা শুরু হয়েছে। আমেরিকা এবং ভারতের মৈত্রী কোন স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তা আগামি দিনে কতখানি এগিয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে দুই রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশ হল ভারত এবং আমেরিকা। আগামি দিনে গণতান্ত্রিক দেশগুলি বিপদের মুখে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। মাথা চাড়া দিতে শুরু করে দিয়েছে একনায়কতন্ত্র বা ফ্যাসিবাদ। তাকে কীভাবে দমন করা যেতে পারে এবং গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা বিশ্বে অধিক সংখ্যক করা সম্ভব হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এখন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে একটি ছাতার তলায় নিয়ে আসা। নাহলে কিন্তু গণতন্ত্র কথাটা ইতিহাসে পরিণত হতে থাকবে। সর্বত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে একনায়কতন্ত্র। ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে যার ফলে গণতন্ত্র আজকে বিপন্ন বোধ করতে শুরু করেছে। ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বের রাজনীতির পরিস্থিতিটাকে একেবারে পাল্টে দিয়েছে। আফগানিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার বিপন্ন হয়েছিল। সেখানে তালিবান সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আমেরিকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এছাড়া আমেরিকার আর কিছুই করার ছিল না। কতকাল ধরে আফগানকে তালিবান মুক্ত রাখবে আমেরিকা। সেখানকার সরকার ছিল একেবারে নড়বড়ে। গণতান্ত্রিক সরকার সেখানে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। আমেরিকার আফগানের গণতান্ত্রিক সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য রসদ দিতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু তারা তা ব্যবহার করতে পারেনি। তালিবানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো শক্তিশালী সেনা সংগঠন তৈরি করতে পারেনি। তালিবানরা যেভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল তা আফগানের গনি সরকার করতে পারেনি। তার ফলে তালিবানদের কাছে গনি সরকারকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। আমেরিকার সেখানে করার কিছুই ছিল না। আমেরিকা চেয়েছিল সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার থাকুক। ভারতও আফগানের গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে ছিল। কিন্তু কতদিন ধরে সেই সরকারকে আগলে রাখবে আমেরিকা। আমেরিকার সেনারা বহুদিন ধরে ঘরবাড়ি ছাড়া। তাদেরকে ঘরে ফেরানোর উদ্যোগ গ্রহণ করাটা অপরাধ নয় আমেরিকার। আজকে ইউক্রেনকে ফ্যাসিবাদ সরকার বলে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। রাশিয়া ইউক্রেন দেশটাকে ভাগ করে দিয়েছে। ইউক্রেনের ঐক্যকে একেবারে বিনিষ্ট করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেছে রাশিয়া। আসলে রাশিয়া ভাবতে শুরু করে দিয়েছে যে তাদের হাত থেকে গোটা পৃথিবীটা হাতছাড়া হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়ার পাশে রয়ে.ছে চিন এবঁং কোরিয়া কমিউনিস্ট দশগুলি রাশিয়ার পুঁতিনের পাশে এসে দাঁড়াতে শুরু করেছে। রাশিয়া আবার শান্তি দিয়ে তাদেরকে রাশিয়ার ছাতার তলায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ এর মানবাধিকার কাউন্সিল থেকে রাশিয়াকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ। রাশিয়া যে শক্তিশালী দেশ সেটা আবার প্রমাণ করে দিয়েছেন পুতিন। কূটনীতির মাধ্যমে যুদ্ধকে বন্ধ করতে হবে। তাতে ভারতের অংশ গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, ইউক্রেনের অবস্থা উদ্বেগজনক। কুড়ি হাজার ভারতীয় ছাত্র সেখানে আটকে পড়েছিল। তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ হতে পারে একটি মাত্র পথ ধরে সেটা হচ্ছে দুই দেশের রাষ্ট্র প্রধানকে মুখোমুখী বসিয়ে শান্তি আলোচনা।

ডলার দামের উত্থান পতনে জড়িত বিশ্ব অর্থনীতি

বিশেষ প্রতিবেদক

শক্তিশালী ডলার, দুর্বল পৃথিবী মুদ্রার দাপটে বদলে যাওয়া বিশ্ব অর্থনীতি। বশ্ব অর্থনীতির মানচিত্রে মার্কিন ডলারের অবস্থান দীর্ঘদিন ধরেই অনন্য। যুদ্ধ, মন্দা, অতিমারি কিংবা ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা;প্রায় সব সংকটের মধ্যেই ডলার নিজেকে বিশ্বের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মুদ্রা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে ডলারের মূল্যবৃদ্ধি আবারও আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। এই মূল্যবৃদ্ধি কেবল একটি মুদ্রার শক্তি বৃদ্ধির গল্প নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু দেশের অর্থনৈতিক দুর্বলতা, নীতিগত সীমাবদ্ধতা এবং বিশ্ব ব্যবস্থার গভীর অসাম্য। ডলারের দাপট যত বাড়ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে যে এই শক্তির মূল্য অনেক দেশকেই চড়া দামে দিতে হচ্ছে।

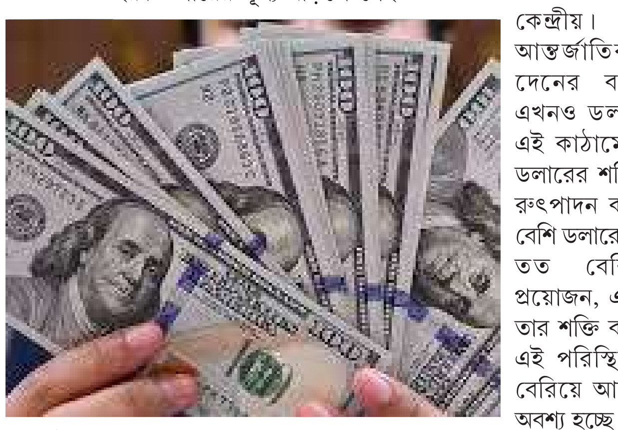

ডলারের শক্তি আসলে বিশ্বাসের শক্তি। বিশ্ব বাজারে এখনও মার্কিন অর্থনীতি, তার আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক কাঠামোর উপর আস্থা তুলনামূলক ভাবে বেশি। যখনই অনিশ্চয়তা বাড়ে, বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকি কমাতে ডলারের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এর ফলেই ডলারের চাহিদা বাড়ে, মূল্য বাড়ে এবং অন্য মুদ্রাগুলি তুলনামূলকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া যত স্বাভাবিক বলেই মনে হোক না কেন, এর প্রভাব বিশ্ব অর্থনীতির উপর গভীর এবং অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক।

ডলারের মূল্যবৃদ্ধির প্রথম এবং সরাসরি প্রভাব পড়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর। বহু দেশই তাদের বৈদেশিক ঋণ ডলারে গ্রহণ করে। ডলারের দাম বাড়লে সেই ঋণের বোঝা স্বয়ংক্রিয় ভাবে বেড়ে যায়। একই ঋণের জন্য দেশীয় মুদ্রায় আরও বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয়। এর ফলে সরকারের ব্যয় সংকোচন, সামাজিক খাতে কাটছাঁট এবং উন্নয়ন প্রকল্প স্থগিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। অর্থাৎ ডলারের শক্তি অনেক দেশের উন্নয়নের গতি মন্থর করে দেয়।

আমদানিনির্ভর অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই প্রভাব আরও তীব্র। জ্বালানি, খাদ্যশস্য, সার কিংবা প্রযুক্তিপণ্য; বিশ্ব বাজারে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের দাম মূলত ডলারে নির্ধারিত হয়। ডলারের মূল্য বাড়লে সেই পণ্যগুলির দাম দেশীয় বাজারে বেড়ে যায়, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের জীবনে। মূল্য স্ফীতি বাড়ে, জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে যায় এবং সরকারের উপর রাজনৈতিক চাপ তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে ডলারের শক্তি একটি বিমূর্ত আর্থিক ধারণা না থেকে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সংকটে পরিণত হয়।

ডলারের দাপটের আর একটি দিক হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শক্তির ভারসাম্য। শক্তিশালী ডলার মার্কিন আমদানিকে তুলনামূলকভাবে সস্তা করে তোলে, কিন্তু রপ্তানিকে করে তোলে ব্যয়বহুল। অন্যদিকে, দুর্বল মুদ্রার দেশগুলি রপ্তানিতে সুবিধা পেলেও আমদানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অসম সমীকরণ বিশ্ব বাণিজ্যের কাঠামোকে প্রভাবিত করে এবং অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ায়। দীর্ঘমেয়াদে এই ঘাটতি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এখানে প্রশ্ন ওঠে, কেন ডলার এত শক্তিশালী থাকে? এর উত্তর খুঁজতে গেলে মার্কিন অর্থনীতির আকার, সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মার্কিন প্রাধান্যের কথা বলতে হয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা বিশ্ব ব্যাঙ্কের মতো প্রতিষ্ঠানে ডলারের ভূমিকা কেন্দ্রীয়। তাছাড়া আন্তর্জাতিক লেন দেনের বড় অংশ এখনও ডলারে হয়। এই কাঠামো নিজেই ডলারের শক্তিকে পুনরুৎপাদন করে। যত বেশি ডলারের ব্যবহার, তত বেশি তার প্রয়োজন, এবং ততই তার শক্তি বাড়ে।

এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা অবশ্য হচ্ছে। কিছু দেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে নিজস্ব মুদ্রার ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছে। আঞ্চলিক মুদ্রা ব্যবস্থার কথাও আলোচনায় আসছে। কিন্তু বাস্তবতা হল, ডলারের বিকল্প তৈরি করা সহজ নয়। কারণ মুদ্রার শক্তি শুধু অর্থনীতির উপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আইনের শাসন এবং বৈশ্বিক আস্থার উপর। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই ডলার এখনও অনেক এগিয়ে।

ডলারের শক্তি বৃদ্ধির আর একটি প্রভাব পড়ে আর্থিক বাজারে। উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে পুঁজি বেরিয়ে নিরাপদ মার্কিন সম্পদের দিকে চলে যায়। এর ফলে সেই দেশগুলির শেয়ারবাজার ও মুদ্রাবাজারে অস্থিরতা বাড়ে। সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে তখন সুদের হার বাড়ানো বা বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার ব্যবহার করার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই সিদ্ধান্তগুলি স্বল্পমেয়াদে স্থিতি আনলেও দীর্ঘমেয়াদে বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

ডলারের দাপট তাই একধরনের বৈশ্বিক শৃঙ্খল। এটি একদিকে স্থিতির প্রতীক, অন্যদিকে অসাম্যের উৎস। যে দেশগুলি এই ব্যবস্থার কেন্দ্রে, তারা সুবিধা পায়; প্রান্তের দেশগুলি ভোগে চাপ। এই বাস্তবতা বিশ্ব অর্থনীতির নৈতিক প্রশ্নও তোলে। একটি মুদ্রার শক্তি কি গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক ভাগ্য এতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থায় কি আরও ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর সহজ নয়। তবে এটুকু স্পষ্ট যে ডলারের মূল্যবৃদ্ধি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থারই প্রতিফলন। যতদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ঋণ এবং সঞ্চয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে ডলার থাকবে, ততদিন তার শক্তি ও তার অভিঘাত দুইই বজায় থাকবে। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে নয়, বরং বুঝে নিয়ে দেশগুলিকে নিজেদের অর্থনৈতিক নীতি সাজাতে হবে।

সবশেষে বলা যায়, শক্তিশালী ডলার আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে বিশ্ব অর্থনীতি এখনও গভীর ভাবে অসম। এই অসমতা কেবল আয় বা সম্পদের নয়, মুদ্রারও। ডলারের উত্থান তাই একদিকে যেমন আস্থার গল্প, অন্যদিকে তেমনি সতর্কবার্তা। এই সতর্কবার্তা শোনার দায় শুধু অর্থনীতিবিদদের নয়, নীতিনির্ধারকদেরও। কারণ মুদ্রার দাপটে যদি মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, তবে সেই শক্তির অর্থই বা কী? বিশ্ব অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

পাঠকদের দরবার

প্রাচীন সভ্যতার নারীদের স্থান

রানা দাস

শরীর এবং যৌনতার সঙ্গে প্রাচীন মিশরীয় রীতিনীতি যে কতটা একাত্ম হয়ে গিয়েছিল তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি। এতে আরও ভাল করে বুঝতে পারবেন প্রাচীন মিশরে শরীর নিয়ে নিছক ব্যবসা নয়, গোটা সভ্যতার আর্থ-সামাজিক এবং ধর্মীয় পরিস্থিতিই নিয়ন্ত্রিত হতো। প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্যে যতই নারী আর পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলা হোক, আসলে সেখানেও নারীকে অনেকাংশে পণ্য হিসেবেই ব্যবহার করা হতো। এ পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন সভ্যতায় কোনও নারী যখন প্রেগন্যান্ট অর্থাৎ সন্তানসম্ভবা হতেন তখন বলা হত 'শী কনশিভস চাইল্ড'। কিন্তু খুব আশ্চর্যজনক ভাবে প্রাচীন মিশরে এই রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে তাকে বলা হত 'শী রিসিভস চাইল্ড'। অর্থাৎ কোনো পুরুষ তাকে ফারটাইল অর্থাৎ উর্বর করে তুলেছে, সে কোনো পুরুষের কাছ থেকে উর্বরতা লাভ করেছে। এখানে সেই পুরুষটির ভূমিকা প্রচারেরই ইঙ্গিত স্পষ্ট। এ পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতায় উর্বরতা অর্থাৎ 'ফারটিলিটি'র দেবতা ছিলেন কোনও এক নারী। প্রাচীন মিশর এই ব্যাপারেও বিরুদ্ধাচারন করে একজন পুরুষ, আমুনকে 'গড অফ ফারটিলিটি' নিযুক্ত করেছিল। এ পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতায় জমির উর্বরতা নির্ভর করতো বৃষ্টিপাতের উপর। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃষ্টি সেখানে ছিলেন এক নারী। উল্টো দিকে প্রাচীন মিশরে জমির উর্বরতা নির্ভর করতো নীল নদ উপচে পড়ে সৃষ্টি হওয়া বন্যার উপর। নীল নদ কিন্তু একজন পুরুষ হিসেবেই বিবেচিত হতেন প্রাচীন মিশরে, মিশরীয় মাইথলোজি তার প্রমাণ। ইজিপ্টোলজিস্টদের মতে, বোধহয় সেই কারণেই প্রাচীন মিশরে পুরুষের ঔরস এবং নারীর শরীর এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ প্রতি বছর এই নীল নদের জল উপচে পড়ে বন্যা সৃষ্টির পিছনের কারণ হিসেবে এক বিশেষ ধর্মবিশ্বাস ছিল প্রাচীন মিশরীয়দের মনে। প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করতো দেবতা আমুন যৌনতার বশে উত্তেজিত হয়ে অ্যারাউসড স্টেট'এ নিজের শরীর থেকে 'ফারটাইল এসেন্স' নিষ্কাশিত করতেন। আর দেবতার সেই সিমেনের তীব্রতার কারণেই নীল নদের জল উপচে মিশরে বন্যা সৃষ্টি হত। এ দীর্ঘ প্রায় হাজার বছর ধরে প্রাচীন মিশরীয়দের মধ্যে আরও একটি বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। দেবতা আমুন'কে 'অ্যারাউসড স্টেট'এ নিয়ে যাবার জন্য অর্থাৎ তাঁর যৌন উত্তেজনা জাগানোর জন্যে প্রয়োজন হত একজন নারীর, একজন স্যাক্রেড ওম্যান বা পবিত্র নারীর। সেই নারীই বছরের এক বিশেষ সময়ে এক বিশেষ উৎসবের দিন দেবতাকে স্টিমুলেট অর্থাৎ উত্তেজিত করত।

অন্যদিকে হরপ্পা সভ্যতার সেই নারী। কোয়েটা বর্তমানে পাকিস্তানের ৫ম বৃহত্তম শহর। কোয়েটার সবচেয়ে পুরাতন অধিবাসী হচ্ছে কাসি উপজাতির মানুষেরা। কোয়েটার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন যে ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় তা হল গজনির সুলতান মাহমুদ কোয়েটা আক্রমণ করে জয় করেছিল। কোয়েটা নামটা এসেছে কোয়াটকোট থেকে। কোয়াট পশতু শব্দ, এর অর্থ ক্ষুদুর্গক্ষ্ম। বর্তমানে বেলুচিস্তান প্রদেশের আধুনিক শহর কোয়েটা বা কোয়েত্তা। রাজধানী শহর, জেলা এবং বিভাগ। শহরটি স্থানীয়ভাবে শাল বা শালকোট বা ব্রিটিশ ভারতে শিয়ালকোট নামে পরিচিত ছিল। ১৮৭৬ সালে এই শহর ব্রিটিশরা দখল করেছিল।

সরকারি ধান ক্রয় কেন্দ্রে বিহারের ধান বিক্রির অভিযোগ, দালাল চক্রের দাপটে বঞ্চিত বাংলার চাষীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরের তুলসীহাটায় সরকারি ন্যায্য মূল্যে ধান ক্রয় কেন্দ্রে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, বাংলার চাষীদের বঞ্চিত করে পার্শ্ববর্তী বিহার থেকে নিম্নমানের ধান এনে সরকারি কেন্দ্রে বিক্রি করা হচ্ছে। দালাল চক্রের মাধ্যমে এই অনিয়ম চললেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না বলে দাবি চাষীদের। বুধবার স্থানীয় চাষীরা অভিযোগ করেন, নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী যেখানে প্রতি চাষীর কাছ থেকে ৯০ কুইন্টাল পর্যন্ত ধান কেনার কথা, সেখানে মাত্র ২৫ কুইন্ট্যাল ধান নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি প্রতি কুইন্ট্যালে অতিরিক্ত পাঁচ কেজি করে ধান 'ধলতা' হিসেবে নেওয়া হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূত। ফড়ে ও দালালদের দাপটে অনেক চাষীই ধান বিক্রি করতে এসে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এই দুর্নীতির প্রতিবাদে এদিন চাষীদের নিয়ে বিক্ষোভে নামেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের বিরোধী দলনেতা স্বপন আলী। তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল নেতাদের মদতেই দালাল চক্র সক্রিয়। অন্যদিকে এই ধান ক্রয় কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা সরকারী কর্মী মতিউর রহমান ক্যামেরার সামনে দালাল চক্রের সক্রিয়তার কথা কার্যত স্বীকার করেন। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বিজেপি তীব্র কটাক্ষ করে জানায়, সম্পূর্ণ দুর্নীতিই তৃণমূলের মদতে চলছে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এখন দেখার, প্রশাসন এই অভিযোগে কী পদক্ষেপ নেয় এবং আদৌ কি চাষীদের স্বার্থ রক্ষা হয়।

বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ার সিদ্ধান্ত রাজ্যে

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা সামাল দিতে রাজ্য সরকার বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আরও একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হুগলির সিঙ্গুরে জিন্দল গোষ্ঠীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে মোট ১৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্ল্যান্ট গড়ে উঠবে বলে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৌরহিত্যে নবান্নে আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ওই দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে এই প্রকল্পের মেয়াদ ধার্য হয়েছে ২৫ বছর। তবে ভবিষ্যতে বিদ্যুতের চাহিদা আরও বাড়লে অতিরিক্ত ৫ বছর মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগও রাখা হয়েছে। এছাড়াও মাদার ডেয়ারি কলকাতাকে সম্পূর্ণ ভাবে বাংলার ডেয়ারির সঙ্গে সংযুক্তিকরনের প্রস্তাবও আজকের বৈঠকে গৃহীত হয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন। গুদামঘর তৈরির জন্যে লাহার ইন্ডাস্ট্রিজ এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড কে হুগলির সিঙ্গুরে ১১ দশমিক ৩৫ একর জমি ১৯ বছরের লিজ চুক্তিতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও হাওড়ার অংকুরহাটির জেমস এন্ড জুয়েলারি পার্ক কে দশমিক ৫ একর, বিদ্যাসাগর শিল্প তালুককে ৩০ দশমিক ৪২ একর, পানাগড় শিল্প তালুককে এক দশমিক ৩৭ একর, হরিণঘাটা ফার্ম কে ২ দশমিক ৭৭ একর এবং জঙ্গলসুন্দরী কর্মনগরী কে রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগমের হাতে থাকা ১৫৫ একর জমি লিজ চুক্তিতে দেওয়া হবে বলে অর্থমন্ত্রী জানান।

কুয়াশার দাপটে বন্ধ কালনা নৃসিংহপুর ফেরিঘাটঃ ভোগান্তিতে যাত্রীরা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৪ ডিসেম্বর ঃ ঘন কুয়াশার দাপটে বুধবার সকালে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা-নৃসিংহপুর ফেরি পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। ভোরের দিকে দৃশ্যমানতা অত্যন্ত কমে যাওয়ায় নিরাপত্তার স্বার্থে সকাল ছয়টা থেকে প্রায় পৌনে ন'টা পর্যন্ত প্রায় দুই ঘণ্টা ফেরি চলাচল বন্ধ ছিল। এর জেরে দুই পাড়ের শতাধিক যাত্রী চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন। গত কয়েক দিন ধরেই রাজ্যে শীতের প্রকোপ বেড়েছে। তার সঙ্গে ভোরের দিকে ঘন কুয়াশা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। বুধবার সকালে কুয়াশা এতটাই ঘন ছিল যে নদীর অপর পাড় প্রায় দেখা যাচ্ছিল না। ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কায় ফেরি পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অফিসযাত্রী, ছাত্রছাত্রী ও নিত্যযাত্রীরা দীর্ঘ সময় ফেরিঘাটে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সকাল ন'টা নাগাদ ফেরি পরিষেবা পুনরায় চালু করা হয়। ফেরি চলাচল শুরু হতেই যাত্রীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। এই প্রসঙ্গে কালনা ফেরিঘাটের ম্যানেজার জয়গোপাল ভট্টাচার্য জানান, ঘন কুয়াশার মতো প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে যাত্রীদের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এমন অবস্থায় ফেরি পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প থাকে না বলেও তিনি জানান।

উৎপাদন বন্ধ কাঁকিনাড়া নফর চন্দ্র জুটমিলে, অনিশ্চয়তায় প্রায় তিন হাজার শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ব্যারাকপুর, ২৪ ডিসেম্বর ঃ ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের ভাটপাড়ার কাঁকিনাড়া এলাকার নফর চন্দ্র জুটমিলে আচমকাই উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন প্রায় তিন হাজার শ্রমিক। বুধবার সকাল থেকেই মিলের সমস্ত উৎপাদন কার্যত বন্ধ রয়েছে। মিল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচা পাটের জোগান না থাকায় আপাতত উৎপাদন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন সকাল থেকে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে মিল চত্বরে এলেও উৎপাদন বন্ধ থাকার কথা জানার পর অনেকেই ফিরে যান। ফলে মিল চত্বরে চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শ্রমিকদের অভিযোগ, আগাম কোনও নোটিস না দিয়েই উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন। অনেক শ্রমিকের পরিবার এই আয়ের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি, দ্রুত কাঁচা পাটের ব্যবস্থা করে মিল চালু না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবেন। তাঁদের আশঙ্কা, দীর্ঘদিন উৎপাদন বন্ধ থাকলে ভবিষ্যতে লে-অফ বা ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্যদিকে মিল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। পাটের জোগান স্বাভাবিক হলেই মিল পুনরায় চালু করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে কবে মিল খুলবে, তা এখনও নিশ্চিত না হওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে।

টানা চার বছর জেলে বন্দি থাকার পরে শ্রীরামপুরে পকসো মামলায় বেকসুর খালাস পেলেন অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৪ ডিসেম্বর ঃ আদালত পেশায় টোটো চালক পিন্টুকে নির্দোষ ঘোষণা করতেই, এজলাসে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। টানা চার বছর জেলে বন্দি থাকার পরে পকসো মামলায় বেকসুর খালাস পেলেন অভিযুক্ত। মঙ্গলবার শ্রীরামপুর আদালতের অতিরিক্ত প্রথম দায়রা বিচারক রত্না রায় অভিযুক্ত পিন্টু মজুমদারকে পকসো মামলায় বেকসুর খালাস দেন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০২১- এ এক মহিলা উত্তরপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেন, তাঁর ছ'বছরের শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে। উত্তরপাড়া থানার পুলিশ তদন্তে নেমে পিন্টুকে গ্রেপ্তার করে। তারপর থেকেই তিনি জেলবন্দি ছিলেন। এই বিষয়ে পিন্টুর আইনজীবী অশোক সেন বলেন, 'অভিযোগকারিণী স্বামী-পরিত্যক্তা। টোটো চালক পিন্টুর সঙ্গে ওঁর প্রেমের সম্পর্ক হয়। কিন্তু পিন্টু নিজে বিবাহিত ছিলেন। সেই কারণে, পিন্টু তাঁকে বিয়ে করতে চাননি। সেই আক্রোশেই অভিযোগকারিণী তাঁর শিশুকন্যাকে হাতিয়ার করে পিন্টুর নামে যৌন নির্যাতনের মিথ্যে মামলা দায়ের করেন। মামলায় বেশ কয়েকজন সাক্ষ্য দেন। শুনানির পরে বিচারক পিন্টুকে নির্দোষ ঘোষণা করে বেকসুর খালাস দেন। এই রায়ে আইন-আদালতের উপরে মানুষের ভরসা বাড়বে।' এ দিন শ্রীরামপুর আদালতে এসেছিলেন পিন্টুর মা রঞ্জু মজুমদার ও বৌদি চায়না মজুমদার। চোখের জল মুছে নিয়ে প্রৌঢ়া রঞ্জু বলেন, 'আমার নিষ্পাপ ছেলেকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে, জীবন তছনছ করে দিয়েছে। তবে আইনজীবী অশোক সেন অনেক সহযোগিতা করেছেন। আমি টাকাপয়সা কিছুই দিতে পারিনি। কিন্তু তার পরেও উনি আমাদের পাশে থেকে, আদালতের ন্যায়বিচার পাইয়ে দিয়েছেন।'

উৎসবের ভিড় সামলাতে বড়দিন ও নববর্ষ-২০২৬ স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ২৪ ডিসেম্বর ঃ উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত

রেল বড়দিন ও নববর্ষ ২০২৬ উপলক্ষ্যে চালু করা দুটি বিশেষ ট্রেনের চলাচল এবং পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মেয়াদ বৃদ্ধি করা স্পেশাল ট্রেন পরিষেবাগুলির মধ্যে ট্রেন নং. ০৫৬০৯ / ০৫৬১০ (গুয়াহাটি - সাইরাং - গুয়াহাটি) উভয় দিক থেকে ৩টি করে ট্রিপের জন্য এবং ট্রেন নং. ০৫৬২৮ / ০৫৬২৭ (আগরতলা - গুয়াহাটি - আগরতলা) উভয়দিকে ৯টি করে ট্রিপের জন্য চালু থাকবে। এই ট্রেনগুলি বিদ্যমান পরিষেবা সূচি, সময়সূচী, গঠন এবং স্টপেজ অনুযায়ী চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৫৬০৯ (গুয়াহাটি - সাইরাং) স্পেশাল ট্রেনটি ২৬, ২৮ এবং ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে গুয়াহাটি থেকে ০৬.০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে ১৯.৩০ ঘন্টায় সাইরাং পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রাপথে, ট্রেন নং. ০৫৬১০ (সাইরাং - গুয়াহাটি) স্পেশাল ট্রেনটি ২৭, ২৯ এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সাইরাং থেকে ০৬.০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে ১৯.৫০ ঘন্টায় গুয়াহাটি পৌঁছাবে। অনুরূপভাবে, ট্রেন নং. ০৫৬২৮ (আগরতলা - গুয়াহাটি) সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনটি ১ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার ১৯.০০ ঘন্টায় আগরতলা থেকে যাত্রা শুরু করে এবং পরের দিন ০৮.৪৫ ঘন্টায় গন্তব্যস্থল গুয়াহাটি পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রাপথে, ট্রেন নং. ০৫৬২৭ (গুয়াহাটি - আগরতলা) সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনটি ২ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার ১৩.১৫ ঘন্টায় গুয়াহাটি থেকে যাত্রা শুরু করে পরের দিন ০৪.১০ ঘন্টায় গন্তব্যস্থল আগরতলা পৌঁছাবে। এই ট্রেনগুলির রুট, স্টপেজ এবং সময়সূচী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হচ্ছে। যাত্রার পূর্বে এই বিস্তারিত বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বড়দিনের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেট্রোর

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ ২৫.১২.২০২৫ তারিখে যাত্রীদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং সহজ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে এসপ্ল্যানেড, পার্ক স্ট্রিট, ময়দান, রবীন্দ্র সদন, দমদম এবং দক্ষিণেশ্বর সহ প্রধান মেট্রো স্টেশনগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঐ দিন একটি নিরাপদ, মসৃণ এবং ঝামেলামুক্ত যাত্রা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং যাত্রীদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার জন্য অতিরিক্ত আরপিএফ কর্মী মোতায়েন করা হবে। মহিলা ও শিশুদের সুবিধার জন্য পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে পর্যাপ্ত সংখ্যক মহিলা আরপিএফ অফিসার ও কর্মী মোতায়েন করা হবে। ২৫.১২.২০২৫ তারিখে পার্ক স্ট্রিট, ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনগুলিতে যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য একটি বিশেষ দল স্ট্যান্ডবাই বাহিনী হিসেবে উপস্থিত থাকবে। জরুরি অবস্থার জন্য পার্ক স্ট্রিট, ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড স্টেশনের জন্য একটি কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি) বিশেষ বাহিনী হিসেবে প্রস্তুত রাখা হবে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত কর্মী মোতায়েন করা হবে এবং সার্বক্ষণিক নজরদারি ও যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রিয়েল টাইম ভিত্তিতে ব্যাপক সিসিটিভি পর্যবেক্ষণ করা হবে। পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে যাত্রীদের চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য কিউ ম্যানেজার, লাউড হেলার, দড়ি ব্যবহার করা হবে এবং অন্যান্য যাত্রী নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ডগ স্কোয়াডের সাহায্যে নাশকতা বিরোধী পরীক্ষাও চালানো হবে। এছাড়াও, পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে একজন অফিসার এবং চারজন কর্মী নিয়ে গঠিত আরেকটি বিশেষ দল মোতায়েন করা হবে। যাত্রীদের সঠিক নির্দেশনা, সাহায্য এবং সহায়তা প্রদানের জন্য পার্ক স্ট্রিট, ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনগুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক আরপিএফ কর্মী মোতায়েন করা হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে মেট্রো কর্মী এবং নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য আবেদন ও অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রশাসনের উদ্যোগে সোনারপুর ফ্লাইওভারকে যানমুক্ত করা হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর, ২৪ ডিসেম্বর ঃ অবশেষে সোনারপুর ফ্লাইওভার থেকে সরানো হচ্ছে পরিত্যক্ত গাড়ি, স্বস্তিতে এলাকাবাসী। দীর্ঘ দিনের সমস্যার অবসান ঘটতে চলেছে সোনারপুর ফ্লাইওভারে। অবশেষে ফ্লাইওভার থেকে সরানো হচ্ছে পরিত্যক্ত গাড়ি। এই সিদ্ধান্তে খুশি স্থানীয় বাসিন্দা ও নিত্যযাত্রীরা। ফ্লাইওভারে

দীর্ঘদিন ধরে একাধিক পরিত্যক্ত গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকার ফলে প্রতিদিনই তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছিল। শুধু তাই নয়, এই গাড়িগুলির কারণে একাধিকবার দুর্ঘটনার ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ। এলাকা বাসীর দীর্ঘদিনের দাবির পর অবশেষে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হল। ঘাসিয়াড়া সংলগ্ন এলাকায় সোনারপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ত দপ্তরের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আপাতত এই সব পরিত্যক্ত গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট মামলাগুলির নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও দ্রুত আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। ফ্লাইওভারকে পুরোপুরি যান চলাচলের উপযোগী করে তুলতেই এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে। আর এই কাজের শুভ সূচনা করেন সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক লাভলী মৈত্র। তিনি জানান, এই এলাকার যানজট কমাতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এবং ফ্লাইওভারকে যানজটমুক্ত রাখাই মূল লক্ষ্য। এই উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোনারপুর থানার আই সি আশিস দাস, সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বলাইচন্দ্র বারিক ও কাউন্সিলার সন্দীপ নস্কর। বিধায়ক লাভলী মৈত্র এও জানান, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই পুরো ফ্লাইওভার পরিত্যক্ত গাড়িমুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দিনের বেলায় যানজট কমানোর জন্য মূলত রাতের দিকেই এই কাজ করা হবে। প্রশাসনের এই উদ্যোগে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন সাধারণ মানুষ।

Office of the Block Development Officer

Purbasthali-I Development Block

SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN

NOTICE INVITING TENDER

1. **e-Tender Reference No-P-I/44/3987/BDO/MAME(2025-26), Dated-24/12/2025**, Tender ID: 2025_ZPHD_978281_1 to 2 has been floated 2nos. Tender under Purbasthali-I Dev. Block Fund MAME(2025-26). Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.

Sd/-B.D.O/E.O.
Purbasthali-I Development Block/P.S
Srirampur, Purba Bardhaman

PROFECTUS CAPITAL

প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

নিবন্ধিত ও কর্পোরেট অফিসের ঠিকানাঃ বি /১৭, চতুর্থ তলা, আর্ট গিল্ড হাউস, ফিনিক্স মার্কেটসিটি মলের পিছনে, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ, কুরলা (পশ্চিম), মুম্বাই, ৪০০০৭০।
শাখাঃ ৪ তলা, সুগম প্যারাগন, ৫ /১, মুজাফফর আহমেদ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬।

পরিশিষ্ট- IV [বিধি ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, আমি, প্রোফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩ সহ পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছি, যার তারিখ ০৬ অক্টোবর, ২০২৫। উক্ত নোটিশে নিম্নোক্ত **ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদাতাদেরকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ৫,৪৮,৭৪,০৪৪/- টাকা (পাঁচ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র), যা ০৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া রয়েছে এবং যা লোন অ্যাকাউন্ট নং** PLPBKOL0037828, PLPTKOL0040488 ও PLPTKOL0061266-এর অধীনে মঞ্জুর করা হয়েছিল, তা উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতার (''ঋণগ্রহীতাগণ'') বিবরণ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা / জামিনদারের নাম	ঠিকানা
১	মৃণাল কান্তি বেরা (বেলপুকুর কৃত্তিবাস মুড়ি সাপ্লায়ার্স)	গ্রামঃ বারগ্রাম, পাড়া পশ্চিমপাড়া, থানাঃ শ্যামপুর, পোস্ট অফিস - বারগ্রাম, বারগ্রাম হাই স্কুলের কাছে, হাওড়া - ৭১১৩১২ এছাড়াওঃ অযোধ্যা, হাওড়া, বারগ্রাম হাই স্কুলের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১৩১২
২	মৃণাল কান্তি বেরা (মা ভবতারিণী মিনি রাইস মিল)	গ্রাম ও ডাকঘর-বারগ্রাম, পাড়াঃ পশ্চিমপাড়া, থানাঃ শ্যামপুর রোড, বারগ্রাম হাই স্কুলের কাছে, হাওড়া-৭১১৩১২। এছাড়াওঃ পশ্চিমপাড়া, বারগ্রাম, শ্যামপুর রোড, বারগ্রাম হাই স্কুলের কাছে, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭১১৩১২। এছাড়াও ঃঅযোধ্যা, বারগ্রাম হাই স্কুলের কাছে, হাওড়া ৭১১৩১২
৩	লিপিকা বেরা (মঙ্গলদীপ ধনকরাই ও ধনভাঙ্গানো)	গ্রাম ও ডাকঘর-বারগ্রাম, পাড়াঃ পশ্চিমপাড়া, থানাঃ শ্যামপুর রোড, বারগ্রাম হাই স্কুলের কাছে, হাওড়া-৭১১৩১২, পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়াওঃ পশ্চিমপাড়া, বারগ্রাম, শ্যামপুর রোড, বারগ্রাম হাই স্কুলের কাছে, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭১১৩১২। এছাড়াওঃ অযোধ্যা, হাওড়া, বারগ্রাম হাই স্কুলের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১৩১২।
৪	মৃণাল কান্তি বেরা	আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৯২, এল.আর. খতিয়ান নং ১৬৫৬, জে.এল. নং ৫০, মৌজা- বারগ্রাম, থানা- শ্যামপুর, বারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১৩১২। এছাড়াওঃ আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৯২, এল.আর. খতিয়ান নং ১৬৫৫ ও ১৬৯৭, জে.এল. নং ৫০, মৌজা বারগ্রাম, থানা -শ্যামপুর, বারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১৩১২
৫	লিপিকা বেরা	আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৯২, এল.আর. খতিয়ান নং ১৬৫৬, জে.এল. নং ৫০, মৌজা- বারগ্রাম, থানা- শ্যামপুর, বারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১৩১২। এছাড়াওঃ আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৯২, এল.আর. খতিয়ান নং ১৬৫৫ ও ১৬৯৭, জে.এল. নং ৫০, মৌজা- বারগ্রাম, থানা- শ্যামপুর, বারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১৩১২।

অন্যান্য ঠিকানাগুলো ০৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখের উক্ত দাবি নোটিশে উল্লিখিত আছে।

উপরোক্ত ঋণগ্রহীতারা উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদাতা এবং সর্বসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, অধঃস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং উক্ত বিধিমালার বিধি ৮-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, এই ২০২৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর তারিখে নিচে তফসিলভুক্ত স্থাবর সম্পত্তিটির (স্থাবর সম্পত্তি) দখল গ্রহণ করেছেন।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদাতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং স্থাবর সম্পত্তিটির সাথে যেকোনো লেনদেন প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডের চার্জের অধীন হবে, যার মোট পরিমাণ ০৬ই অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ৫,৪৮,৭৪,০৪৪/- টাকা (পাঁচ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র) এবং আদায় না হওয়া পর্যন্ত এর উপর প্রদেয় অতিরিক্ত সুদও এর অন্তর্ভুক্ত।

'ঋণগ্রহীতা' / 'সহ-ঋণগ্রহীতা' / 'জামিনদার' / বন্ধকদাতাদের দৃষ্টি উক্ত আইনের ধারা ১৩ (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যেখানে সুরক্ষিত সম্পত্তিটি দায়মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কে বলা আছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

প্লট-এঃ জেলা ও জেলা নিবন্ধক কার্যালয়- হাওড়া, থানা ও অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়- শ্যামপুর, বারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত জে. এল. নং ৫০, বারগ্রাম মৌজার রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব, যা আর. এস. খতিয়ান ৪৪৫ (চারশত পঁয়তাল্লিশ)-এ লিখিত এবং সাম্প্রতিক বন্দোবস্তে এল.আর. খতিয়ান ১২২ নং-এ রাযত্ স্বত্বে নথিভুক্ত, দাগ নং ২৯২-এর ১ অংশ শালি জমি ১ একর ৩০ শতক, যার দক্ষিণ অংশে চিহ্নিত এবং পরিমাপকৃত এক খণ্ড শালি জমি মোট ৬৫ শতক, যা থেকে মাত্র পঁয়ষট্টি শতক। বর্তমান খাজনা ০৩ টাকা ৭৭ পয়সা। মোট প্লট ১ একর ৩০ শতক। মোট খাজনা ০৭ টাকা ৫৩ পয়সা। **সীমানা**- উত্তরঃ দাগ নং ২৯২ এবং ২৯৩-এর শালি জমি পূর্ব - দাগ নং ২৯৮ এবং ২৯৩-এর শালি জমি, দক্ষিণ- দাগ নং ২৯৯-এর শালি জমি এবং দাগ নং ৫৮০-এর সরকারি খাল, পশ্চিম - দাগ নং ২৯১-এর শালি জমি। **মালিক**- কালেক্টর, হাওড়ার পক্ষে বি.এল. এ্যান্ড এল .আর.ও. শ্যামপুর নং ২ মুকুন্দপুর, ডাকঘর- শাসাটি, থানা- শ্যামপুর, জেলা- হাওড়া।

প্লট-বিঃ জেলা ও জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়- হাওড়া, থানা ও অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়- শ্যামপুর, বারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত জে. এল. নং ৫০ বারগ্রাম মৌজার রায়ত স্থিতিবান স্বত্বে আর. এস. খতিয়ান নং ৪৪৫ (চারশত পঁয়তাল্লিশ)-এ লিখিত এবং যা সাম্প্রতিক বন্দোবস্তে এল.আর. খতিয়ান নং ১১০৩, দাগ নং ২৯২ (দুইশত বিরানব্বই)-এ রাযত্ স্বত্বে রেকর্ডভুক্ত, ১ অংশ ১ একর ৩০ শতক শালি জমির উত্তর অংশে চিহ্নিত ৬৫ শতক, যার মধ্যে দক্ষিণ অংশে চিহ্নিত ও পরিমাপকৃত এক খণ্ড শালি জমি মোট ৩২ শতক (বত্রিশ শতক)। বর্তমান খাজনা ০১ টাকা ৮৬ পয়সা। মোট প্লট ১ একর ৩০ শতক। মোট খাজনা ০৭ টাকা ৫৩ পয়সা। **সীমানা**- উত্তরঃ দাগ নং ২৯২-এ শ্রী বিকাশ সামন্ত কর্তৃক ক্রয়কৃত শালি জমি, পূর্বঃ দাগ নং ২৯৩- এর শালি জমি, দক্ষিণঃ দাগ নং ২৯২-এ শ্রী মৃণাল কান্তি বেরা কর্তৃক ক্রয়কৃত শালি জমি, পশ্চিমঃ দাগ নং ২৯১-এর শালি জমি। **মালিক**- বি.এল. অ্যান্ড আর.ও. শ্যামপুর নং ২, কালেক্টর, হাওড়ার পক্ষে মুকুন্দপুর, ডাকঘর- শাসাটি, থানা- শ্যামপুর, জেলা- হাওড়া। প্লট-এ এবং প্লট-বিঃ রূপান্তর অনুযায়ী বাণিজ্যিক জমি, যা আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৯২-এর অধীনে মোট প্রায় ৯৭ ডেসিমেল।

স্বা /-
মিঃ জয়ন্ত মণ্ডল
অথোরাইজড অফিসার
প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

তারিখঃ ২৩।১২।২০২৫
স্থানঃ হাওড়া

E-TENDER NOTICE

Chairperson Board of Councillors, Dankuni Municipality, invites Tender for Rejuvenation of Water Body Named as a Boro Pukur in Ward No-15 and Repairing of Leakage in Existing Choked Pipe Line in Ward No-01 to 05 under Dankuni Municipality for **E-N.I.T. No. WBMAD/DKM/CP/e-NIT-123/2025-26 & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-124/2025-26** Bid Submission closing date (Online)- **15/01/2026**, Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender.

Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নং. ২৩৪_২০২৫-২৬ এবং ২৩৫_২০২৫-২৬ তারিখ ঃ ২২.১২.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সেচ/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এমইএস বা যেকোনো পাবলিক সেক্টর উদ্যোগে নিবন্ধিত ব্যক্তিসহ অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- [সিনি.ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধিক্ষেত্রে]। **ক্রম নং.ঃ ১; এনআইটি নং. ২৩৪_২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর আওতাধীন এইএন/এলএলএইচ-এর অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/এলএলএইচ এবং এসএসই/পি.ওয়ে/টিএকে-এর অধীনে ইয়ার্ডের উন্নতি এবং আপগ্রেডেশন সম্পর্কিত পি.ওয়ে কাজ (তারকেশ্বর, উত্তরপাড়া, শেওড়াফুলি, ভদ্রেশ্বর, লিলুয়া ওয়ার্কশপে) যেমন সিটিআর (পি)-০.৯৭৪ কিমি, সিটিআর(এস)-৮.৩৩৪ কিমি, টিআরআর(এস)-২.৩১৩ কিমি, টিএসআর(এস)-২.৩১৩ কিমি, টিটিআর-৩৯ সেট (টিটিআর (এফএস+সিএস+সিএমএসসি)-১ ইন ৮.৫-১৮ সেট, টিটিআর (সিএস+সিএমএসসি) -১ ইন ৮.৫ -১০ সেট, টিটিআর (ডিএস) - ১ ইন ৮.৫-৫ সেট, টিটিআর (এফএস+টিডব্লুএস+ডবলুসিএমএসসি) -১ ইন ১২ -৪ সেট, টিটিআর (এফএস+টিডব্লুএস+ডবলুসিএমএসসি) -১ ইন ৮.৫ -১ সেট, টিটিআর(ডি-ক্রসিং -১ সেট) টিবিআর -১৫.০৮১ কিমি, ডীপ স্ক্রিনিং, লিফটিং, টার্ন ইন কার্ভের উন্নতি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক খরচ ঃ ₹** ৪,৭৯,২৫,৬৮৩.৮৫; **বায়না অর্থ (টাকা) ঃ ₹** ৩,৮৯,৬০০.০০; **ক্রম নং.ঃ ২; এনআইটি নং. ২৩৫_২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** সিনি.ডিইএন/১/এইচডবলুএইচ-এর অধিক্ষেত্রে এইএন/বিডিসি-এর অধীনে (বিওসি-তে) ইয়ার্ডের উন্নতি এবং আপগ্রেডেশন সম্পর্কিত পি.ওয়ে কাজ যেমন টিটিআর-৩২ সেট (টিটিআর (এফএস+সিএস+সিএমএসসি)-১ ইন ১২-২ সেট এবং ১ ইন ৮.৫-২৫ সেট, টিটিআর(ডিএস)-১ ইন ৮.৫-৫ সেট, টিবিআর-৯.১৩৯ কিমি, টিএফআর -.৭৯৫ কিমি, ডীপ স্ক্রিনিং, লিফটিং, টার্ন ইন কার্ভের উন্নতি, ফোর্স ফিট লেআউট এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক খরচ ঃ ₹** ১,৭০,৮২,৯২৭.৮৩; **বায়না অর্থ(টাকা) ঃ ₹** ২,৩৫,৪০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা) ঃ** ক্রম নং. ১ ও ২ প্রতিটির জন্য শূন্য; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ক্রম নং. ১ ও ২ প্রতিটির জন্য ১২ (বারো) মাস। নোটিশ আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমাপ্তির তারিখটি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনটি টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজ পরবর্তী কার্যদিবসে করা হবে। **টেন্ডারের শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি-এর অর্থ প্রদান** - বায়না টাকা জমার অর্থ প্রদান [ইএমডি] এবং টেন্ডার ডকুমেন্টের মূল্য [টিডিসি] ই.টেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নেট ব্যাংকিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-484/2025-26

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএইচ/৫৮৭, তারিখঃ ২৩.১২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহবান করা হচ্ছে। **'ই'-টেন্ডার নং.ঃ এসডিএসটিই/টেলি/টি/১৬/২৫-২৬/আর আরএসকে; স্থানসহ কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম ভবনে সিসিটিভির ব্যবস্থা; **টেন্ডার মূল্য ঃ ₹** ২৩,৮১,৯৮৩.৪৫ **বায়না অর্থ জমা দিতে হবে ঃ ₹** ৪৭,৬০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য; **কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ ঃ** ০৫.০১.২০২৬; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ** ১৯.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত; **টেন্ডার বিড খোলার তারিখঃ** ১৯.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে; বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in জমা করার জন্য প্রয়োজনীয় নথি ঃ** টেন্ডার নথি অনুসারে।

SDAH-321/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **D.G(S&D), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/DR/PBPS/E/06/2025-2026**
Name of the Work: **Necessary replacement with complete overhauling of worn out component of 2 Nos. LRS units of E and I Pump-Motor at DWF Station of PBPS (Drg.)/S&D.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money: **2% of quoted rate.** Period of Completion: **10 days.**

2. NIT No.: **KMC/BDPS/J-10/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Manufacturing, supply and fitting fixing of M.S. Gratings, Chequered Plate over sump Chamber and Allied Work at JDPS under BDPS.** Estimated Cost: **₹3,70,196.00.** Earnest Money: **₹7,500.00.** Period of Completion: **30 days.**

3. NIT No.: **KMC/BDPS/C-4/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing and overhauling of horizontal Pump Unit No. A at CLPS under BDPS.** Estimated Cost: **Rate to be quoted.** Earnest Money: **₹6,600.00.** Period of Completion: **20 days.**

4. NIT No.: **KMC/S_D/KASBA/G/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Thorough repairing with replacement of essential worn-out components of Penstock Gate No. 1 and 2 at Kasba Drainage Pumping Station.** Estimated Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: **2% of quoted amount.** Period of Completion: **12 days.**

5. NIT No.: **KMC/S_D/DLPS/L/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Installation of LED lighting arrangement for proper illumination system at the pump house and pumping station compound with other Allied Works at Dhapa Lock drainage Pumping Station.** Estimated Amount: **₹4,95,644.00** Earnest Money: **₹10,000.00.** Period of Completion: **10 days.**

6. NIT No.: **KMC/DG(S_D)/BDPS/ES-09/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Procurement of Bearing and repairing of 2 Nos. Slipring Unit of H.T. Motor at BDPS.** Estimated Cost: **Rate to be quoted.** Earnest Money: **₹10,000.00.** Period of Completion: **7 days.**

7. NIT No.: **KMC/DG(S_D)/NOR/DPS/25-26/33 (1st Call)**
Name of the Work: **Roof Treatment of Dilapidated Staff Quarter Building Roof and Allied Works at Ultadanga drainage Pumping Station.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **₹3,21,734.89.** Earnest Money: **₹6,500.00.** Period of Completion: **30 days.**

8. NIT No.: **KMC/DG(S_D)/NOR/DPS/25-26/36 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing of Boundary Wall, Road side Railling, Development of Cement Concrete Passage and Allied Works at Dhapa Lock Pumping Station.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **₹4,98,264.21.** Earnest Money: **₹10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

9. NIT No.: **KMC/D/A/06/R/25-26**
Name of the Work: **Repairing, overhauling with replacement of top shaft and other broken components of Pump Unit No. A at DLPS.** Estimated Amount: **Open quotation.** Earnest Money: **2% of quoted rate.** Period of Completion: **18 days.** Last date and time of submission of bid: **14.01.2026 up to 3.00 p.m.** (for Sl. No. 1), **10.01.2026 up to 5.00 p.m.** (for Sl. No. 2), **14.01.2026 up to 5.00 p.m.** (for Sl. No. 3) **15.01.2026– 5.00 p.m.** (for Sl. No. 4 & 9), **13.01.2026 (12.00 noon)** (for Sl. No. 5), **12.01.2026 at 1.00 p.m.** (for Sl. No. 6) & **17.01.2026 at 1.00 p.m.** (for Sl. No. 7 & 8). Bid submission start date (online): **26.12.2025 at 1.00 p.m.** (for Sl. No. 7 & 8). Date of opening of Technical bid: **19.01.2026 at 1.00 p.m.** (for Sl. No. 7 & 8). The bid forms and other details are available on and from **31.12.2025 (10.00 a.m.)** (for Sl. No. 1), **02.01.2026 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 2, 3 & 6), **26.12.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 4 & 5), **26.12.2025 (1.00 p.m.)** (for Sl. No. 7 & 8) & **30.12.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 9). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 3 & 6 to 8) & **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 4 to 5 & 9).

The **Dy. CE (M)/(S&D)/KMC** invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work :–
NIT No.: **KMC/BDPS/C-3/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Renovation of roofing sheets and allied works over hoisting system and D Pump area at CLPS under BDPS.** Estimated Cost: **₹2,54,423.00.** Earnest Money: **₹ 5,100.00.** Period of Completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **14.01.2026 up to 5.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **02.01.2026, 5.00 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:–
NIT No.: **KMC/ROADS/2025-2026/574 (2nd Call)**
Name of the Work: **Repairing of Canal East Road (in Patches) in Ward No. 14 & 29 under Borough-III.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **₹4,94,381.76.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **15.01.2026 – 12.00 noon.** The bid forms and other details are available on and from **02.01.2026 (12.00 noon)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Mech.)/Roads, KMC** invites e-tender online in two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/ASPH/GG/AR/E-31/2025-26**
Name of the Work: **Re-wiring and replacement of damaged Electrical Appliances at Old Avery Room and Realignment of High-Masts under Asphaltum Department Goragacha.** Estimated Amount: **₹2,80,415.39.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **10 days.**

2. NIT No.: **KMC/ASPH/GG/AR/EQ-29/2025-26**
Name of the Work: **Servicing of MCC Panel, repairing and replacement of Motor Protection Units with Allied Electrical Works at Plant No. 2 under Asphaltum Department Goragacha.** Estimated Amount: **Quotation.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **10 days.**

3. NIT No.: **KMC/ASPH/GG/AR/EQ-30/2025-26**
Name of the Work: **Testing for Pollution Control of Drum-mix and Batch-mix plant under Asphaltum Department Goragacha.** Estimated Amount: **Quotation.** Earnest Money: **₹ 9,000.00.** Period of Completion: **365 days.**

4. NIT No.: **KMC/ASPH/GG/ASP-10/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Raising of Floor of Transformer Room Beneath of Canteen Building and other Necessary Allied Repairing Work inside of Asphaltum GG Plant.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **₹4,95,082.81.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **22 days.** Last date and time of submission of bid: **14.01.2026 at 9.00 a.m.** (for Sl. No. 1), **14.01.2026 at 11.00 a.m.** (for Sl. No. 2), **15.01.2026 at 9.00 a.m.** (for Sl. No. 3) & **15.01.2026 at 12.00 noon** (for Sl. No. 4). Bid opening date for Technical Proposal: **16.01.2026 at 9.00 a.m.** (for Sl. No. 1), **16.01.2026 at 11.00 a.m.** (for Sl. No. 2) & **17.01.2026 at 9.00 a.m.** (for Sl. No. 3). The bid forms and other details are available on and from **02.01.2026 at 5.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3) & **27.12.2025 after 12.00 noon** (for Sl. No. 4). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The **Dy. C.E.(M)/Roads, KMC** invites e-tender online quotation in two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/DG(M)/ASP/GG/M-53/2025-26**
Name of the Work: **Repairing and fitting fixing the exhaust unit and installation the inspection door in Chimney and other Allied Works of Plant 2 at Asphaltum Goragacha.** Estimated Amount: **Quotation.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **17.01.2026 (1.00 p.m.).** Bid opening date for Technical Proposal: **19.01.2026 (2.00 p.m.)**

2. NIT No.: **KMC/DG(M)/ASP/GG/M-49/2025-26**
Name of the Work: **Repairing and fitting fixing of different parts for Air Compressor Unit, Pugmill Shaft and other Allied Work of Batch Mix Plant under Asphaltum Goragacha.** Estimated Amount: **Quotation.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **17.01.2026 (12.00 noon).** Bid opening date for Technical Proposal: **19.01.2026 (1.00 p.m.)**

3. NIT No.: **KMC/ASPH/PB/AR/EQ-23/2025-26**
Name of the Work: **Replacement and relaying of damaged cables at DM-50 Plant under Asphaltum Department Palmer Bazar.** Estimated Amount: **Quotation.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **14.01.2026 at 10.00 a.m.** Bid opening date for Technical Proposal: **16.01.2026 at 10.00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **31.12.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2) & **02.01.2026 at 5.00 p.m.** (for Sl. No. 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2) & **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 3).

CORRIGENDUM

(1) NIT No.- **KMC/IX/080/080/2025-2026/APAS,**
(2) NIT No.- **KMC/IX/080/077/2025-2026/APAS,**
(3) NIT No.- **KMC/IX/080/076/2025-2026/APAS,**
Published in this Newspaper on **03.12.2025** (Key No.**1577/25-26**) of **Engineering (Civil) Borough-IX Department** (Sl. No. 4, 7 and 8). Last date and time of submission of bid: **01.01.2026 – 12.00 noon** in place of 27.12.2025 – 12.00 noon (for Sl. No. 1 to 3). Tender will be opened on: **03.01.2026 – 12.00 noon** in place of 29.12.2025 – 12.00 noon (for Sl. No. 1 to 3).

1806/25-26

গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন(গ্রামীণ)আইন

বিকশিত ভারত-জি রাম জি আইন, ২০২৫

২৪ ডিসেম্বর,(পিআইবি) ঃ ভূমিকা-২০০৫ সালে এমজিনারেগা চালু হওয়ার পর থেকে এটি গ্রামীণ আয়ের সুরক্ষা ও মৌলিক পরিকাঠামো নির্মাণে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ ভারতের বাস্তবতা বদলেছে। আয় বৃদ্ধি, ডিজিটাল সংযোগ ব্যাপ্তির প্রসার, বহুমুখী জীবিকা ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এমজিনারেগার প্রাথমিক পরিকাঠামোকে অনেক ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। এই প্রেক্ষাপটে বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) আইন, ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা এমজিনারেগার পরিবর্তে বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্য পূরণে গ্রামীণ কর্মসংস্থানকে নতুন দিশা দিয়েছে।

মূল বিষয়বস্তু ঃ-এমজিনারেগা বা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্পর পরিবর্তে বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন আইন প্রবর্তন করা হয়েছে।

গ্রামীণ পরিবারের জন্য কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি ১০০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২৫ দিন করা হয়েছে। কর্মসংস্থানকে সুস্থায়ী গ্রামীণ পরিকাঠামো নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি,

বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার মাধ্যমে বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা এবং জাতীয় স্তরে সমন্বিত পরিকল্পনাতে জোর দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্র-রাজ্য অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা হবে। ভারতের গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন নীতিঃ স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের গ্রামীণ উন্নয়ন নীতি মূলত দারিদ্র্যতা হ্রাস করা, কৃষি উপাদন বৃদ্ধি করা ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল। ১৯৬০-এর দশক থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে একত্রিত করে ২০০৫ সালে এমজিনারেগা প্রণীত হয়। এমজিনারেগা বা মহাত্মা গান্ধী

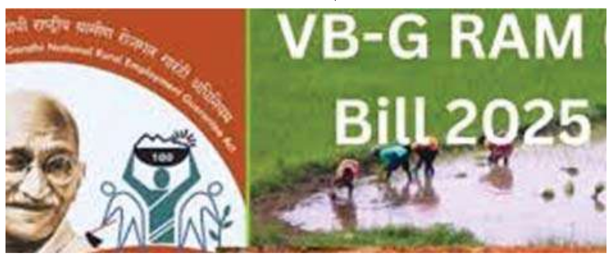

জাতীয় কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্পর বিবর্তন ও সীমাবদ্ধতাঃ এমজিনারেগা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেও, এতে কিছু পরিকাঠামোগত দুর্বলতা ছিল। অনেক পরিবার ১০০ দিনের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেনি, কিছু ক্ষেত্রে অর্থব্যয় ও বাস্তবক্ষেত্রে হওয়া কাজের মধ্যে অমিল দেখা গেছে। এই উপলব্ধি থেকেই নতুন আইনের প্রয়োজন দেখা দেয়। নতুন আইনি পরিকাঠামোর প্রয়োজনীয়তাঃ ২০০৫ সালের তুলনায় আজকের গ্রামীণ ভারত অনেকটাই বদলে গেছে। দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এবং জীবিকা হয়েছে বহুমুখী ও প্রযুক্তিনির্ভর। এই বাস্তবতায় এমজিনারেগার মডেল আর পুরোপুরি কার্যকর নয়। নতুন আইনটি এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্রামীণ কর্মসংস্থানকে আধুনিক রূপ দিয়েছে। বিকশিত ভারত-জি রাম জি আইন, ২০২৫-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ

এই আইনে প্রত্যেক গ্রামীণ পরিবারকে বছরে ১২৫ দিনের কাজের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। কৃষিকাজের সময় বিবেচনায় করে কাজের সময়সূচি নির্ধারিত হয়েছে। মজুরি প্রদানের সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং কাজকে চারটি ক্ষেত্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এগুলি হল- জল সুরক্ষা, গ্রামীণ পরিকাঠামো, জীবিকা-সম্পর্কিত পরিকাঠামো ও জলবায়ু সহনশীলতা সংক্রান্ত। পরিকল্পনা ও পরিকাঠামোর সমন্বয়ঃ সব সম্পদকে বিকশিত ভারত জাতীয় গ্রামীণ পরিকাঠামো স্ট্যাক-এর আওতায় এনে জাতীয় স্তরে সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। স্থানীয় স্তরে পরিকল্পনা করা হবে, বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার মাধ্যমে।

এমজিনারেগা বনাম বিকশিত ভারত-জি রাম জি আইনঃ নতুন আইনটি এমজিনারেগার দুর্বলতাগুলি দূর করে অধিক কর্মসংস্থান, উন্নত পরিকল্পনা, শক্তিশালী নজরদারি ব্যাবস্থা ও অধিক স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করেছে। আর্থিক কাঠামোঃ এই আইনটি একটি কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাধীন প্রকল্প, যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে দায়িত্ব বহন করবে। মোট বার্ষিক ব্যয়ের আনুমানিক পরিমাণ ₹১.৫১ লক্ষ কোটি টাকা। ব্যয় ভাগাভাগির কাঠামো রাজ্যগুলির সক্ষমতা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে, যাতে তাদের উপর আর্থিক চাপ বৃদ্ধি না পায়।

চাহিদা-ভিত্তিক থেকে নর্মেটিভ ফান্ডিং-এ পরিবর্তনের কারণঃ চাহিদা-ভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ অনিশ্চিত ও বাজেট পরিকল্পনায় অসুবিধা সৃষ্টি করত। নর্মেটিভ ফান্ডিং-এর মাধ্যমে পূর্বানুমেয় বাজেট, যুক্তিসংগত পরিকল্পনা এবং আইনি কর্মসংস্থানের অধিকার বজায় রাখা সম্ভব হবে। আইনের উপকারিতাঃ এই আইনে গ্রামীণ কর্মসংস্থানকে উপাদনক্ষম সম্পদ সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত করে আয় বৃদ্ধি করবে। জল সংরক্ষণ, সড়ক, সংরক্ষণাগার ও জলবায়ু সহনশীল পরিকাঠামো গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে। কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য খুশির খবর ঃ কৃষকরা উন্নত সেচের সুবিধা পাবেন। শ্রমিকরা পাবেন বেশি আয়, নিয়মিত কাজ, মজুরি সুরক্ষা ও বেকার ভাতা। বাস্তবায়ন ও নজরদারি ব্যবস্থা- জাতীয় স্তর থেকে গ্রামীণ স্তর পর্যন্ত একটি সুসংহত প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। পঞ্চায়েত ও গ্রামসভা ভিত্তিক পরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়ন, সামাজিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সামাজিক সুরক্ষা--ডিজিটাল নজরদারি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ, বায়োমেট্রিক যাচাই, রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড ও নিয়মিত সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

উপসংহারঃ বিকশিত ভারত-জি রাম জি আইন, ২০২৫ ভারতের গ্রামীণ কর্মসংস্থানে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন। এটি এমজিনারেগার সীমাবদ্ধতা দূর করবে এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থানকে সুস্থায়ী উন্নয়নের হাতিয়ারে পরিণত করবে।

ইউরোপে পাড়ি দিতে গিয়ে গ্রিসে আটক ৪৩৭ বাংলাদেশি

ঢাকাঃ বাংলাদেশ থেকে ইউরোপমুখী অবৈধ অভিবাসনের প্রবণতা ফের উদ্বেগজনক মাত্রায় পৌঁছেছে। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার আবহে উন্নত জীবনের আশায় সমুদ্রপথে ইউরোপে পৌঁছনোর ঝুঁকিপূর্ণ চেষ্টা চালাচ্ছেন বহু মানুষ। সেই ছবিই আরও একবার সামনে এল গ্রিসের উপকূলে। অবৈধভাবে ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টা করার সময় গ্রিসের উপকূলরক্ষী বাহিনী ৪৩৭ জন বাংলাদেশিসহ মোট ৫৩৯ জন অভিবাসীকে আটক করেছে। তাঁদের একটি মাছ ধরার নৌকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে গ্রিসের দক্ষিণাঞ্চলের গাভদোস দ্বীপ সংলগ্ন সমুদ্র এলাকা থেকে। গ্রিস প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উদ্ধার হওয়া অভিবাসীদের মধ্যে বাংলাদেশিদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এই ঘটনা নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে-দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন এত বিপুল সংখ্যক মানুষ জীবন বাজি রেখে ইউরোপে পাড়ি দেওয়ার পথে নামছেন। বিপদগ্রস্ত নৌকা থেকে উদ্ধার- গ্রিসের হেলেনিক কোস্ট গার্ড সূত্রে খবর, গত শুক্রবার ১৯ ডিসেম্বর ভোররাতে আগিয়া গ্যালিনির দক্ষিণে একটি সন্দেহজনক নৌকার খোঁজ পায় উপকূলরক্ষী বাহিনী। পরে দেখা যায়, সেটি একটি অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই মাছ ধরার নৌকা, যেটি সমুদ্রে বিপদের মুখে পড়েছিল। দ্রুত উদ্ধার অভিযান চালিয়ে নৌকায় থাকা সকল অভিবাসীকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়ার পর অভিবাসীদের গ্রিসের রেথিম্নো শহরের কিত্রেনোসি ভবনে পাঠানো হয়। সেখানে হেলেনিক কোস্ট গার্ডের তত্ত্বাবধানে তাঁদের নিবন্ধন, পরিচয় যাচাই এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। কারা ছিলেন নৌকায়? গ্রিস প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, উদ্ধার হওয়া ৫৩৯ জন অভিবাসীর মধ্যে ৪৩৭ জনই বাংলাদেশি নাগরিক। এছাড়াও ছিলেন ৪৬ জন পাকিস্তানি, ৩৪ জন মিসরীয়, ১২ জন ইরিত্রীয় ও সোমালি নাগরিক এবং সুদান, ইয়েমেন ও ফিলিস্তিনের মোট ৫ জন নাগরিক। উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে চারজন মহিলা ও দুটি শিশু রয়েছে। বাকিরা মূলত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। প্রশাসনের ধারণা, বেশিরভাগই কর্মসংস্থানের আশায় ইউরোপে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। মানবপাচার চক্রের সন্দেহ-রেথিম্নোর কোস্টগার্ড প্রধান কিরিয়াকোস পাত্তাকোস জানিয়েছেন, এই ঘটনার সঙ্গে আন্তর্জাতিক মানবপাচার চক্রের যোগ থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, পাচারকারীদের সহায়তায় অভিবাসীরা লিবিয়ার পূর্বাঞ্চল থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। প্রায় ৩৬ ঘণ্টার বিপজ্জনক সমুদ্রযাত্রা শেষে তাঁরা গ্রিসে পৌঁছনোর চেষ্টা করছিলেন। পাত্তাকোস আরও জানান, প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য এখন মানবপাচার চক্রকে চিহ্নিত করা এবং উদ্ধার হওয়া অভিবাসীদের নিরাপদ স্থানে দ্রুত স্থানান্তর করা। পাশাপাশি, এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তুতিও চলছে।

স্থানীয় প্রশাসনের চাপে সংকট-একসঙ্গে এত বিপুল সংখ্যক অভিবাসী উদ্ধার হওয়ায় চাপে পড়েছে গ্রিসের স্থানীয় প্রশাসন। রেথিম্নো পুরসভার ডেপুটি মেয়র (নাগরিক সুরক্ষা) ইয়োরগোস স্কোরদিলিস জানিয়েছেন, এত সংখ্যক মানুষকে একসঙ্গে আশ্রয় দেওয়ার মতো পরিকাঠামো তাঁদের কাছে নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে স্থানীয় প্রশাসনকে তাৎক্ষণিকভাবে নানা সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনিক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে, সোমবার ৩০০ জন অভিবাসীকে অন্য একটি কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হবে। অবশিষ্টদের আগামী সপ্তাহে ধাপে ধাপে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে ইউরোপমুখী ঢল কেন? বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক চাপ, কর্মসংস্থানের অভাব এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি অনেককেই দেশ ছা।তে বাধ্য করছে। বর্তমান শাসনব্যবস্থায় মৌলবাদী শক্তির উত্থান এবং নাগরিক জীবনের উপর তার প্রভাব নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে বহু মানুষ বৈধ পথের সুযোগ না পেয়ে অবৈধ ও বিপজ্জনক রাস্তাকেই বেছে নিচ্ছেন।

দূতাবাসের নীরবতা-এখনও পর্যন্ত গ্রিসে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে এই ঘটনার বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। একই সঙ্গে গ্রিসের উপকূলরক্ষী বাহিনী জানিয়েছে, নৌকাটি ঠিক কোন বঃদর থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তদন্ত চলাকালীন আরও তথ্য সামনে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই ঘটনা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল-দেশ ছাড়ার প্রবণতা শুধু ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়, বরং তা একটি গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকেত। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্রপথে ইউরোপে পাড়ি দেওয়ার এই প্রবণতা বন্ধ করতে হলে মানবপাচার চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি দেশের ভেতরেই নিরাপদ, স্থিতিশীল ও কর্মমুখী পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজন। নইলে এমন বিপজ্জনক যাত্রার খবর ভবিষ্যতেও বারবার শিরোনামে উঠে আসবে।

অপারেশন সিঁদুরে ভারতের প্রত্যাঘাতে কার্যত বিপর্যস্ত হলেও যুদ্ধজয়ের মিথ্যা বয়ান থেকে সরতে নারাজ পাকিস্তান

সংবাদসংস্থা, ২৪ ডিসেম্ভরর ঃ অপারেশন সিঁদুরে ভারতের প্রত্যাঘাতে কার্যত বিপর্যস্ত হলেও যুদ্ধজয়ের মিথ্যা বয়ান থেকে সরতে নারাজ পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক মহলে বারবার ধাক্কা খাওয়ার পরেও সেই দাবিকে আরও জোরালো করতে এবার ধর্মীয় আবেগকে সামনে আনলেন পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনির। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খোদ আল্লার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে পাকিস্তান-এমনই বিস্ফোরক ও বিতর্কিত দাবি করলেন তিনি। শুধু তাই নয়, নিজের বক্তব্যে ১৪০০ বছর আগের ইসলামি রাজত্বের সঙ্গে বর্তমান পাকিস্তানের তুলনা টেনে চরম বিতর্ক উসকে দিয়েছেন মুনির। সম্প্রতি ইসলামাবাদে আয়োজিত জাতীয় উলেমা সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের প্রসঙ্গ তোলেন পাক সেনার সর্বাধিনায়ক। সেখানে তিনি দাবি করেন, ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালীন সবচেয়ে কঠিন সময়ে আল্লাহ নিজেই আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই দৈব সাহায্য আমরা শুধু অনুভব করিনি, সরাসরি প্রত্যক্ষও করেছি। মুনিরের এই বক্তব্য ঘিরে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। বিশ্লেষকদের মতে, সামরিক সাফল্যের অভাব ঢাকতেই ধর্মীয় বিশ্বাসকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন পাক সেনাপ্রধান। সম্মেলনে উপস্থিত ধর্মীয় নেতাদের মন জোগাতে মুনির বারবার কোরানের আয়াত উদ্ধৃত করেন এবং বোঝানোর চেষ্টা করেন, পাকিস্তানের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার সঙ্গে ইসলামের গভীর যোগ রয়েছে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, এই যুদ্ধকে তিনি কেবল একটি সামরিক সংঘাত হিসেবে নয়, বরং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেও তুলে ধরতে চাইছেন। এখানেই থামেননি মুনির। তিনি দাবি করেন, গোটা বিশ্বে ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে। কিন্তু আল্লা তাদের মধ্যে পাকিস্তানকেই বিশেষভাবে আশীর্বাদ করেছেন। আল্লা পাকিস্তানকে স মুসলিমদের রক্ষক হিসেবে গড়ে তুলেছেন। এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি কার্যত পাকিস্তানকে ইসলামি বিশ্বের এক বিশেষ কেঃদ্র হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন, যা অনেকের মতে চরম আত্মতুষ্টি ও বাস্তববিচ্ছিন্নতার পরিচয়। ধর্মীয় আবেগকে আরও উসকে দিতে গিয়ে পাক সেনাপ্রধান ১৪০০ বছর আগে আরবে পয়গম্বরের প্রতিষ্ঠিত ইসলামি শাসনের সঙ্গে বর্তমান পাকিস্তানের তুলনা টানেন। তাঁর এই বক্তব্যে উগ্রপন্থী ও মৌলবাদী মহলে উচ্ছ্বাস দেখা গেলেও, আন্তর্জাতিক স্তরে বিষয়টি কটাক্ষের জন্ম দিয়েছে। সমালোচকদের মতে, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় রাজত্বের সঙ্গে তুলনা করে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসলে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করছেন। একইসঙ্গে নিজের ভাষণে আফগানিস্তানকেও নিশানায় নেন মুনির। পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, তালিবানকে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হবে-তারা পাকিস্তানের পাশে থাকবে, নাকি তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানকে (স্বঙ্খগু) মদত দেবে। তাঁর অভিযোগ, পাকিস্তানে অনুপ্রবেশকারী সন্ত্রাসীদের মধ্যে আফগান নাগরিকরাও রয়েছে। এই মন্তব্যে পাকিস্তান-আফগান সম্পর্ক আরও তলানিতে ঠেকতে পারে বলেই মনে করছেন কূটনৈতিক মহল।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলায় ২৬ জন নিরীহ সাধারণ মানুষ নিহত হন। এই ঘটনার জবাবে ৭ মে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মোট ৯টি জঙ্গিঘাঁটিতে নিখুঁত ও পরিকল্পিত হামলা চালায় ভারত। 'সিঁদুর'-এ খতম হয় শতাধিক জঙ্গি, গুঁড়িয়ে যায় সন্ত্রাসের একাধিক আঁতুড়ঘর। ভারতের এই প্রত্যাঘাতে কার্যত চাপে পড়ে যায় পাকিস্তান। তার পালটা হিসেবে পাকিস্তান ভারতের সাধারণ নাগরিকদের নিশানা করে নির্বিচারে হামলার চেষ্টা চালায়। তবে ভারতের অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সেই হামলা কার্যকরভাবে রুখে দেয়। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বুঝে শেষমেশ পাকিস্তানের অনুরোধেই ভারত যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। কিন্তু যুদ্ধবিরতির পর থেকেই পাকিস্তান বিশ্বজুড়ে 'ঢাক পেটাতে শুরু করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাস্তবে কোনও সামরিক সাফল্য না থাকায় পাকিস্তান এখন ভুয়ো প্রচার ও বিভ্রান্তিকেই হাতিয়ার করেছে। সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একাধিক এআই-নির্ভর ভুয়ো ভিডিও সেই প্রচারেরই অংশ। আর সেই মিথ্যা বয়ানকে আরও শক্ত করতে এবার ধর্মীয় বিশ্বাসকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছেন পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনির। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, দেশের ভিতরে সেনাবাহিনীর মনোবল চাঙ্গা রাখা এবং জনমতকে নিজের পক্ষে ঘোরাতেই এই ধরনের বক্তব্য দিচ্ছেন মুনির। কিন্তু এর ফলে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানের বিশ্বাসযোগ্যতা আরও প্রশ্নের মুখে পড়ছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বাস্তবতা আর মঞ্চে ধর্মীয় ভাষণ-এই দুইয়ের ফারাক যত বাড়ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে পাকিস্তানের সংকট।

অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে (পুরুষ) কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫

গোরখপুর, ২৪ ডিসেম্বরঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ৭৩তম অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে (পুরুষ) কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫, ২৪ থেকে ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে গোরখপুরের সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে, প্রধান অতিথি, প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তানির্মাণ এবং NERSA চেয়ারম্যান শ্রী অভয় কুমার গুপ্ত প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে, ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি, নর্দার্ন রেলওয়ে, সাউথ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে, সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ে, রেলওয়ে বোর্ড, সাউথ ইস্ট রেলওয়ে, ইস্টার্ন রেলওয়ে, সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে, নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে সেন্ট্রাল রেলওয়ে, ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে, ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে, রেল হুইল ফ্যাক্টরি , রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স, পাতিয়ালা লোকোমোটিভ ওয়ার্কস নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ে এবং আয়োজক নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের দলের খেলোয়াড়রা মার্চ পাস্ট করেন।

সেনাছাউনির ভিতরে গুলিবিদ্ধ সেনা অফিসার, সতীর্থ জওয়ানের দিকেই তদন্তের তীর

জম্মু-কাশ্মীরের মতো স্পর্শকাতর অঞ্চলে ফের এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। কড়া নিরাপত্তায় ঘেরা সেনাছাউনির ভিতরেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক সেনা অফিসারের। ঘটনাটি ঘিরে প্রথমে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা তৈরি হলেও, প্রাথমিক তদন্তে সেই সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন তদন্তকারীরা। বরং রহস্যের ঘনঘটা বাড়িয়েয সেনা ও পুলিশ সূত্রের অনুমান-এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকতে পারেন ওই অফিসারেরই এক সতীর্থ জওয়ান, যিনি ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ। মঙ্গলবার গভীর রাতে জম্মু-কাশ্মীরের সাম্বা জেলার একটি সেনাছাউনিতে ঘটনাটি ঘটে। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে আচমকাই গুলির জোরালো শব্দে তোলপাড় পড়ে যায় গোটা সেনানিবাসে। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেন, এক জুনিয়র কমিশনড অফিসার (জেসিও) গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সেনাছাউনির মতো সুরক্ষিত এলাকার ভিতরে এমন ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়িয়েছে। শুরুতে অনুমান করা হয়েছিল, হয়তো কোনও জঙ্গি সেনানিবাসে ঢুকে হামলা চালিয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের অতীত অভিজ্ঞতার নিরিখে এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না। সেই কারণে ঘটনার পরপরই গোটা এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়, সেনাছাউনির প্রবেশ ও প্রস্থানপথে কড়া নজরদারি শুরু হয় এবং উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়। তবে প্রাথমিক তদন্তে কোনও ধরনের অনুপ্রবেশের চিহ্ন মেলেনি। সেনা ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেনাছাউনির নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও ভাঙন বা জঙ্গি উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এর পরই তদন্তের অভিমুখ ঘুরে যায় অভ্যন্তরীণ দিকের দিকে। সেনা সূত্রে খবর, ঘটনার পর থেকেই এক জওয়ান নিখোঁজ রয়েছেন। তদন্তকারীদের দৃঢ় অনুমান, ওই নিখোঁজ জওয়ানই গুলি চালিয়েছেন এবং তারপর পালিয়ে গিয়েছেন। সন্দেহভাজন জওয়ানের খোঁজে ইতিমধ্যেই তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় সেনা ও পুলিশের যৌথ অভিযান চলছে। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় নাকা চেকিং চালানো হচ্ছে এবং সম্ভাব্য সমস্ত পালানোর পথ নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় একটি এফআইআর রুজু করা হয়েছে। সেই ভিত্তিতেই শুরু হয়েছে বিস্তারিত তদন্ত। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, নিহত সেনা অফিসার জম্মু-কাশ্মীরের রিয়াসি জেলার বাসিন্দা। অন্যদিকে, যাঁকে এই হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত হিসেবে সন্দেহ করা হচ্ছে, তিনি জম্মু জেলার বাসিন্দা। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক এবং এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও হদিস মেলেনি।

তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, নিহত অফিসার ও অভিযুক্ত জওয়ানের মধ্যে আগে কোনও বিবাদ বা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বছিল কি না। কর্মক্ষেত্রের চাপ, ব্যক্তিগত সমস্যা বা মানসিক অবসাদ থেকেও এমন চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকতে পারে-এই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।

CHANGE OF NAME

I TANUJA SEKH W/O SAIDUL SEKH MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY DAUGHTER'S BIRTH CERTIFICATE AS TANUJA BIBI AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 10-11-25 I TANUJA SEKH AND TANUJA BIBI IS SAME PERSON R/O VILL DURGAPUR P. O BANGALJHI P. S CHAPRA

নাম পরিবর্তন

আমি SK. Saiful পিতা সেখ সাহেব আলি, গ্রাম-কাটাবনি ওয়ার্ড নার ০৮, পোঃ চাঁদুর, থানা-আরামবাগ জেলা-হুগলী, পিন ৭১২৬০২, আমার সঠিক নাম SK. Saiful ভুলবশত আমার নাম SK Saiful Islam লেখা হয়েছে। গত ১৯.১২.২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক আরামবাগ হুগলী এভিডেভিট বলে SK. Saiful এবং SK Saiful Islam উভয়েই একই ব্যক্তি হইলাম।

CHANGE OF NAME

I,ALHAMDO (old name) S/O -FAYEN SK residing at VILL-DURLABHPUR PO-KUMAR SHANDA PS-KANDI DIST-MURSHIDABAD PIN-742136. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ALHAMDO (old name) to ALHAMDO SK (new name) and henceforth, I shall be Known as ALHAMDO SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 24/12/2025 . ALHAMDO SK (new name) & ALHAMDO (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,JAINUDDIN SEIKH (old name) S/O - JAINUDDIN SK residing at VILL-DURLABHPUR PO-KUMAR SHANDA PS-KANDI DIST-MURSHIDABAD PIN-742136. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from JAINUDDIN SEIKH (old name) to FAYEN SK (new name) and henceforth, I shall be Known as FAYEN SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 24/12/2025 . FAYEN SK (new name) & JAINUDDIN SEIKH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Baban Majumdar (Old Name) S/O– Narayan Chandra Majumdar resident of Vill-Ramkrishnapur , Po & Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742166 do hereby declared that I have changed my religion from Hindu to Muslim & also I have changed my name from Baban Majumdar to Baban Mondal and henceforth I shall be known as Baban Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/10/2025.My name Baban Mondal & Baban Majumdar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sandeep Kumar Agrawal, Sandip kumar Agrawal, Sandip kumar Agarwal (Old Name) S/o Jay Prakash Agarwal Residing at Flat no. 5E, Natural Nest, Besides Charnock Hospital, Tegharia, District - Kolkata, Pin - 700157, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sandeep Kumar Agarwal (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kolkata vide affidavit no 1489 Dated 24-11-2025. Sandeep Kumar Agrawal, Sandip kumar Agrawal, Sandip kumar Agarwal (Old Name) and Sandeep Kumar Agarwal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Michelle Murray daughter of Stanley Murray, residing at Flat No. 1A, Pelican Gardens, 206 Nayabad Mukundapur, Sub Dist: Sonarpur, Dist: South 24 Parganas, Pin: 700099, West Bengal, declare that my minor daughter Arushi Sokhy (old name) have changed her name as Jerusha Murray (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No. 20 dated 22/12/2025. Arushi Sokhy (old name) and Jerusha Murray (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Devika Thakkar (Old Name) D/o Ramesh Kumar Thakkar Residing at 9, Nandan Road, 1st Floor, Bhawanipur, District - Kolkata, Pin - 700025, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Devika Ramesh Thakkar (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate (1st Class) at Howrah vide affidavit no 12658/25 Dated 07-08-2025. Devika Thakkar (Old Name) and Devika Ramesh Thakkar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tapan Sarkar (Old Name) S/o Late Shambhu Nath Sarkar Residing at 29/10, Ashoke Avenue, Flat no. G/2, Chandramukhi Apartment, P.s - Netaji Nagar, District - Kolkata, Pin - 700092, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Tapan Kumar Sarkar (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 64/2025 Dated 23-12-2025. Tapan Sarkar (Old Name) and Tapan Kumar Sarkar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Beauti Samanta Jana D/o Late Biswajit Samanta Residing at Vill - Uttar Narikelda, P.o - Dakshin Narikelda, P.s - Tamluk, District - East Medinipur, Pin- 721648, West Bengal India that my deceased father who previously known as Biswanath Samanta (Old Name) shall henceforth be known as Biswajit Samanta (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 23-12-2025. I declare that my deceased father Biswanath Samanta (Old Name) and Biswajit Samanta (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Kamrealam (Old Name) S/o Sekh Taher Residing at Vill - Choto Gabberia, Potol Danga, P.o - Gabberia, P.s - Panchla, District - Howrah, Pin - 711322 West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sekh Kamra Alam (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 24-12-2025. Sk Kamrealam (Old Name) and Sekh Kamra Alam (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Prodyut Goswami, Prodyut Kr Goswami (Old Name) S/o Late Jibankrishna Goswami Residing at 15 Bhairab Mukherjee Lane, Shyambazar, Shyambazar Mail S.O, Shyambazar Mail, District - Kolkata, Pin - 700004, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Prodyut Kumar Goswami (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 16/2025 Dated 24-12-2025. Prodyut Goswami, Prodyut Kr Goswami (Old Name) and Prodyut Kumar Goswami (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jillar Rahaman, Md Jillar Rahaman (Old Name) S/o Mohammad Eshaque Residing at Pada-Mahendrapur, Dakshin Purbapada Mahendrapur, Suti, District - Murshidabad, Pin - 742201, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Md Zillar Rahaman (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 15/2025 Dated 24-12-2025. Jillar Rahaman, Md Jillar Rahaman (Old Name) and Md Zillar Rahaman (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sweety Singh (Old Name) W/o Bikash Kumar Singh Residing at 4B, Narendra Enclave, 316 N S Road, Narendrapur, District - South 24 Parganas, Pin - 700103, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sweety Sen (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-12-2025. Sweety Singh (Old Name) and Sweety Sen (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Manoj Dhulia (Old Name) S/o Ajit Kumar Dhulia Residing at Flat No-7 and 8, 1/23 Ashok Nagar Colony, P.s - Jadavpur, District - Kolkata, Pin - 700040, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Manoj Kumar Dhulia (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-12-2025. Manoj Dhulia (Old Name) and Manoj Kumar Dhulia (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Kajal Sen (Old Name) S/o Bireswar Sen Residing at 4L, Baishnabghata Bye Lane, Naktala, District - Kolkata, Pin - 700047, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Kajal Kumar Sen (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-12-2025. Kajal Sen (Old Name) and Kajal Kumar Sen (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Jafor Ali Molla (Old Name) S/o Nurhossain Molla Residing at Vill - Chandi, P.o - Chandi, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Jafar Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-12-2025. Md Jafor Ali Molla (Old Name) and Jafar Molla (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Akhtar Hussain S/o Late Abdul Hasan Residing at 3, B.L. No. 7, Kankinara, P.o - Kankinara, P.s - Bhatpara, District - North 24 Parganas, Pin-743126, West Bengal India that my deceased father who previously known as Abdul Hussain (Old Name) shall henceforth be known as Abdul Hasan (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 24-12-2025. I declare that my deceased father Abdul Hussain (Old Name) and Abdul Hasan (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bijit Das (Old Name) S/o Late Benoy Das Residing at 4, Durga Charan Banerjee Street Hatkhola, District - Kolkata, Pin - 700005, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Bijut Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 13 Dated 23-12-2025. Bijit Das (Old Name) and Bijut Das (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Masumuddin Munshi (Old Name) W/o Munshi Faridul Islam Residing at Motimala, P.o - Orphuli, P.s - Bagnan, District - Howrah, Pin - 711303, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Munshi Masuma Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-12-2025. Masumuddin Munshi (Old Name) and Munshi Masuma Begum (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Aroti Dhulia (Old Name) W/o Manoj Kumar Dhulia Residing at Flat No-7 and 8, 1/23 Ashok Nagar Colony, P.s - Jadavpur, District - Kolkata, Pin - 700040, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Aarti Dhulia (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-12-2025. Aroti Dhulia (Old Name) and Aarti Dhulia (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nurjahan Bibi (Old Name) W/O– Dulal Sk residing at Vill-Jahangirpur , PO-Sankarpur , PS-Khargram , Murshidabad, West Bengal 742159 do hereby declared that I have changed my name from Nurjahan Bibi to Nur Jahan Bewa and henceforth I shall be known as Nur Jahan Bewa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/12/2025. My name Nur Jahan Bewa & Nurjahan Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ruhul Amin Mandal (Old Name) S/O–Jeker Mondal residing at Vill-Kasba Goas , PO-Goas , PS-Islampur , Murshidabad, West Bengal 742304 do hereby declared that I have changed my name from Ruhul Amin Mandal to Ruhul Amin Mondal and henceforth I shall be known as Ruhul Amin Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/12/2025. My name Ruhul Amin Mondal & Ruhul Amin Mandal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Aroj Ali Sk (Old Name) S/O– Shariyat Sekh resident of Vill-Nagarpota , Po-Majhergram , Ps-Nakashipara , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741126 do hereby declared that I have changed my name from Aroj Ali Sk to Araj Ali Sekh and henceforth I shall be known as Araj Ali Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Krishnagar court on 19/09/2025. My name Araj Ali Sekh & Aroj Ali Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Samima Khatun Bibi W/O- Mahibul Sk residing at Vill-Balarampur , Po-Basudebkhali , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187, do hereby declare that in my certain official records, my name & my daughter's name & my husband's name has been mistakenly printed as Samima Bibi (my name) & Rozina Khatun (my daughter's name) & Mohibul Sk (my husband's name) instead of both person's correct name, Samima Khatun Bibi (my name) & Rojina Khatun (my daughter's name) & Mahibul Sk (my husband's name) declared by Magistrate affidavit Berhampore court on 16/12/2025

CHANGE OF NAME

I, Mosiruddin Shaikh (Old Name) S/O–Din Mohammad Sekh residing at Naopara , Nalhati , Birbhum , West Bengal 731237 do hereby declared that I have changed my name from Mosiruddin Shaikh to Md Mosiruddin Sekh and henceforth I shall be known as Md Mosiruddin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 24/12/2025. My name Md Mosiruddin Sekh & Mosiruddin Shaikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mansur Sk (Old Name) S/O–Hafijuddin Sk residing at Vill-Mominpara Master para , PO-Sahabajpur , PS-Kaliachak , Malda , West Bengal 732201 do hereby declared that I have changed my name from Mansur Sk to Mansur Ali and henceforth I shall be known as Mansur Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 12/12/2025. My name Mansur Ali & Mansur Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MANJURANI SAHA, wife of Late Birendra Nath Saha residing at BH-195 Sec-II, Salt Lake City Kolkata-700091 have changed my name and shall henceforth be known as Manju Saha as declared before the Notary Public Kolkata dated 22.12.25 vide affidavit Sl. No. 26/2025. Manjurani Saha and Manju Saha are same and indentical person.

CHANGE OF NAME

I, Sisir Kumar Dey, S/o Lt Krishna Kanta Dey, residing at 625/A/3 Ashoknagar Kalyangarh, P.O- Kankpul, P.S. Ashoknagar, Dist.- North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name from Sisir Kumar Dey to Sisir Dey and henceforth I shall be known as Sisir Dey in all purpose vide affidavit No 18438 sworn before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 1/12/2021 Sisir Dey and Sisir Kumar Dey both are same and one identical persons.

শান্তিনিকেতন পৌষমেলা, মুলুকে গ্রামীণ দ্রব্যের অফুরান সম্ভার

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ২৪ ডিসেম্বর ঃ বিশ্বভারতী পূর্ব পল্লীর মাঠ থেকে দক্ষিণ পূর্বে মুলুকে

উদ্বোধন হলো শান্তিনিকেতন মেলা। এদিন চারদিন ব্যাপী ছাত্রছাত্রীদের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক উৎসবের সূচনা করেন রাজ্যের ল-কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিচারপতি প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মলয় পীট, রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা অধ্যাপক ডাঃ সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জোনাল হেড (দুর্গাপুর) সঞ্জীব কুমার, মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক ডাঃ অশোক কুমার দত্ত, লেখক তিলক তানোয়ার, ভাষ্যকার আরিত্রি মালহোত্রা, বিশিষ্ট শিল্পপতি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় সহ বহু বিশিষ্টজন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ। মেলা চলবে ২৪ থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বুধবার সকালে এসস্ট্রেলা মঞ্চে উদ্বোধন হয় শান্তিনিকেতন মেলা, এস এম সি মেড এক্সপো ২.০ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। দর্শনার্থীদের জন্য শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল প্রাঙ্গনের বিশাল এলাকায় মোট তিনটি ভাগে এই মেলা। সব মিলিয়ে তিনশো স্টল। রাস্তার উপরে প্রায় শ'খানেক স্টল আছে। সেখানে আছে মুক্ত মঞ্চ। আরেকটু পশ্চিমে এস্ট্রেলা সাংস্কৃতিক মঞ্চ, সেখানে ডিজিটাল মঞ্চে ২৪ ঘন্টা চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অন্যদিকে, আরও পূর্বে মেডিক্যাল কলেজের দিকে আছে ফুড প্লাজা। তার পূর্বে সি এম সি মেড এক্সপো। সেখানেও প্রচুর স্টল। বুটিক শাড়ি, ব্যাগপত্র থেকে মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট সমস্ত কিছুর দেখা মিলবে এখানে। আজ বুধবার সকালে, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে, স্টুডেন্ট কাউন্সিলের উদ্যোগে চারদিনের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান - ESTRELLA এবং SMC MedExpo 2.0 - এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মলয় পীট বলেন যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সার্বিক মানোন্নয়ন করতে হলে প্রত্যেকের কাছে সুচিকিৎসা পৌঁছে দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্বপ্ন মানুষকে সুলভে উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসা পরিষেবার সার্বিক মানোন্নয়ন করা। আমাদের লক্ষ্য টেলিমেডিসিন, টেলি রেডিওলজি, টেলি প্যাথলজি, টেলি আইসিইউ, এআই (AI)- কে কেন্দ্র করে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন কোর্স তৈরী করা। যাতে এর নির্ভর করে আমরা চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতি এবং প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকাতেও চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারি। যার জন্য আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবু এবং প্রযুক্তিবিদদের সহযোগিতায় কাজ শুরু করেছি। যথাযথ কোর্স তৈরি করে সেটা ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিল (NMC) এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, প্রয়োজনীয় পঠন-পাঠন উপযোগী ক্লাস করানো হবে। তিনি জানান যে AI এবং টেলিহেলথ-ভিত্তিক পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন কোর্স চালুর মূল উদ্দেশ্য হলো চিকিৎসা শিক্ষাকে ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করা এবং আগামী প্রজন্মের ডাক্তার, টেকনোলজিস্ট ও হেলথ টেক পেশাজীবীদের ডিজিটাল স্বাস্থ্যব্যবস্থায় জন্য প্রস্তুত করা। তিনি আশা প্রকাশ করেন খুব তাড়াতাড়ি স্নাতকোত্তর স্তরে এই কোর্স শুরু করা যাবে, এবং সেই ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এদিন তিনি বিভিন্ন স্কিল সেন্টার তৈরী করে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মাল্টিস্কিল করে তুলে কর্মক্ষেত্রে যোগ দেবার সুযোগ করে দেবার পরিকল্পনার কথা জানান। MedExpo ২.০ এবং শান্তিনিকেতন মেলার উদ্বোধন করে সকলকে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে সামাজিক ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের অংশ নেবার জন্য আহ্বান জানান মলয় পীট। এই MedExpo 2.0 তে শতাধিক স্বাস্থ্য পরিষেবার যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারী কোম্পানি যোগ দিয়েছেন। আগামী ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই মেলা ও উৎসব।

মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি! লক্ষাধিক টাকার গয়না নিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৪ ডিসেম্বর ঃ মন্দিরের তালা ভেঙে চুরি। এবার ঘটনাস্থল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর। মন্দিরের তালা ভেঙে লক্ষাধিক টাকার গয়না চুরি করা হয়েছে। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর থানার আগ্রাইয়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। জানা যাচ্ছে, বুধবার সকালে এলাকার মানুষ দেখেন, মন্দিরের তালা ভাঙা। বিগ্রহের গয়নাগাটি উধাও। দুষ্কৃতীরা মন্দিরের গেটের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে বিগ্রহের গয়না লুট করে নিয়ে গেছে। প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, চুরি যাওয়া গয়নার বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধর্মীয় স্থানে এই ধরনের অপরাধ স্থানীয় মানুষের আবেগে বড় আঘাত দেয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা। প্রসঙ্গত, মন্দিরে চুরির ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগেও বহু জেলায় এমন ঘটনা ঘটেছে। শীতের রাতে মন্দিরের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে লক্ষাধিক টাকা গয়না লুঠ করে নিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা। স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং নিরাপত্তা বাড়ানো হোক।

সমস্ত নথি দেওয়ার পরই অসঙ্গতি, একই বুথের ৭০ জনের নামে গড়মিল, বিএলও-র কাছে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৪ ডিসেম্বর ঃ নামে ভুল রয়েছে, শুনেই আতঙ্কে বিএলও-র কাছে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ পাঁশকুড়ার ভোটারদের। তৃণমূল বিজেপির রাজনৈতিক তরজা। পশ্চিম পাঁশকুড়া বিধানসভার পাঁশকুড়া ব্লকের চৈতন্যপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজয় রামচক এলাকার ১৭২ নম্বর বুথে প্রায় ৭০ জনের নামের অসঙ্গতি দেখা গেছে। তাদের প্রত্যেককেই বিএলও ফোন করে তথ্য নিয়ে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আসার জন্য নির্দেশ দেয়। এলাকাবাসীরা তাদের নথি নিয়ে এসে রীতিমতো বিএলও-র কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। রাজ্যের অন্যান্য বিধানসভার মতোই পাঁশকুড়া পশ্চিম বিধানসভায় বুথ গুলিতে চলছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের যৌক্তিক অসঙ্গতি সংশোধনের কাজ। খসড়া তালিকায় নাম থাকলেও হঠাৎ বুথ লেভেল অফিসার ফোন করে নথি নিয়ে তাদের রীতিমতো আতঙ্কে পড়ছেন ভোটাররা। যদিও প্রশাসনের দাবি, আতঙ্কিত হওয়ার কিছুই নেই ভোটারদের অসুবিধে যাতে না হয় তার জন্যই কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। এদিকে একই বুথের একাধিক ব্যক্তিকে ফের ডেকে পাঠানোয় পাঁশকুড়ার বিজয়া রামচক প্রাথমিক স্কুলে ক্ষোভ প্রকাশ এলাকার বাসিন্দারা। যদিও পরে অবশ্য বুথ লেভেল অফিসার বিষয়টি ভোটারদের বুঝিয়ে বললে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, গত পরশুদিন থেকে বিএলএ অ্যাপে সংযুক্ত হয়েছে লজিক্যাল ডিস্ক্রেপেন্সির নামের একটি উইন্ডো। যে সমস্ত ভোটারদের ২০০২ এর ভোটার তালিকায় এক নাম ছিল অথচ পরবর্তী কালে তারা নাম পরিবর্তন করেছেন তাদের ক্ষেত্রে অনেকেরই পুরনো নাম অ্যাপে দেখানো হয়েছে। ওই সমস্ত ব্যক্তির সঠিক নাম কি তাই বর্তমানে পুনরায় নথি দেখে তথ্য দিতে হচ্ছে বুথ লেভেল অফিসারকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, ২০০২ এর ভোটার তালিকায় কোন ব্যক্তির নামের সাথে ছিল মল্লিক আলি। কিন্তু তিনি পরবর্তীকালে তা সংশোধন করে শুধু আলি রেখেছেন। সেক্ষেত্রে তার পুরনো নামে থেকে গেছে। আবার ২০০২ সালের তালিকা অনুযায়ী অনেকের ক্ষেত্রেই মিডিল নেম ছিল। পরবর্তীকালে তারা পরিবর্তন করে তা তুলে দিয়েছেন অথবা ছোট খাটো বানানের ভুল রয়েছে। ওই সমস্ত ভোটারদের সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণ নির্ভুল করতেই এই কাজ চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। বিজয় রামচক প্রাথমিক বিদ্যালয় এসে ১৭২ নম্বর বুথের বিএলও অতনু জানার কাছে ক্ষোভ উগরে দেন ভোটাররা। ওই বুথের ৭৮৯ জন ভোটারের মধ্যে ২৯ জন ভোটার বাতিল হয়েছে মৃত্যু এবং স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য। ৭৬ জনের নামে বিভিন্ন ভুল ক্রটি রয়েছে। তারই সংশোধনের কাজ চলাকালীন এই অসন্তোষ তৈরি হয়। সংশ্লিষ্ট বুথের বিএলও অতনু জানা বলেন, আমার যে ভুল নয় তা ভোটারদের বোঝাতে পেরেছি। যেহেতু বর্তমানে আমি নির্বাচন কমিশনের হয়ে কাজ করছি তাই ওনারা আমার কাছেই অভিযোগ জানিয়েছেন। ভোটারদের নির্ভুল নাম রাখতেই এই কাজ চলছে। পাঁশকুড়া নগর মন্ডলের সভাপতি সুকুমার ভুঁইঞা বলেন, সাধারণ মানুষ যাতে ভবিষ্যতে সমস্যায় না পড়েন তার জন্যই নির্বাচন কমিশন এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তৃণমূল সবেতেই রাজনীতি খোঁজে। তৃণমূলের তমলুক সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুজিত রায় অভিযোগ করে বলেন, বিজেপিকে খুশি করতে নির্বাচন কমিশন একাধিক নতুন নতুন প্রদক্ষেপ নিচ্ছে। তবে সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্তে থাকুন, কারণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোন ন্যায্য ভোটারকে তার অধিকার হারাতে দেবেন না।

এলাকায় বালির গাড়ির দৌরাত্ম্য নিয়ে অসন্তোষ, পথে নামলেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৪ ডিসেম্বর ঃ গ্রামের উপর দিয়ে বালির গাড়ির দৌরাত্ম্য। এবার রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদে নামলেন গ্রামবাসীরা। ঝাড়গ্রামের বিনপুরের মেটাল গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। মেটাল গ্রামের পাশেই রয়েছে কংসাবতী নদী। জানা যাচ্ছে, সরকারি নিয়মের তোয়াক্কা না করেই সেই নদী থেকে বালি উত্তোলন চলছে। বাঁধ দিয়ে নদীগর্ভ থেকে বালি তোলা হচ্ছে। এর যেরে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে আতঙ্কে রয়েছেন নদীর পাশের গ্রামের মানুষ। এই বিষয়ে গ্রামবাসীরা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। কিন্তু তারপরেও কোনও কাজ না হওয়ায় রাস্তা অবরোধ করলেন তাঁরা। এই বিষয়ে জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এক গ্রামবাসী বলেন, আমাদের গ্রামের বেশিরভাগই মাছ ধরে সংসার চলে। ১২ মাসের মধ্যে ৩ মাস চাষের কাজ এবং বাকি ৯ মাস আমরা নদীর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ওঁরা বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথকে এমনভাবে আটকে রেখেছে, ফলে বন্যার সময় আমাদের গ্রাম প্রভাবিত হবে। এছাড়া ওঁরা নদীতে এমনভাবে গর্ত করছে, যার জন্য আর মাছ ধরা যাবে না। একইসঙ্গে বালির গাড়ির দৌরাত্ম্যের বিষয়টিও তুলে ধরেন তিনি।

'অগ্নিবীর' হওয়ার আগেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৪ ডিসেম্বর ঃ দুই বন্ধুর দু'চোখে স্বপ্ন ছিল দেশের সেনাবাহিনীর পোশাক পরে শত্রু দেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করার। তাতে যদি বীর শহীদের মৃত্যু হয় তা হবে সব থেকে গর্বের। দু'জনের সেই স্বপ্ন পূরণ হওয়ার আগেই ভারতীয় সেনার 'অগ্নিবীর' বাহিনীতে যোগ দেওয়ার আগে শেষ মুহূর্তের শারীরিক প্রশিক্ষণ করতে গিয়ে ভয়াবহ এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের এক যুবকের। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয় অপর এক যুবক বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অন্তর্গত চাঁদেরমোড় টোল প্লাজার কাছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম রাহুল সিংহ (২১)। তাঁর বাড়ি সুতি থানার অন্তর্গত মুরালিপুকুর গ্রামে। রাহুল ঔরঙ্গাবাদ ডিএন কলেজের ইংরেজি বিভাগে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। আগামী ২৭ ডিসেম্বর তাঁর ভারতীয় সেনার 'অগ্নিবীর' বাহিনীতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন সুদীপ দাস নামে সুতির পারুলিয়ার অপর এক যুবক। সুদীপ জঙ্গিপুর কলেজের রসায়ন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ওই যুবকের নামও 'অগ্নিবীর'-এর তালিকায় রয়েছে বলে তাঁর পরিবার সূত্রে জানা গেছে। 'অগ্নিবীর' বাহিনীতে যোগদানের দিন এগিয়ে আসায় গত কয়েকদিন ধরেই সুদীপ এবং রাহুল গ্রামের বিভিন্ন মাঠে নিয়মিত দৌড়ানো এবং অন্যান্য শারীরিক কসরত অনুশীলন করছিলেন। কিন্তু গত দু'দিন ধরে তাঁর মাঠে অনুশীলন না করে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে 'মর্নিং ওয়াক' এবং 'জগিং' করতেন। বুধবার সকালে দুই যুবক যখন বাড়ি থেকে সুতির চাঁদের মোড় টোল প্লাজার দিকে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের দিকে যাচ্ছিলেন সেই সময় অজ্ঞাত পরিচয় একটি গাড়ি এসে দুই যুবককে পেছন থেকে ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় গুরুতর জখম রাহুল এবং সুদীপ দু'জনেই সংজ্ঞাহীন হয়ে রাস্তার ধারে লুটিয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ তাদেরকে উদ্ধার করে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাহুলকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। সুদীপ দাসের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসকরা রেফার করে দিয়েছেন। আহত সুদীপ দাসের কাকা রতন কুমার দাস বলেন, সুদীপ এবং রাহুল দু'জনেই 'অগ্নিবীর' বাহিনীতে যোগদান করার জন্য মনোনীত হয়েছিল। আগামী ২৭ ডিসেম্বর রাহুলের 'অগ্নিবীর' বাহিনীতে যোগদান করার কথা এবং এই কারণে বৃহস্পতিবার সকালেই তাঁর বাড়ি থেকে রওনা হওয়ার কথা ছিল। তিনি জানান, বুধবার ভোরে দুই বন্ধু শেষবারের মতো জাতীয় সড়ক ধরে শারীরিক কসরত করছিলেন। সেই সময় একটি গাড়ি দু'জনকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ দু'জন রাস্তার ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। পরে স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুলিশ দু'জনকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করায়। সুতি থানার এক আধিকারিক বলেন, প্রাথমিক তদন্তে আমাদের অনুমান কোনও একটি ছোট গাড়ির ধাক্কায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ সূত্রের খবর আজ সকালে ওই এলাকায় কুয়াশা না থাকায় দৃশ্যমানতার সমস্যা ছিল না। পুলিশের অনুমান, গাড়ির চালক সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি দু'জনকে ধাক্কা মেরেছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘাতক গাড়িটিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

পুরনো ছন্দেই ফিরছে গ্লেনারিজ, হাইকোর্টের রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ২৪ ডিসেম্বর ঃ আবার পুরনো ছন্দে ফিরতে চলেছে দার্জিলিংয়ের গ্লেনারিজ। সূত্রের খবর, বার ও লাইভ কভারেজ চলবে বড়দিনের ছুটি ও নতুন ইংরেজি বছরের ছুটিতে। জানা গেছে, বার বন্ধের নির্দেশ কে অস্তিত্বহীন করে দিয়েছে হাইকোর্ট একক বেঞ্চের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত গ্লেনারিজ পুরনো ছন্দে চলবে। প্রসঙ্গত, এর আগে আবগারি আইন অমান্য করায় তিন মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এই বার। বড়দিন এবং নতুন ইংরেজি নববর্ষের আগে যা ছিল বড় ধাক্কা। এই গ্লেনারিজের মালিক জিটিএর বিরোধী

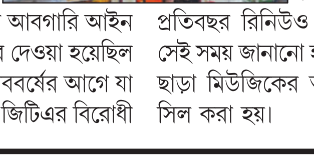

সভাসদ অজয় এডওয়ার্ড। তখন তিনি পাহাড়ের বাইরে ছিলেন। ফলে এই খবর জানাজানি হতেই মাথায় হাত পড়ে পর্যটকদের। আবগারি আধিকারিক জানিয়েছিলেন, আবগারি আইন ২৩৯ নং অমান্য করায় আগামী তিন মাসের জন্য বন্ধ করা হয় এই বার। যদিও গ্লেনারিজের ম্যানেজারের দাবি, আইন মেনেই বার চালাচ্ছিলেন তারা। এমনকি প্রতিবছর রিনিউও সময়মতো করা হয়ে থাকে। কিন্তু, সেই সময় জানানো হয়েছিল, আবগারি দফতরের অনুমতি ছাড়া মিউজিকের আসর বসানো হত। আর তাই বার সিল করা হয়।

চেয়ারম্যানের নিয়োগ অবৈধ, নির্দেশ হাইকোর্টের! পৌরসভার পরিষেবার উদ্বোধন চঞ্চল খাঁড়ার, বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ২৪ ডিসেম্বর ঃ তাম্রলিপ্ত পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান দীপেন্দ্রনারায়ণ রায় গত ১১ ই নভেম্বর দলের নির্দেশে পদত্যাগ করেন। এরপর গত ১৮ নভেম্বর তাঁর জায়গায় অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব পান ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর চঞ্চল খাঁড়া। আইন অনুযায়ী অস্থায়ী পুরপ্রধান নিযুক্ত হলে এক মাসের মধ্যে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য পুরবোর্ডের বৈঠক আহ্বান করতে হয়। সেই বৈঠকের আগে অন্তত সাত দিন আগে পুরপ্রতিনিধিদের চিঠি দিয়ে জানানো বাধ্যতামূলক। কিন্তু এক মাস পার হয়ে গেলেও তমলুক পুরসভায় সেই নিয়ম মানা হয়নি তাই আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে তৃণমূলেরই পুরপ্রতিনিধি পার্থসারথি মাইতি সহ বিজেপির দুই কাউন্সিলর কলকাতা হাই কোর্টে দুটি আলাদা মামলা দায়ের করেন। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দেন চেয়ারম্যান নিয়োগ পুরোপুরি অবৈধ। উনি সেই মুহূর্ত থেকে চেয়ারম্যান নয়, আগামী এক মাসের মধ্যেই কাউন্সিলররা ভোটাভটিতে চেয়ারম্যান বেছে নিবেন। তৃণমূলের বহিষ্কৃত কাউন্সিলর পার্থসারথি মাইতি বলেন যিনি জেলা সভাপতি রয়েছেন তিনি ও আইনের তোয়াক্কা করেন না। টাকা দিয়ে সব কেনা গেলেও আইন কে কেনা যায় না। আইনের জয় হয়েছে। তমলুক পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর জয়া দাস নায়েক বলেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অবৈধ ভাবে চেয়ার আঁকড়ে পড়েছিলেন,নিয়ম মানছিলেন না। তাই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম, আদালত রায় দিয়েছে। তবুও আদালতের রায় না মেনে ঔদ্ধত্য ভাবে হ্যালো চেয়ারম্যানের অনুষ্ঠান করে বেড়াচ্ছেন। তবে অভিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান চঞ্চল খাঁড়া বলেন বিজেপির গায়ে জালা ধরেছে তাই তারা হাইকোর্টে গেছে। দলের নির্দেশ অনুযায়ী চেয়ারে বসেছি। দলের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকলাম।

এসআইএস -পড়ুয়াদের অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ গড়তে মিনাপুর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৪ ডিসেম্বর ঃ এসআইআর নয়, এসআইএস -অর্থাৎ স্পেশাল ইনফর্মেশন ফর স্টুডেন্ট-এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে

পড়ুয়াদের জন্য অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে পূর্বস্থলী ১ ব্লকের মিনাপুর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের এই ব্যতিক্রমী ও মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অভিভাবকরা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রসেনজিত সরকার জানান, প্রকৃত ছাত্র গড়ে তুলতে হলে শুধু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। ছাত্রছাত্রী এবং তাদের পারিবারিক পরিবেশ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে একজন পড়ুয়াকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব নয়। সেই ভাবনা থেকেই এই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ফলাফল প্রকাশের শেষে এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এদিন সেরা মা নির্বাচিত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিআই প্রলয়েন্দু ভৌমিক এবং অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়। তাঁদের উপস্থিতিতে গোটা অনুষ্ঠানটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অন্য বিদ্যালয়গুলির কাছেও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
NOTICE INVITING e-Tender
NIeT No. 14 Dated:- 24/12/2025. and NIeT No.: 15 Dated: 24.12.2025

The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Ramjibonpur Municipality invites Tenders on Percentage-Rate-Basis by two bid system Construction of Bituminous Road (2.50 m wide) , Eucalyptus Bullah Pilling with earth filling, Concrete Road 2.50m wide and Concrete Drain at different location at Slum & Non-Slum area in different ward **(no.- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 &11)** within Ramjibonpur Municipality under **HFA-PMAY(U) OF FY-2021-22**, through electronic tendering (e-Tendering) from the enlisted contractor of Municipalities & reliable bonafied resourceful tenderers/Bidders.
NIeT No. : 14 , Tender Ref. no. : WBMAD/ULB/RM/NIeT-14/2025-26,Tender ID :2025_MAD_978574
NIeT No. : 15, Tender Ref. no. : WBMAD/ULB/RM/NIeT-15/2025-26,Tender ID :2025_MAD_979056
Last date & time for submission of bid through online is 16.01.2026.upto 11:00A.M.
Corrigendum no. 04 Dated : 24.12.2025 (In connection with the NIeT No. : 14 and Tender Ref. no. : WBMAD/ULB/RM/NIeT-14/2025-26,Tender ID :2025_MAD_978574)
The details will be available on websites: www.wbtenders.gov.in (or) www.etender.wb.nic.in or www.ramjibonpurmunicipality.org.in and Office Notice Board,
Sd/- Chairman,
Ramjibonpur Municipality

Office of the Prodhan
Nahazari Gram Panchayat
NOTICE INVITING E-TENDER
(1) NAH/1510/2025, (2) NAH/1511/2025 Date: 22.12.2025
Online/E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for 5(Five) different works. Source of Fund: APAS. Bid submission closing date(online) **12.01.2026 at 12.00 Noon**. Bid Opening Date for Technical Proposal(Online) **14.01.2026 at 12.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Nahazari Gram Panchayat

KUMIRMORAH GRAM PANCHAYAT
KUMIRMORAH, CHANDITALA-I, HOOGHLY
NOTICE INVITING e-Re-TENDER No. (1) KGP/492/2025, (2) KGP/476/2025
Kumirmorah Gram Panchayat, Chanditala-I, Hooghly ,invites e-Tender Only from Bonafide resourceful Contractors having Credentials of executing similar nature of works for total 9(Nine)Nos. different works. Bid Submission End Date(Online): **12-01-2026 upto 2.00 pm. (31-12-2025 upto 11 Am for eNIT-476)**. Bid Opening Date (Technical): **14-01-2026 at 2-00 pm. (02-01-2026 at 11.00 am for eNIT-476)**. For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Kumirmorah Gram Panchayat

Office of the
Purbasthali-I Panchyat Samity
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER
1. **e-Tender Reference No**- P-I/45/2357/EO/15th (2025-26), **Dated-23/12/2025** Tender ID: 2025_ZPHD_ 978824_ 1 to 2 has been floated 2 nos. scheme at different places under purbasthali-I Panchayat Samity fund 15th F.C SAAP (2024-25)
2. **e-Tender Reference No**- P-I/20/2196/APAS/2025-26, **Dated-16/12/2025** has been floated 33 nos, scheme at different places under purbasthali-I Panchayat Samity fund APAS Fund (2025-26).
3. **e-Tender Reference No**- P-I/21/2197/EO/APAS/2025-26, **Dated-16/12/2025** Tender ID: 2025_ ZPHD_5002986_1 to 38 has been floated 45 nos. scheme at different places under purbasthali-I Panchayat Samity fund APAS Fund (2025-26).
4. **e-Tender Reference No**- P-I/22/2304/APAS/2025-26, **Dated-19/12/2025** has been floated 21 nos scheme at different places under purbasthali-I Panchayat Samity fund APAS Fund (2025-26).
5. **e-Tender Reference No**- P-I/23/2305/EO/APAS/2025-26, **Dated-19/12/2025** Tender ID: 2025_ZPHD_5004059 1 to 37 has been floated 55 nos. scheme at different places under purbasthali-I Panchayat Samity fund APAS Fund (2025-26). Look for detail you may visit **www.tenders.wb.gov.in** and Block office notice board
Sd/- Executive Officer
Parhasthali-I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman.

Office of the
Block Development Officer
Suti-I Development Block
Tender Notice
Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: 1. NIT No:- 29/APAS/2025/Dev., Date: 23.12.2025 under APAS, vide Memo No: 4974(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 20.12.2025, Total No. of Scheme 17 (Seventeen) nos. Last date of Application : **31.12.2025 upto 5.00 pm.** Details visit the web site **https://tenders.wb.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.
Sd/-
Block Development Officer
Suti-I Dev. Block, Ahiran
Murshidabad

DAINHAT MUNICIPALITY
For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT no: 46/DM/ENGG/(APAS)/2025-2026
DATE-23/12/2025
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no **7478003845**
Sd/- Chairman
Dainhat Municipality

OFFICE OF THE GOCHHATI GRAM PANCHAYAT
GOCHHATI:SONAKHALI: DASPUR
NOTICE INVITING E–TENDER
The separate tenders are invited by the undersigned for the work of CONSTRUCTION OF PCC ROAD. Source of Fund: 15th C.F.C. Last Date of downloading of documents (online) **14-01-2026 till 11.00 A.M**. Opening date of Technical & Financial Bid (online) **16-01-2026 from 3.00 P.M** onwards. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Gochhati Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER
NIT NO - 091/Maji/15thCFC/Tied/2025, 092/Maji/15thCFC/Tied/2025, 093/Maji/15thCFC/Tied/2025, Date- 24/12/2025
E-tender invited by the Prodhan of Majida Gram Panchayat, Lakshmipur, Purba Bardhaman The last date of tender dropping **17/11/2026 upto 11:00 AM**, For more details, Please visit the Panchayat office or go to **www.wbtenders.gov.in**

Office of The Prodhan
BAHUTALI GRAM PANCHAYAT
P.O-Bahutali, Block-Suti-I, Dist-Murshidabad, West Bengal
1. E-N.I.T.NO: 7/BGP/2025-2026. Memo No: 156/BGP, DATE-23/12/2025, 2. Last date of Dropping online tender paper-**30.12.2025 upto 4.00 pm** 3. Date of opening online tender paper-**02.01.2026 upto 4.00 pm**.
Sd/- Prodhan
Bahutali Gram Panchayat

সংশ্লিষ্ট সিগন্যালিং কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৬৭; তারিখ ঃ ২২-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** কাঙ্কি ইয়ার্ডে কার্ভের পুনঃস্থাপন ও স্থানান্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট সিগন্যালিং কাজ। **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ১৮,১৭,১৯১/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩৬,৪০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৩-০১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **১৩-০১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল শ্রী শঙ্কর দয়াল সাউ পিতা - মৃত কালি চরণ সাউ ইং- ০৪।০৬।২০১৩ তারিখে D. S.R howrah রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্টিকৃত বুক নং iv CD Vollum নং 2 being নং 00670 আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী প্রভাকর চৌবে পিতা শ্রী জগদীশ চৌবে এর নিকট হইতে হাওড়া জেলার অন্তর্গত লিলুয়া থানার অধীন চামরাইল মৌজার জে.এল. নং 105 সাবেক 400 নং খতিয়ানভুক্ত সাবেক 1309 নং দাগের হাল 1663 নং খতিযানভক্ত 1341 নং দাগের 0.37 শতক শালি জমি করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত বিষয় কারো কোন আপত্তি থাকিলে বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও বালি-জগাছা অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/৮২ অফ ২০২৫, তারিখ: ১৮-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং.ঃ ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/I/লামডিং -এর এখতিয়ারের অধীনে সেনচোয়া জংশন-হয়বরগাঁও অংশে কিমি ৩/১-২ অবস্থানে এল.সি. গেট নং. এসএম-২-কে এসএম-৩-এর সাথে একত্রীকরণ করে বন্ধ করা এবং এল.সি গেটগুলির মান নির্ধারণ। **টেন্ডার মূল্য:** ৪,৬৬,১৩,১০৪.৪৩/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩,৮৩,১০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১২-০১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৩-০১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি **১২-০১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ)/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ওপি/কেজিপি, ডিআরএম ভবন, ২য় তলা, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১, নির্ধারিত তারিখে ১৫:০০ টার পূর্বে নিম্নলিখিত কাজগুলোর জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন এবং খোলা হবে ১৫:৩০ টায়: **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. - আরএসও-কেজিপি-এনএমপি-এমইএএল-আরআর-৫-২৫; কাজের বিবরণ:** ২ বছরের জন্য অর্থাৎ ৭৩০ দিনের জন্য বহিরাগত সংস্থা দ্বারা রানিং রুম, নিমপুরা (এনএমপি)-তে বাসিন্দাদের জন্য ভর্তুকিপ্রাপ্ত ও ব্যক্তিগত রেশনের খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশন এবং বাগান করা। **টেন্ডারের মূল্য:** ₹ ১,০০,৩৮,৭৩২.২০; **ইএমডি:** ₹ ২,০০,২০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য:** ₹ ৫,০০০.০০; **খোলার তারিখ:** ১৫.০১.২০২৬; **সম্পন্ন করার সময়কাল:** ০২ বছর (৭৩০ দিন); **জমা দেওয়ার তারিখ:** ১৫.০১.২৬ তারিখের ১৫:০০ টা পর্যন্ত; আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা, নির্দিষ্টকরণ জানতে এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতারা সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। (PR-994)

SNIT No - WBIW/EE/KMD/SNIT-08/2025-26
On behalf of the Governor of W.B. the Executive Engineer, Kangsabati Mechanical Division, Khatra, Bankura invites tender for the Electrical Works:- 1) Amount Put to Tender Rs: 17,07,735.00(Electrical). Last date of application of tender 30.12.2025 to 16.30 Hrs. Details information are available from the office of the undersigned and departmental website www.wbiwd.gov.in and https://wbtenders.gov.in.
Sd/- M. Kundu
Executive Engineer,
Kangsabati Mechanical Division,
Khatra, Bankura.

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানাইতেছি যে আমি শ্রী সন্দীপ সাউ পিতা-শ্রী শুমিলাল সাউ সাং- জগদীশপুর রামকৃষ্ণ পাড়া, পোঃ- জগদীশপুরহাট, থানা- লিলুয়া, এতদ্বারা জানাইতেছি যে আমি জগদীশপুর মৌজায় জে এল নং ২ এর অধীন হাল- ৭৯৫৪ নং খতিয়ানে হাল, ২০৩৬ নং দাগে ০.০৩৩০ একর জমি ১। শ্রী রাজু প্রসাদ ২। পিতা- বীজু প্রসাদ ৩। শ্রী কাজু প্রসাদ এর পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার, শ্রী সুভাষ নস্কর, পিতা কমল নস্কর হইতে খরিদ করিয়া B.L. & L.R.O অফিসে নাম খারিজ এর আবেদন করিয়াছি উক্ত Power no- I - 8650/24 তাং ০৯।৮।২৪ A.D.S.R. Howrah উক্ত পাওয়ার সম্বন্ধে কারো কোন অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানাইতেছি আমি শ্রীমতি কল্পনা দাস স্বামী- শ্রী পরিমল দাস সাং- সুকান্ত পল্লী আনন্দনগর, থানা- লিলুয়া জেলা- হাওড়া, আমি লিলুয়া থানার অধীন চকপাড়া মৌজায় হাল- ১৩০২৩, ১৩০২৮ নং খতিয়ানে হাল. ১৮২১ নং দাগে-০.০২৫১ একর পরিমান জমি ১। শ্রীনারায়ণ দাস ২। শ্রীমতি শিখা দাস এর পক্ষে নিযুক্তীর আমমোক্তার ১। শ্রী শৈলেন্দ্র মিশ্রা ২। শ্রী পরিমল দাস হইতে- খরিদ করিয়া নাম খারিজ Mutation, এর আবেদন করিয়াছি। Power -IV- 896 তারিখ- ০৫।১২।২০১৮ A.D.S.R হাওড়া। উক্ত Power সম্বন্ধে কারো কোন অভিযান থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইননানুগ কার্য্য হইবে।

Office of the Block Development Officer Suti-I Development Block
Tender Notice
Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: 1. NIT No:- 27/APAS/2025/Dev., Date: 23.12.2025 under APAS, vide Memo No: 4941(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 20.12.2025, Total No. of Scheme 13 (Thirteen) nos. Last date of Application : **29.12.2025 upto 5.00 pm.** 2. NIT No:- 28/APAS/2025/Dev., Date: 19.12.2025 under APAS, vide Memo No: 4927(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 19.12.2025, Total No. of Scheme 06 (Six) nos. Last date of Application : **27.12.2025 upto 5.00 pm** Details visit the web site **https://tenders.wb.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.
Sd/-
Block Development Officer
Suti-I Dev. Block, Ahiran
Murshidabad

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
No WB-HMC/TN/ED/S&D/44/2025-2026 **Date: 19.12.2025**
ই- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
হাওড়া পৌরনিগমের কার্যনির্বাহী প্রকৌশলী (এস অ্যান্ড ডি) হাওড়া পৌরনিগমের অধীন বিভিন্ন ওয়ার্ডে কভার স্ল্যাবসহ ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার কাজের জন্য স্বনামধন্য, সম্পদশালী ও বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যাদের এই ধরনের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিস্তারিত প্রাসঙ্গিক তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সহকারী প্রকৌশলীর দপ্তর / www.wbtender.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **০৮.০১.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত**। হাওড়া পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
২৪৬(২) / ২৫-২৬
২৪।১২।২০২৫
সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SANKRAIL DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER
Block Development Officer, Sankrail Development Block invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. No	Tender Reference No.	Tender ID	Last Date of Submission	Date of Opening
1.	eN.I.T -BDO/SNK/eNIT-71/APAS-25-26/ 2025-26, Sl. No.-01 TO 10	2025_ZPHD_5004491_1 2025_ZPHD_5004491_2 2025_ZPHD_5004491_3 2025_ZPHD_5004491_4 2025_ZPHD_5004491_5 2025_ZPHD_5004491_6 2025_ZPHD_5004491_7 2025_ZPHD_5004491_8 2025_ZPHD_5004491_9	30/12/2025	01/01/2026

Intending bidders are requested to visit the website **https://tenders.wb.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.
Sd/-
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SANKRAIL DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH

নতুন বছরের গোড়ায় বিশ্বকাপ ট্রফি ভারতে!

নিজস্ব প্রতিবেদন

নতুন বছরের শুরুতেই ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের জন্য বড় খবর। জানুয়ারির গোড়ায় ভারতে আসতে চলেছে 'আসল' বিশ্বকাপ ট্রফি-ফিফা ও কোকা-কোলার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ট্রফি ট্যুর বাই কোকা-কোলা'। দিল্লিতে ট্রফির আনুষ্ঠানিক আগমনের দিনক্ষণও ঘোষণা হয়েছে। আপাতত আমবাঙালির প্রশ্ন একটাই-জমকালো সফরের শহর-তালিকায় কি জায়গা পাচ্ছে কলকাতা? ১০ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে ট্রফি-যাত্রার সূচনা। সেই উপলক্ষে বসবে বিশেষ 'ফিফা চার্টার ল্যান্ডিং'। আয়োজনকে জাতীয় গর্ব ও উদযাপনের প্রতীক হিসেবে দেখা হচ্ছে। এখান থেকেই ভারত সফরের শুরু। কোকা-কোলার গ্লোবাল পার্টনারশিপস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিকেল ভিনেটের কথায়, ''এই ট্যুরের মাধ্যমে আমরা সমর্থকদের খেলার হৃদস্পন্দনের আরও কাছে আনতে আগ্রহী। আসল বিশ্বকাপ ট্রফিকে ভারতে এনে ম্যাচ দেখার সময় যে উত্তেজনা, প্রত্যাশা আর আবেগ তৈরি হয়, তার পূর্ণ অভিজ্ঞতাই উপহার দিতে চাই!'' কোকা-কোলার ভারত ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলের মার্কেটিং বিভাগের সিনিয়র ডিরেক্টর কার্তিক সুব্রহ্মণ্য বলেন, ''ফুটবল আজ অন্যতম শক্তিশালী সামাজিক সংস্কৃতি। ফিফার সঙ্গে আমাদের পার্টনারশিপ সেই জায়গাটাকেই আরও বড় করে তোলে। ট্রফি ট্যুরের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে যে স্পেক্টাকল, তাকে আমরা লোকাল মুহূর্তে বদলে দিতে চাই-যেখানে সমর্থকেরা ফুটবলের সবচেয়ে বড় প্রতীকের সামনে দাঁড়িয়ে একটা ঠান্ডা কোকা-কোলার আনন্দ ভাগ করে নেবে!'' ফিফার চিফ বিজনেস অফিসার রমি গাই সফর নিয়ে আশাবাদী। বলেন, ''ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি খেলাধুলোর সবচেয়ে বড় প্রতীক আর কোকা-কোলা দুনিয়ার অন্যতম পরিচিত ব্র্যান্ড। গত দুই দশকে এই ট্রফি ট্যুর ১৮২টি সদস্য দেশের কাছে পৌঁছেছে। এবারের আয়োজন আরও বিশেষ-কারণ এটি ট্রফি ট্যুরের ২০ বছর পূর্তি এবং একই সঙ্গে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপের প্রস্তুতি, যেখানে আয়োজক দেশ তিনটি-কানাডা, মেক্সিকো ও আমেরিকা!'' আপাতত সফরের পূর্ণ শহর-তালিকা প্রকাশ হয়নি। দিল্লির পর ট্রফি কোথায় কোথায় যাবে, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। রাজধানীর আয়োজন শেষে গন্তব্য হতে পারে গুয়াহাটি। তারপর? ফুটবলের ঐতিহ্য, আবেগ ও সমর্থনের নিরিখে কলকাতা স্বাভাবিকভাবেই আলোচনায়। তবে ফিফা বা আয়োজকদের তরফে এখনও এর নাম নিশ্চিত করা হয়নি।

কুলদাকান্ত মেমোরিয়াল শিল্ড চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ২৪ ডিসেম্বরঃ জয়ের ঘোড়া টগবগিয়ে ছুটছে ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দলের। এবার লাল-হলুদের কাছে হারল সেতু এফসি। সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে কলকাতায় ফেরার তিন দিনের মধ্যেই অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের দল আইডব্লিউএলে নেমে পড়েছিল। প্রথম দিকে সেভাবে ছন্দে পাওয়া না গেলেও সৌম্যা গুগুলথের গোলে গোটা ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ল ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে, ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে হারিয়ে কুলদাকান্ত মেমোরিয়াল শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হল ইস্টবেঙ্গল। বুধবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে শুরুটা খারাপ করেনি ইস্টবেঙ্গল। নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট পাস খেলে বল দখলের লড়াইয়ে এগিয়েই ছিলেন লাল-হলুদের মেয়েরা। তবে ম্যাচ যত গড়াতে থাকে সেতু এফসি-ও ম্যাচে ফেরে। ম্যাচের গতির বিরুদ্ধে গিয়ে ৩২ মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ হারায় ইস্টবেঙ্গল। গোলকিপারকে একলা পেয়েও গোল করতে পারেনি তারা। প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্য অবস্থায়। সাফের মতো একটা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট জয় করে কলকাতায় ফিরেই আইডব্লিউএলের প্রথম ম্যাচে নামার আগে আলাদা করে প্রস্তুতি নিতে পারেননি ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। তবে ইতিবাচক বিষয় একটাই, সব ফুটবলাররাই ম্যাচের মধ্যেই ছিলেন। তবে আশা করা গিয়েছিল, জয় পেয়েই মাঠ ছাড়বেন রেস্টি নানজিরি, শিল্কি দেবীরা। শেষ পর্যন্ত সেটা হয়ে ওঠেনি। গত কয়েক মাস ধরে চোটের জন্য মাঠের বাইরে ছিলেন প্রিয়াঙ্কা দেবী নাওরেম। চোট কাটিয়ে তিনি ফিরেছেন এই ম্যাচে। সাফে খেলতে পারেননি সঙ্গীতা বাসফোর। তিনিও ছিলেন। তবুও ডেডলক ভাঙতে পারলেন না লাল-হলুদের কোনও স্ট্রাইকার। এর মিধ্যে ৭৬ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত সেতু এফসি। তবে এর পরের মিনিটেই ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ডেডলক ভাঙেন সৌম্য গুগুলথ। সুলঞ্জনা রাউলের পাস থেকে পেলান্টি বক্সের বাইরে থেকে যেভাবে বাঁ-পায়ের শটে গোল করলেন, তা প্রশংসা কুড়িয়ে নেবেই। গোলের পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতো 'সিউউ' সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলে জয়ী হয় ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে, ডায়মন্ড হারবার এফসিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে কুলদাকান্ত মেমোরিয়াল শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

বিজয় হাজারে ট্রফি

আগ্রাসী শতরান রোহিত-বিরাটের

জয়পুর ও বেঙ্গালুরু, ২৪ ডিসেম্বরঃ বিসিসিআইয়ের নির্দেশ ছিল ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। ওয়ানডে দলে জায়গা ধরে রাখতে ফর্ম ও ফিটনেস দুটোই প্রমাণ করতে হবে। বোর্ডের সেই নির্দেশ মেনে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলতে নেমেই রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি প্রমাণ করে দিলেন, তাঁদের আর নতুন করে প্রমাণ করার কিছু নেই। দুই মহাতারকাই এদিন সেঞ্চুরি হাঁকালেন। রোহিত পেরোলেন দেড়শো। এদিকে সচিনের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে লিস্ট এ ক্রিকেটে ১৬ হাজার রান করার নজির গড়লেন কোহলি। রোহিত শর্মা ঘরোয়া ক্রিকেটে নামলেন ৭ বছর পর। জাতীয় দলের চাপ সামলে ইদানিং ঘরোয়া ক্রিকেটে সেভাবে দেখা যায় না ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহারথীকে। কিন্তু বোর্ড বলেছে, তাঁদের নিজেদের প্রমাণ করতে হবে। অগত্যা সিকিমের মতো দলের বিরুদ্ধেও নামতে হয়েছে রোহিত শর্মাকে। ফলাফল যা হওয়ার তাই হল, সিকিমের বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করে রোহিত মাত্র ৯৪ বলে খেললেন ১৫৫ রানের ইনিংস। সেঞ্চুরিতে তিনি পৌঁছন ৬২ বলে। ৯টি ছক্কা, ১৮টি বাউন্ডারি মারেন তিনি। মুম্বই অনায়াসে ম্যাচ জিতে যায় ৮ উইকেটে। বলে রাখা দরকার, স্রেফ রোহিতের টানেই এদিন জয়পুরে ১২ হাজার দর্শক এসেছিলেন। তাঁদের কোনও আক্ষেপ রইল না। কোহলিই বা পিছিয়ে থাকেন কেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ খানিক কঠিন ছিল। অন্ধ্রপ্রদেশ। কিন্তু তিনি তো বিরাট কোহলি। বিশ্বের তাবড় তাবড় বোলার যার ভয়ে থরহরি কম্পমান। অন্ধ্রের অখ্যাত বোলাররা তাঁকে বেগ দেবেন কী করে। বিরাটও হাঁকালেন অনবদ্য সেঞ্চুরি। এদিন প্রথম শটেই লিস্ট এ ক্রিকেটে ১৬ হাজার রানের গণ্ডি পেরোন কোহলি। সচিন তেণ্ডুলকরের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে এই কীর্তি গড়েন তিনি। সচিন ১৬ হাজার রান করেছিলেন ৩৮৫ ইনিংসে। বিরাট পেরলেন ৩৩০ ইনিংসে। তারপর সেই ইনিংসেই অনবদ্য শতরান। আসলে এই মুহূর্তে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের যা মান, তাতে নিচের দিকের দলগুলির বিরুদ্ধে বিরাট-রোহিতদের খেলানোটা কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ আছে। যদিও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজের আগে এই ম্যাচগুলি দুই মহাতারকার জন্যই ভালো অনুশীলনের মঞ্চ।

রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে হবে প্রথম ডিভিশন লিগ?

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বরঃ গত শনিবার বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজিত হয়েছিল সর্বভারতীয় ফেডারেশনের। সেখানেই জানানো হয়েছিল যে দেশের প্রথম ডিভিশন লিগ পরিচালনার কথা মাথায় রেখে গঠিত হবে তিন সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি। যেখানে উভয়পক্ষের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি গুরুত্ব পাবে টুর্নামেন্টের সমস্ত প্রেক্ষাপট। এই কমিটির রিপোর্টের মধ্যে দিয়েই এবার নির্ভর করছে টুর্নামেন্টের ফরম্যাট। সেই অনুযায়ী চলতি মাসের এই চলতি সপ্তাহের প্রথম দিন থেকেই নিজেদের কাজ শুরু করেছে সেই সমন্বয় কমিটি। সব ঠিকঠাক থাকলে চলতি ২০২৫ সালের শেষ দিন পর্যন্ত সমস্ত আলোচনা পর্ব মিটিয়ে আগামী ২রা জানুয়ারির মধ্যে সামনে আসার কথা রিপোর্ট। এখন সেদিকেই নজর থাকবে সকল ফুটবলার থেকে শুরু করে সকল অনুরাগীদের। তবে এসবের মাঝেই উঠে আসতে শুরু করেছে নানা তথ্য। গত সোমবার থেকেই শোনা যাচ্ছে যে সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই নাকি শুরু হয়ে যাবে প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ। যদিও এখনও গোটা বিষয়টি আইএসএল ও এআইএফএফ সমন্বয় কমিটির রিপোর্টের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করছে। আরও শোনা যাচ্ছে যে সেক্ষেত্রে দুইটি বিভাগে ভাগ করা হতে পারে দেশের প্রথম সারির এই ফুটবল টুর্নামেন্টের সকল দল গুলিকে। যেখানে একটি বিভাগে থাকা দল গুলির খেলা আয়োজিত হবে বাংলা তথা কলকাতায়। অন্য বিভাগে থাকা দল গুলির খেলা আয়োজিত হবে গোয়ায়। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। মনে করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে হয়তো রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে আয়োজিত হবে দেশের প্রথম ডিভিশন লিগ। এক্ষেত্রে গ্রুপের শীর্ষস্থানে থাকা দল গুলি সুযোগ পেতে পারে পরবর্তী রাউন্ডে। সেখানে ও হয়তো লাঘু হবে এই একই পদ্ধতি। বর্তমানে সেই সম্ভবনা যথেষ্ট প্রবল। তবে এক্ষেত্রে পুরোপুরি নির্ভর করছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের এই নয়া কমিটির সিদ্ধান্ত।

বৈভব ১৯০, সাকিবুল ১২৮, ঈশান ১২৫! বিজয় হাজারে ট্রফিতে রানের বন্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন

ঘরোয়া ক্রিকেটে এমন দিন খুব কম আসে, যেদিন স্কোরবোর্ডই যাবতীয় গল্প লিখে দেয়। বুধবার যার সাক্ষী রইল বিজয় হাজারে ট্রফি। একদিকে বিহারের ইনিংস ৫০০ ছাপিয়ে রচনা করল নয়া ইতিহাস, অন্যদিকে ঝাড়খণ্ডের জার্সিতে ঈশানের বিধ্বংসী প্রত্যাবর্তন। ঘরোয়া ট্রফি নয়, কার্যত যেন 'রান-উৎসব লিগ'! রেকর্ড ভাঙল, রেকর্ড গড়া হল-শিরোনামে দেশের আগামী দিনের একঝাঁক তারকা। স্কোরবোর্ডের সংখ্যায় আর নজিরের ঝলকে-ভারতীয় ক্রিকেট দেখল ভবিষ্যৎ, বর্তমান আর প্রত্যাবর্তনের একত্র বিস্ফোরণ। রাঁচির জেএসসিএ ওভাল গ্রাউন্ডে অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে বিহার যা করে দেখাল, তা আগে কখনও দেখা যায়নি। ৫০ ওভারে ৫৭৪/৬-লিস্ট 'এ' ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দলগত স্কোর। আগের রেকর্ড ছিল তামিলনাড়ুর ৫০৬/২ (২০২২)। সেই মাইলফলক উড়ে গেল এক ইনিংসে। এই পাহাড়প্রমাণ স্কোরের ভিত গড়ে দেন তিন জন-বৈভব সূর্যবংশী, সাকিবুল গনি ও আয়ুষ লোহরুকা। প্রত্যেকের দুরন্ত শতরানেই অরুণাচল কার্যত ম্যাচের বাইরে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে এমন ইনিংস-বিশ্বক্রিকেটে বিরল। বৈভব সূর্যবংশী খেললেন ১৯০ রানের

বিস্ফোরক ইনিংস, ৮৪ বলে। ১৬টি চার, ১৫টি ছক্কা। ৩৬ বলে শতরান করে আগেই নজর কাড়েন। এরপর ৫৯ বলে ১৫০-ছেলেদের লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে দ্রুততম দেড়শোর বিশ্বরেকর্ড। এবি ডিভিলিয়ার্সের পুরনো নজির ভেঙে বৈভব বুঝিয়ে দিলেন, অনূর্ধ্ব-১৯ স্তর তাঁর জন্য মাপে 'ছোট' হয়ে এসেছে। ডাবল সেঞ্চুরি হাতছাড়া হলেও, এই ইনিংস তাঁকে সরাসরি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আলোচনায় টেনে আনবে। বৈভব-তাণ্ডবের মধ্যেই আরও এক ইতিহাস লিখলেন বিহার অধিনায়ক সাকিবুল গনি। মাত্র ৩২ বলে শতরান-ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরি। আগের রেকর্ড ছিল অমলপ্রীত সিংয়ের, ৩৫ বলে। আজ সাকিবুল থামেন ৪০ বলে ১২৮ রান হাঁকিয়ে। ১০টি চার, ১২টি ছক্কা। অধিনায়কোচিত এই ইনিংসই বিহারের রানের গতিকে কার্যত নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যায়। দিনের অন্য খেলায় আমদাবাদে ঝাড়খণ্ডের জার্সিতে নিন্দুকদের বার্তা পাঠালেন ঈশান কিষাণ। কর্নাটকের বিরুদ্ধে ৩৩ বলে শতরান, শেষ পর্যন্ত ৩৯ বলে ১২৫। সাতটি চার, ১৪টি ছক্কা। যার জোরে ঝাড়খণ্ড তোলে ৪১২/৯। সদ্য জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের পর ঈশান বুঝিয়ে দিলেন-ফর্ম নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। বিজয় হাজারে ট্রফিতে তাঁর নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ডের সাফল্যের ধারাবাহিকতা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল এই ঝাঁঝালো শতরান।

বিয়ে করলেন ভেনাস উইলিয়ামস, পাত্র ইতালীয় অভিনেতা আন্দ্রেয়া

সংবাদ সংস্থা, ফ্লোরিডা, ২৪ ডিসেম্বরঃ টেনিস কোর্টের বাইরে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করলেন ভেনাস উইলিয়ামস। ইতালীয় অভিনেতা ও প্রযোজক আন্দ্রেয়া প্রেটির সঙ্গে ঘর বাঁধার সিদ্ধান্ত নিলেন সাতবারের গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী এই তারকা। ব্যক্তিগত পরিসরে সম্পন্ন হওয়া বিয়ের খবরে আবেগপ্রবণ তাঁর বোন, টেনিসের আরেক কিংবদন্তি সেরেনা উইলিয়ামস। ভেনাস উইলিয়ামস ও আন্দ্রেয়া প্রেটি প্রথমে ১৮ সেপ্টেম্বর ইতালির ইশিয়া দ্বীপে একান্ত পারিবারিক অনুষ্ঠানে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতেই হয় সেই অনুষ্ঠান। পরে ডিসেম্বরে ফ্লোরিডার পাম বিচে দ্বিতীয় একটি আয়োজন করেন তাঁরা, যেখানে হাজির ছিলেন আরও অনেক বন্ধু ও আত্মীয়। এই বিয়ে ভেনাসের জীবনে এক নয়া মাইলফলক। দীর্ঘদিন ধরে কোর্টে লড়াই করা বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর তারকার কাছে এটি শুধুই ব্যক্তিগত নয়, বরং জীবনের নতুন জার্নি শুরুর মুহূর্ত। বিয়ের ছবি শেয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেগঘন বার্তা দেন সেরেনা উইলিয়ামস। ছোটবেলার 'ব্যাকইয়ার্ড কোর্ট'থেকে বিশ্বমঞ্চ-দু'জনের দীর্ঘ যাত্রার কথাই তুলে ধরেন তিনি। লেখেন, 'আমার দিদি, আমার পথপ্রদর্শক। ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত তুমি সবসময় শক্তি, সৌন্দর্য আর হৃদয় দিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছ। তোমাকে জীবনের এই নতুন অধ্যায়ে এতটা উজ্জ্বল দেখে আমি গর্বিত!' দুই বোনের সম্পর্ক বরাবরই টেনিস দুনিয়ার আলোচনার বিষয়। কোর্টের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাপিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে একে অপরের সবচেয়ে বড় ভরসা-সেরেনার এই বার্তায় তা আবারও স্পষ্ট। আন্দ্রেয়া প্রেটির সঙ্গে ভেনাসের সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসে ২০২৪ সালের মাঝামাঝি। ডেনমার্কে জন্ম। প্রেটি কৈশোরে ইতালিতে চলে আসেন। পেশায় অভিনেতা ও প্রযোজক-মডেলিং দিয়ে কেরিয়ার শুরু হলেও পরে অভিনয়ে পাকাপাকি জায়গা করে নেন। নিউ ইয়র্কের সুসান ব্যাটসন অ্যাকাডেমিতে অভিনয়ের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তিনি। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে ভেনাস নিজেই এক ম্যাচ-পরবর্তী সাক্ষাৎকারে তাঁদের বাগদানের কথা স্বীকার করেন। জানুয়ারিতেই আংটি বদল হয়েছিল-এ কথা পরে 'ভোগ' পত্রিকাকে দেওয়া ইন্টারভিউয়ে জানান ভেনাস। সেরেনা ২০২২ সালে অবসর নিলেও ভেনাস এখনও কোর্টে ফেরার স্বপ্ন দেখেন। লক্ষ্য ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্স। ইতিমধ্যেই অলিম্পিকে চারটি সোনা ও একটি রুপো রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। বিয়ে, নতুন জীবন-সবকিছুর মধ্যেও লক্ষ্য পরিষ্কার। টেনিস যেমন পরিচয়, তেমনই এই বিয়ে জীবনের আরেকটি শক্ত ভিত। সেই যাত্রায় পাশে রয়েছেন সেরেনা-বোন, বন্ধু ও আজীবনের সঙ্গী হয়ে। এবার প্রেটির হাত ধরে আরও বহুদূর এগিয়ে চলার স্বপ্ন দেখছেন ভেনাস।

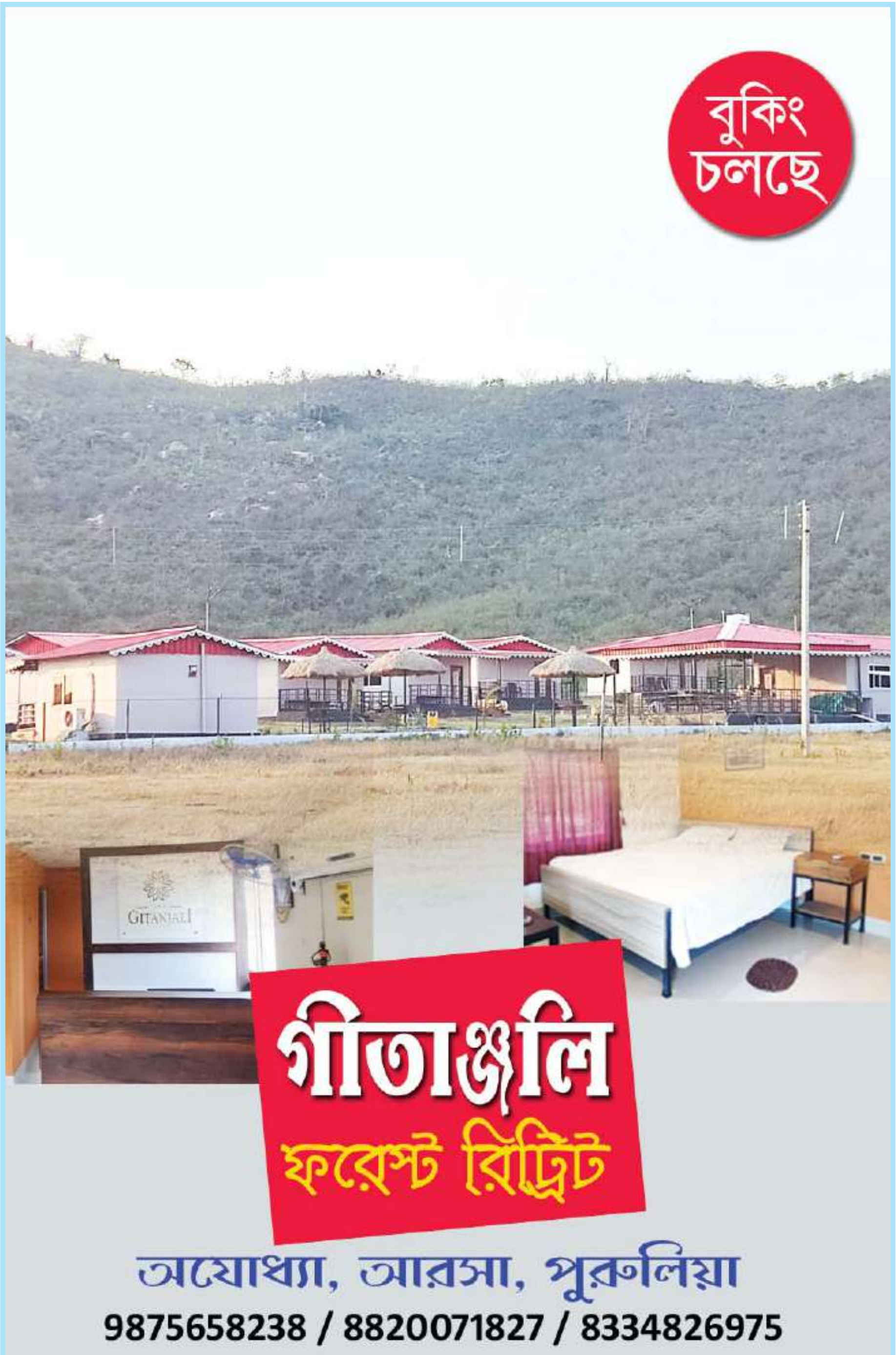

ফুটবল ইতিহাসে যা কখনো হয়নি, এনরিকের জন্য তেমন এক চুক্তির প্রস্তাব পিএসজির

প্যারিস, ২৪ ডিসেম্বরঃ একটা সময় ছিল, যখন পিএসজি মানে ছিল কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ আর একরাশ আক্ষেপের গল্প। ঘরোয়া লিগে রাজত্ব থাকলেও ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্ব তাদের কাছে ছিল মরীচিকার মতো। তবে লুইস এনরিকে কোচ হওয়ার পর প্যারিসের সেই বিষণ্ণ আকাশ বদলে গেছে। এনরিকে শুধু পিএসজির একজন কোচই নন, তিনি যেন প্যারিসের রাজা। আর সেই রাজাকে আজীবন প্যারিসের প্রাসাদে রেখে দিতে এবার নজিরবিহীন এক প্রস্তাব নিয়ে হাজির হচ্ছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ২০২৩ সালে ক্রিস্তফ গালতিয়েরের বিদায়ের পর এনরিকে যখন পিএসজির দায়িত্ব নিলেন, চ্যালেঞ্জটা ছিল পাহাড়সম। কিন্তু স্প্যানিশ এই কোচ প্রমাণ করেছেন, সঠিক কারিগরের হাতে পড়লে সাধারণ পাথরও হয়ে উঠতে পারে হীরা! এনরিকের জমানায় পিএসজি এখন শুধু ইতিহাসই গ।ছে না, নিজেরাই এক ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। গত মরসুমে পিএসজির ডাগআউটে বসে এনরিকে যা করেছেন, তা এককথায় রূপকথা। দশকের পর দশক যে চ্যাম্পিয়নস লিগ ট্রফিটার জন্য প্যারিস হাহাকার করেছে, সেটি এনে দিয়েছেন গত বছরই। সব মিলিয়ে ১৪৩ ম্যাচে এনরিকের জয় ৯৮টি, ড্র ২৬ আর হার মাত্র ১৯টিতে। জয়ের

হার ৬৮.৫৩ শতাংশ। সাফল্যের এই ধারাবাহিকতা শুধু মাঠের খেলাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, রূপ পেয়েছে ট্রফিতেও। সম্প্রতি ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে চেলসির প্রাক্তন ডিফেন্ডার ফিলিপ লুইসের ব্রাজিলের ফ্ল্যামেঙ্গোকে হারিয়ে আরও একটা ট্রফি জিতেছে প্যারিসিয়ানরা। মাঝে শুধু চেলসির কাছে ক্লাব বিশ্বকাপে হারটা একটু খচখচানি হয়ে আছে। তারপরও সাম্প্রতিককালে সাফল্যে পিএসজির জুড়ি মেলা ভার। এই সাফল্যের পুরস্কারও পাচ্ছেন এনরিকে। পিএসজির সঙ্গে ৫৫ বছর বয়সী কোচের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ২০২৭ সাল পর্যন্ত। কিন্তু পিএসজি এখনই তাঁকে আজীবনের জন্য বেঁধে ফেলতে চায়। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস জানাচ্ছে, ইউরোপীয় ফুটবলের শীর্ষ পর্যায়ে আগে কখনো দেখা যায়নি, এমন এক 'লাইফটাইম কন্ট্রাক্ট' বা আজীবন চুক্তির কথা ভাবছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ক্লাবের শীর্ষ কর্তারা এনরিকের কাজে এতটাই মুগ্ধ যে তারা তাঁকে শুধু কোচ হিসেবে নয়, পিএসজির ভবিষ্যৎ পরিচয়ের প্রধান কারিগর মনে করছেন। পিএসজির এই বদলে যাওয়ার রহস্য কী? এনরিকে ডাগআউটে আসার পর ক্লাবের সবাইকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন-দলের চেয়ে বড় কেউ নয়। কিলিয়ান এমবাপে রিয়াল মাদ্রিদে চলে যাওয়ার পর অনেকে ভেবেছিলেন, পিএসজি হয়তো খেই হারিয়ে ফেলবে, কিন্তু হয়েছে উল্টো। এনরিকে কোনো নির্দিষ্ট খেলোয়াড়ের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে পুরো দলকে একটি সুতায় গেঁথেছেন। তাঁর অধীন কোনো ফাঁকিবাজি চলে না। যত বড় তারকাই হোক না কেন, অনুশীলনে ঢিলেমি করলে সোজা সাইডবেঞ্চে বসিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না। এই কঠোর অনুশাসনের ফলও পেয়েছেন। উসমান দেম্বেলে, যাঁর ধারাবাহিকতা নিয়ে একসময় অনেক প্রশ্ন ছিল, সেই দেম্বেলে এখন ব্যালন ডি'অর আর ফিফা বর্ষসেরার ট্রফিজয়ী! আবার ব্র্যাডলি বারকোলা বা খিচা কাভাস্কেইয়ার মতো প্রতিভাবানেরাও বুঝে গেছেন, মাঠে শতভাগ না দিলে জায়গা হবে বেঞ্চে। পিএসজি আর এনরিকের এই বন্ধন যদি সত্যিই আজীবনের হয়, তবে ইউরোপীয় ফুটবলে রাজত্বের গল্পটাও হয়তো নতুন করে লেখা হবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com